দুরন্ত বার্তা

ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com

কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 96 Wednesday, 6 March, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ৯৬ সংখ্যা ❋ ২২ ফাল্গুন, ১৪৩০, বুধবার, ৬ মার্চ, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

সত্যমেব জয়তে
ভারত সরকার

বিকশিত ভারত,
বিকশিত পশ্চিমবঙ্গ
মোদী সরকারের গ্যারান্টি

পশ্চিমবঙ্গের মাটি থেকে ₹১৫,৪০০ কোটির বিনিয়োগের মাধ্যমে কলকাতা, হাওড়া, পুণে, কোচি, আগ্রা এবং গাজিয়াবাদে মেট্রো রেল প্রকল্পগুলির উপহার

শিলান্যাস

পিম্পরি চিঁচ্ওয়াড় – নিগড়ি (পুণে মেট্রো)

উদ্ঘাটন

- হাওড়া ময়দান – এসপ্লানেড অংশ (গ্রীন লাইন, কলকাতা মেট্রো)
- কবি সুভাষ – হেমন্ত মুখোপাধ্যায় অংশ (অরেঞ্জ লাইন, কলকাতা মেট্রো)
- তারাতলা – মাঝেরহাট অংশ (পার্পল লাইন কলকাতা মেট্রো)
- রুবি হল ক্লিনিক থেকে রামবাড়ি পর্যন্ত (পুণে মেট্রো)
- এসএন জংশন থেকে ত্রিপুনিথুরা পর্যন্ত (কোচি মেট্রো)
- তাজ ইস্ট গেট থেকে মনঃকামেশ্বর পর্যন্ত (আগ্রা মেট্রো)
- দুহাই থেকে মোদিনগর নর্থ স্ট্রেচ পর্যন্ত (দিল্লি-মেরঠ RRTS সেকশন)

প্রথম মেট্রো পরিষেবাকে সবুজ পতাকা দেখিয়ে শুভারম্ভ

- হাওড়া ময়দান – এসপ্লানেড (গ্রীন লাইন, কলকাতা মেট্রো)
- কবি সুভাষ – হেমন্ত মুখোপাধ্যায় (অরেঞ্জ লাইন, কলকাতা মেট্রো)
- তারাতলা – মাঝেরহাট (পার্পল লাইন কলকাতা মেট্রো)
- রুবি হল ক্লিনিক - রামবাড়ি (পুণে মেট্রো)
- এসএন জংশন - ত্রিপুনিথুরা (কোচি মেট্রো)
- দুহাই - মোদিনগর নর্থ (দিল্লি-মেরঠ RRTS সেকশন)
- তাজ ইস্ট গেট - মনঃকামেশ্বর (আগ্রা মেট্রো)

প্রকল্পগুলির লাভ

- রাস্তাগুলিতে যানবাহনের ভিড় অনেকটাই কমবে
- জলের নিচ দিয়ে মেট্রো রেলওয়ে সুরঙ্গের মাধ্যমে কলকাতা ও হাওড়ার মধ্যে দ্রুত পরিবহন লিংক
- নগর পরিবহনের পরিকাঠামোর উন্নয়ন
- কলকাতা, হাওড়া, পুণে, কোচি, আগ্রা, এবং গাজিয়াবাদ এলাকার মানুষের জন্য যাতায়াত এবং জীবন-যাপনে সুবিধা
- নগর এবং উপনগরের যাত্রীদের যাতায়াতের সময় কমবে
- পরিবেশ বান্ধব পরিবহন ব্যবস্থা

নরেন্দ্র মোদী
প্রধানমন্ত্রী
কর্তৃক

গণ্যমান্য উপস্থিতি

ডক্টর সি ভি আনন্দ বোস
রাজ্যপাল, পশ্চিমবঙ্গ

মমতা ব্যানার্জি
মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

অশ্বিনী বৈষ্ণব
কেন্দ্রীয় রেল, যোগাযোগ, ইলেকট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী

হরদীপ সিংহ পুরী
কেন্দ্রীয় আবাসন এবং নগর বিষয়ক, পেট্রোলিয়াম, এবং প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রী

বুধবার ৬ মার্চ, ২০২৪ | সকাল ৯-টায় | এসপ্লানেড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ

DD NEWS ডিডি নিউজে সরাসরি সম্প্রচার দেখুন

'অসাংবিধানিক' নির্বাচনী বন্ড? তথ্য দিতে বাড়তি সময় চেয়ে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন এসবিআই-এর

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ নির্বাচনী বন্ড অসাংবিধানিক, বাতিল হওয়া উচিত। নির্বাচন কমিশনের কাছে নির্বাচনী বন্ড নিয়ে তথ্য জমা করলে সুপ্রিম কোর্টের কাছে বাড়তি সময় চাইল স্টেট ব্যাঙ্ক। সূত্রের খবর, বিস্তারিত তথ্য জমা দিতে আগামী ৩০ জুন অবধি সময় চেয়েছে দেশের অন্যতম শীর্ষ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক।ন্ড নির্বাচনী বন্ডকে 'অসাংবাধিক' আখ্যা দিয়েছে দেশের শীর্ষ আদালত। গত ১৫ ফেব্রুয়ারি প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ এক রায়ে নির্বাচনী বন্ডকে ' ঘোষণা করে। ওই বন্ড বাতিল হওয়া উচিত বলেও মনে করে শীর্ষ আদালত। রায়ে শীর্ষ আদালত জানায়, নির্বাচনী বন্ডের তথ্য জানার অধিকার (আরটিআই) আইনকে লঙ্ঘন করা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়াকে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বন্ডের মাধ্যমে অনুদানকারীর তালিকা ভাগ করার নির্দেশ দেয়।ন্ডপ্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় বলেছেন, নির্বাচনী বন্ড মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করে ও কালো টাকা নিয়ন্ত্রণের একমাত্র উপায় নয়। নির্বাচনী বন্ড বিক্রি বন্ধ করতে ব্যাঙ্কগুলিকে নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।প্রধান বিচারপতি জানান, ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক (এসবিআই) এই ধরনের বন্ড দেওয়া বন্ধ করবে। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে জমা পড়া অনুদান সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য তুলে দেবে। সুপ্রিম কোর্টের তরফে সময়সীমা বেঁধে দিয়ে বলা হয়, আগামী ৩১ মার্চের মধ্যে কমিশনকে অনুদান সংক্রান্ত তথ্য তাদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে। আর নির্বাচনী বন্ড নিয়ে যাবতীয় তথ্য আগামী ৬ মার্চের মধ্যে নির্বাচন কমিশনকে দেবে ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক (এসবিআই)। পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চ তার পর্যবেক্ষণে জানায়, কালো টাকার বিরুদ্ধে লড়াই চলছে এবং অনুদান দাতাদের পরিচয় গোপন রাখা হচ্ছে- এই যুক্তিতে নির্বাচনী বন্ড চালু থাকতে পারে না।ভোটে কালো টাকার লেনদেন বন্ধ করার কথা বলে নির্বাচনী বন্ড চালু করেছিল মোদী সরকার। এর ফলে কোনও ব্যক্তি বা কর্পোরেট সংস্থা রাজনৈতিক দলগুলিকে চাঁদা দিতে চাইলে, বন্ড কিনে সংশ্লিষ্ট দলকে দিতে হবে। ১ হাজার, ১০ হাজার, ১ লক্ষ, ১০ লক্ষ এবং ১ কোটি টাকা মূল্যের বন্ড পাওয়া যাবে। কিন্তু কে, কত টাকা দিচ্ছেন, তা বোঝা যাবে না। পরে নির্বাচনী বন্ড চালু হওয়ার পর তার স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। অভিযোগ ওঠে, বন্ড ভাঙিয়ে টাকা নেবে রাজনৈতিক দল, এতে অস্বচ্ছতাই বাড়বে। সেই নিয়ে মামলা দায়ের হয় সুপ্রিম কোর্টের সাংবিধানিক বেঞ্চে।

১৫০ মিটার গভীর খাদে পড়ল গাড়ি, জম্মু ও কাশ্মীরের রামবানে মৃত্যু দু''জনের

জম্মু, ৫ মার্চ ঃ ফের গাড়ি দুর্ঘটনা জম্মু ও কাশ্মীরের রামবান জেলায়, এবার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ১৫০ ফুট নীচে পরে গেল যাত্রীবাহী একটি গাড়ি। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে দু''জনের। সোমবার রাত ১২.৩০ মিনিট নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে, রাতের অন্ধকারে পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় রামবান জেলার ব্যাটারি চশমা এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে পা। যায় গাড়িটি।জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ জানিয়েছে, সোমবার রাত ১২.৩০ মিনিট নাগাদ একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রায় ১৫০ ফুট গভীর খাদে পড়েযায়। জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কের ওপর ব্যাটারি চমশা এলাকার কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।দুর্ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। গাড়ির ভিতর থেকে দু''জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু, প্রাণে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। দুর্ঘটনায় নিহতরা হলেন - হকম দীন ও তারিক আহমেদ।

ঠাসা কর্মসূচি প্রধানমন্ত্রীর, ১৩ মার্চ পর্যন্ত যাবেন দেশের বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে

নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ ঃ লোকসভা ভোটের দিনক্ষণ এগিয়ে আসছে, সেই মতো প্রস্তুতিও চালিয়ে যাচ্ছে বিজেপি। আগামী ১৩ মার্চ পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে যাবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ঠাসা কর্মসূচি রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর, সরকারি অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার পাশাপাশি জনসভাও করবেন তিনি।তেলেঙ্গানা থেকে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর দেশ-সফর, এছাড়াও তামিলনাড়ু, ওড়িশা, জম্মু ও কাশ্মীর, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, জম্মু ও কাশ্মীর, অসম, অরুণাচল প্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, গুজরাট রাজস্থান এবং দিল্লিতে। লোকসভা নির্বাচনের প্রচারের স্বার্থে এই রাজ্যগুলিতে একাধিক কর্মসূচির আয়োজন করেছে বিজেপি।৫ মার্চঃ মঙ্গলবার তেলঙ্গানায় একাধিক কর্মসূচি রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর। সঙ্গারেড্ডীতে বেশ কিছু সরকারি প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন তিনি। তার পর সেখানে জনসভায় ভাষণ দেবেন। মঙ্গলবারই পাড়ি দেবেন ওড়িশার উদ্দেশে। ওড়িশার চণ্ডীখোলে একাধিক সরকারি প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন মোদী। একই ভাবে সেখানেও রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সভা। তার পর পশ্চিমবঙ্গের উদ্দেশে পাড়ি দেবেন তিনি।

ভারতে আনুমানিক ৭০৬টি আদিবাসী সম্প্রদায় রয়েছে

নয়াদিল্লি,৫মার্চঃভারত বৈচিত্র্যের দেশ, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যই আমাদের পরিচয় । এই বৈচিত্র্য বজায় রাখতে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ' ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত'-এর মন্ত্র দিয়েছেন । আমরা এমন এক ভারতের কল্পনা করছি, যেখানে প্রতিটি ভারতীয় জীবনযাপনের উন্নত মান নিয়ে সজাগ । দেশের প্রতিটি ব্যক্তির কাছে, এমনকি সামাজিক কাঠামোর শেষ প্রান্তে যারা রয়েছেন, তাঁদের কাছেও উন্নত ও আধুনিক স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দিতে ভারত সরকার ধারাবাহিক প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে ।ভারতে আনুমানিক ৭০৬টি আদিবাসী সম্প্রদায় রয়েছে, যা দেশের মূল জনসংখ্যার ৮.৬ শতাংশ । এই আদিবাসী জনগোষ্ঠী আমাদের দেশের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ । প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, ' অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যত আদিবাসী সম্প্রদায় ছাড়া কখনোই সম্পূর্ণ হবে না' । ভারত সরকার আদিবাসীদের নৈতিক মূল্যবোধ, ঐতিহ্য, আর্থসামাজিক পরিস্থিতি এবং উপজাতীয় সংগঠনগুলির সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল । জাতীয় অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র হিসেবে আদিবাসীদের সুস্বাস্থ্য ও উন্নয়নে সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ ।সিকল সেল রোগ ভারতের আদিবাসী সম্প্রদায়ের সামনে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত এক গুরুতর চ্যালেঞ্জ । এটি এমন এক জিনগত অসুখ, যেখানে কোনো ব্যক্তির লোহিত রক্তকণিকা বিকৃত হয়ে কাস্তের মতো আকার ধারণ করে । এই রোগটি সাধারণত আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে দেখা যায় । এর জেরে তাদের ভবিষ্যত এবং অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারে । তাই সময় মতো এই রোগের বিস্তার প্রতিরোধ করা একান্ত আবশ্যক । পূর্ববর্তী সরকারগুলি এই জিনঘটিত রোগ প্রতিরোধের তেমন জোরদার প্রয়াস চালায়নি । তাই ইতালি, জাপানের মতো বিভিন্ন দেশ যেখানে এই রোগ প্রতিরোধে সক্ষম হয়েছে, সেখানে ভারত এখনও এরসঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে । দেশ থেকে সিকল সেলের অভিশাপ নির্মূল করতে ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরে কেংন্দ্রীয় বাজেটে ' সেল অ্যানিমিয়া এলিমিনেশন মিশন ২০৪৭' - শীর্ষক জাতীয় প্রচারাভিযানের ঘোষণা করা হয়েছে । এজন্য আমি প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ ।মানবদেহে সিকল সেল রোগ দুভাবে থাকতে পারে । এরমধ্যে একটিতে রোগের কোনো উপসর্গ দেখা যায়না, আক্রান্ত ব্যক্তি্রা স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারেন । দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সিকল সেলের বিভিন্ন উপসর্গ প্রকাশ পায় । দেশের ১৩টি রাজ্য রাজস্থান, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, ঝাড়খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, তেলেঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, কেরালা, কর্ণাটক এবং মহারাষ্ট্রে এই রোগের প্রকোপ বেশি । চারটি রাজ্য বিহার, অসম, উত্তরাখন্ড এবং উত্তরপ্রদেশেও এর আংশিক প্রকোপ রয়েছে ।সিকল সেল ডিজিজে আক্রান্ত একজন ব্যক্তি ক্রমাগত ব্যথা, ক্লান্তি, রক্তাল্পতা সহ অসংখ্য স্বাস্থ্য সমস্যার সম্মুখীন হন, যা তাঁর জীবনযাত্রার ওপর গভীর ছাপ ফেলে । সিকল সেল জনিত রক্তাল্পতা দূর করার জন্য দুধরণের পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় । প্রথম পন্থাটি প্রতিরোধের ওপর জোর দিয়ে সদ্যোজাত শিশুরা যাতে এতে আক্রান্ত না হয় তা নিশ্চিত করার চেষ্টা চালায় । দ্বিতীয় পন্থায় যারা ইতোমধ্যেই এই রোগে আক্রান্ত তাদের চিকিসা ও পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের চেষ্টা করা হয় । সিকল সেল অ্যানিমিয়ায় আক্রান্ত রোগীরা যাতে যথাযথ স্বাস্থ্য পরিষেবা পান, তা নিশ্চিত করতে একটি সার্বিক পরিকাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে ।সিকল সেল বৈশিষ্ট্যযুক্ত দুজন ব্যক্তি যদি একে অপরকে বিয়ে করেন, তাহলে তাদের সন্তানের মধ্যে এই রোগ সঞ্চারিত হওয়ার তীব্র আশঙ্কা থাকে । তাই বিয়ের আগে সিকল সেলের পরীক্ষা করলে এই রোগের বিস্তার আটকানো সম্ভব । রাজ্যগুলি এবং আদিবাসী বিষয়ক মন্ত্রকের সহযোগিতায় কেংন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক আগামী ২-৩ বছরের মধ্যে ১৭টি রাজ্যের প্রায় ২০০টি জেলায় বসবাসকারী আদিবাসী ও অন্যান্য গোষ্ঠীভুক্ত মানুষজনের ওপর পরীক্ষা চালিয়ে সিকল সেল আক্রান্তদের চিহ্নিত করার একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে । এর আওতায় ৪০ বছর বয়সসীমা পর্যন্ত প্রায় ৭ কোটি মানুষের পরীক্ষা করা হবে । বৃহ এই পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হল ২০৪৭ সালের মধ্যে দেশ থেকে সিকল সেল রোগ নির্মূল করা । চিহ্নিত করার পর সিকল সেল আক্রান্তদের স্থানীয় ভাষায় স্মার্টকার্ড প্রদান করা হবে । এরফলে একজন সহজেই বুঝতে পারবেন, তার সঙ্গীকে বিয়ে করলে ভবিষ্যতে তাদের সন্তানের সিকল রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে কিনা ।এই সম্পূর্ণ কর্মসূচির বাস্তবায়ন, এতে মানুষজনের অংশগ্রহণ এবং এসংক্রান্ত সচেতনতার ব্যাপক প্রসার সুনিশ্চিত করতে বিভিন্ন স্তরে নজরদারি ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে । সিকল সেল রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করার পর তাদের নিয়মিত পরীক্ষা, চিকিসা ও ওষুধ, অন্যান্য রোগের জন্য টিকাদান, খাদ্য তালিকাগত সহায়তা এবং পরামর্শদান পরিষেবার ব্যবস্থা করা হবে ।এই রোগ মোকাবিলায় সরকার পর্যাপ্ত অর্থবরাদ্দ এবং উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার করছে । এছাড়া স্বাস্থ্য কর্মীদের যথাযথ প্রশিক্ষণ, প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো নির্মাণ এবং সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলার ওপরে জোর দেওয়া হয়েছে ।আয়ুস্মান ভারত প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১৮ সাল থেকে দেশে ১ লক্ষ ৬০ হাজার স্বাস্থ্য ও সুস্থতা কেন্দ্রের একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হয়েছে, যা কোভিড-১৯-এর মতো অতিমারির মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে । অন্যান্য রোগের সঙ্গে সিকল সেল রোগ নির্মূলেও এই কেন্দ্রগুলি তাপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে । সিকল সেল রোগীরা যাতে উন্নত চিকিসা পরিষেবা পান, সেজন্য এই কেন্দ্রগুলির স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে । প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আগামী ২৭-শে জুন মধ্যপ্রদেশে সিকল সেল অ্যানিমিয়া নির্মূল মিশনের সূচনা করবেন । সিকল সেল অ্যানিমিয়ার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এই উদ্যোগ অপরিসীম শক্তি যোগাবে । সিকল সেল রোগীদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য সংরক্ষণের জন্য ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে একটি ওয়েব পোর্টাল তৈরি করা হয়েছে ।এই মিশন, ২০৪৭ সালের মধ্যে দেশ থেকে সিকল্ল সেল অ্যানিমিয়া নির্মূল করার পথ প্রশস্ত করবে বলে আমার বিশ্বাস । এরফলে দেশের ঐতিহ্যকে যারা বাঁচিয়ে রেখেছেন, সেই আদিবাসী সম্প্রদায়ের সংরক্ষণ ও অস্তিত্ব রক্ষাও সুনিশ্চিত হবে ।

আবার 'ফিশফ্রাই রাজনীতি' দেখল বাংলা,' টিএমসি একটাই পরিবার', সুদীপের সঙ্গে সাক্ষাতের পর দাবি কুণালের

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ দার্জিলিংয়ের চা, ফিশফ্রাই, নয়না ' বউদির হাতে তৈরি নাড়ু এবং জলভরা সন্দেশেই মিটল ' সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির চা-বৈঠক সেরে বেরিয়ে তেমনই ইঙ্গিত দিলেন কুণাল ঘোষ। বললেন, পরিবার একটাই। সোমবার বিকেলে কুণাল ঘোষ জানিয়েছিলেন যে, সন্ধ্যায় তিনি উত্তর কলকাতার সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে চায়ের আমন্ত্রণে যাবেন। কিন্তু দেখা গেল, শুধু চা-এ সীমাবদ্ধ রইল না। সান্ধ্য জলযোগে ছিল ফিশফ্রাই, কুকিজ, জলভরা সন্দেশও। পাশাপাশিই, সুদীপের স্ত্রী তথা চৌরঙ্গীর তৃণমূল বিধায়ক নয়না বন্দ্যোপাধ্যায় নারকেল নাড়ুও বানিয়ে রেখেছিলেন কুণালের জন্য।ন্ডগত কয়েক দিন ধরেই সুদীপের বিরুদ্ধে সরব ছিলেন কুণাল। এমনকি ইডি, সিবিআইয়ের কাছে সুদীপকে আবার গ্রেফতারেরও দাবি জানিয়েছিলেন তিনি। শনিবার সুদীপকে বিঁধতে গিয়ে কুণাল বলেছিলেন, ' রোজভ্যালির দালাল।'' কয়েক দিন আগে ব্রিগেডের প্রস্তুতি সভায় তাঁকে না-ডাকা নিয়ে সুদীপের বিরুদ্ধে ক্ষোভ জানাতে শুরু করেছিলেন কুণাল। কিন্তু ক্রমে তা এমন জায়গায় যায় যে, দল তাঁকে শো-কজ করে। সোমবারই সেই চিঠি কুণালের কাছে পৌঁছেছে। যদিও বিকেল পর্যন্ত তিনি তা পড়ে উঠতে পারেননি বলেই কুণালের দাবি। অন্য দিকে, কুণালের মতোই সুদীপের বিরুদ্ধে সরব হয়ে, বিবিধ কারণ দেখিয়ে বিধায়ক ও তৃণমূলের সমস্ত পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন তাপস রায়। সুদীপের বাড়ি থেকে বেরিয়ে কুণাল বলেন, ' বলেছিলাম, সে সব বাক্স আর নতুন করে খুলতে চাই না। সুদীপদার সঙ্গে একটা আলোচনা হয়েছে। উনি বলেছেন, উত্তর কলকাতায় যে সমস্যা বা কমিউনিকেশন গ্যাপ আছে, সেগুলো মিটিয়ে নেবেন।'' দু'দিন আগে কুণাল দাবি তুলেছিলেন, উত্তর কলকাতা কেন মহিলা সাংসদ পাবে না? মন্ত্রী শশী পাঁজার নামও লোকসভা ভোটে প্রার্থী হিসাবে তুলেছিলেন কুণাল। সোমবার ফিশফ্রাই, জলভরার পর অবশ্য তা নিয়ে আর কোনও মন্তব্য করেননি তিনি। কুণাল এ-ও বলেছেন, ' বন্দ্যোপাধ্যায় যাঁকেই প্রার্থী করুন, দলের সবাই মিলে তাঁকে জেতাতেই নামব। সুদীপদা এখনও সাংসদ। ধরে নিচ্ছি তিনিই প্রার্থী হবেন।'' তবে গত কয়েক দিন সুদীপ চুপ ছিলেন। কুণালের সঙ্গে সাক্ষাতের পরেও কোনও মন্তব্য করেননি উত্তর কলকাতার সাংসদ তথা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি সুদীপ।

ব্যারাকপুরে যেন অর্জুনকে প্রার্থী না করা হয়!ফের সোমনাথের নিশানায় অর্জুন

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ লোকসভা নির্বাচনের (২০২৪ Lok Sabha Election) দোরগোড়ায় দাঁ।য়িও কিছুতেই থামছে না শাসক দলের গোষ্ঠী কোন্দল।ফের প্রকাশ্যে চলে এল অর্জুন-সোমনাথ দ্বন্দ্ব। অর্জুন সিংহকে যেন দল ব্যারাকপুর কেন্দ্রে লোকসভার টিকিট না দেয়, এই আর্জি জানিয়ে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দিতে চলেছেন জগদ্দলের তৃণমূল বিধায়ক সোমনাথ শ্যাম। অর্জুনকে যে এলাকাবাসী সাংসদ হিসাবে চাইছেন না, তার ' নিজের বিধানসভা এলাকায় কিছু মানুষের সইও সংগ্রহ করেছেন সোমনাথ। সেই সব সই সংবলিত চিঠিই তিনি পাঠাতে চলেছেন তৃণমূলের সর্বময় নেত্রীকে। এমনিতেই কুণাল ঘোষ, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাপস রায় সংক্রান্ত বিতর্কে গত কয়েক দিন ধরেই জেরবার তৃণমূল। এ বার অর্জুন-সোমনাথ দ্বন্দ্ব দলকে নতুন করে অস্বস্তিতে ফেলবে কি না, তা নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে।ন্ডব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত আর এক বিধানসভা কেন্দ্র হল বীজপুর। সেখানকার তৃণমূল বিধায়ক সুবোধ অধিকারীও কার্যত এই বিষয়ে সোমনাথের পাশেই দাঁড়িয়েছেন। অর্জুনকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, অর্জুন সিংহ আগে ঠিক করুন, কাদের প্রার্থী হবেন? বিজেপির না কি তৃণমূলের? একই সঙ্গে তাঁর মন্তব্য, ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটে জেতার পর বিজেপি সাংসদ সিংহ হয়ে সাধারণ মানুষ এবং তৃণমূল কর্মীদের উপর অত্যাচার চালিয়েছিলেন। সেই কথা কেউ ভোলেননি। এখন ইঁদুর হয়ে তৃণমূলে ঢুকেছেন। তৃণমূল এখনও কোনও কেন্দ্রেই আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রার্থীর নাম জানায়নি। তবে অন্য অনেক কেন্দ্রের মতো ব্যারাকপুর কেন্দ্রেও একাধিক নাম নিয়ে জল্পনা চলছে। মনে করা হচ্ছে এই আবহে অর্জুনের প্রার্থী হওয়া রুখতে এখন থেকেই দলের শীর্ষ নেতৃত্বের উপর চাপ তৈরি করতে চাইছে তাঁর বিরোধী গোষ্ঠী।ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত আর এক বিধানসভা কেন্দ্র আমডাঙায় অর্জুনের সমর্থনে পোস্টার পড়েছে। সেগুলিতে লেখা হয়েছে, অর্জুন সিংহকেই প্রার্থী চাই। এই পোস্টারের নেপথ্যে অর্জুন অনুগামীরাই রয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে। স্থানীয় বিধায়ক রফিকুর রহমান জানিয়েছেন, দলের শীর্ষ নেতৃত্ব যাঁকে প্রার্থী হিসাবে মনোনীত করবেন, তিনি তাঁর সঙ্গেই থাকবেন। পোস্টার প্রসঙ্গে রফিকুর বলেন, মানুষ আবেগতাড়িত হয়ে এই ধরনের পোস্টার দিয়েছেন। বিতর্কে অবশ্য মুখ খুলতে চাননি অর্জুন। তিনি জানিয়েছেন, দলের নির্দেশ ছাড়া মুখ খুলবেন না।এর আগেও অবশ্য প্রকাশ্যে অর্জুনকে টিকিট না দেওয়ার আর্জি জানিয়েছিলেন সোমনাথ এবং সুবোধ। সোমনাথ অর্জুনের নাম না করেই তাঁকে তোপ দেগে বলেছিলেন, ' পরিবারকে যেন টিকিট না দেওয়া হয়। দলের কাছে আর্জি জানিয়েছি।'' এমনিতে সোমনাথ জেলা রাজনীতিতে অর্জুন-বিরোধী বলেই পরিচিত। একটি খুনের ঘটনা নিয়ে অর্জুন-শ্যামের পুরনো বিবাদ নতুন মোড়কে হাজির হয়েছে সম্প্রতি। সেই খুনের ঘটনায় আবার গ্রেফতার হয়েছেন অর্জুনের ভাইপো পাপ্পু সিংহ। তার পর থেকে দু'জনের বাগ্যুদ্ধ ব্যারাকপুর তথা উত্তর ২৪ পরগনার রাজনীতিকে আলোড়িত করে চলেছে।অর্জুন ২০১৯ সালে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পরে কংগ্রেস ছেড়ে সোমনাথ যোগ দেন তৃণমূলে। ২০২২ সালে অর্জুন তৃণমূলে ফেরেন। সেই থেকেই ধিকিধিকি আগুন জ্বলছিল। সম্প্রতি যা বৃদ্ধি পেয়েছে। দুই নেতার লড়াই থামাতে সক্রিয় হয়েছিল তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্ব। তাতে যে কাজের কাজ হয়নি, চলতি বিতর্কই তার প্রমাণ।

দোলাচলে কংগ্রেস,বেশি অপেক্ষা করা যাবে না,চতুর্মুখী লড়াইয়ের পথে বাংলা?

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ বাংলায় লোকসভা ভোটের লড়াই কি শেষ পর্যন্ত চতুর্মুখী হতে চলেছে? সোমবার রাতে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের কথায় তেমন সম্ভাবনাই তৈরি হয়েছে।পশ্চিমবঙ্গে জোট নিয়ে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত জানাননি কংগ্রেস হাই কম্যান্ড। তারই মধ্যে কংগ্রেসের উপর পাল্টা চাপ তৈরি করার কৌশল নিলেন বাম নেতৃত্ব।ন্ডসেলিম সোমবার জোট প্রসঙ্গে বলেন, আমাদের বামফ্রন্ট গত ভাবে ৪২টি আসনে প্রার্থী তালিকা প্রস্তুত। কিন্তু তা প্রকাশ করছি না। কংগ্রেস দ্রুত স্পষ্ট করুক। আমরা আইএসএফের সঙ্গেও কথা বলব। কিন্তু ওদের বলতে হবে ওরা তৃণমূল এবং বিজেপির বিরুদ্ধে কি না। তবে আর বেশি দিন অপেক্ষা করা যাবে না।প্রদেশ কংগ্রেসের এক মুখপাত্রের বক্তব্য, রবিবার নির্বাচনী কমিটির বৈঠকে এ বিষয়ে আলোচনা করে কংগ্রেস নেতৃত্বকে বিষদে জানানো হয়েছে। চলতি সপ্তাহেই পুরোটা স্পষ্ট হয়ে যাবে।রাজ্যে তৃণমূলের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসের জোট হবে কি না, তা নিয়ে ধন্দ রয়েছে। সিপিএমের সঙ্গে জোট হবে কি না তা নিয়েও রয়েছে ধোঁয়াশা। রবিবার প্রদেশ কংগ্রেসের নির্বাচনী কমিটির বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের পর্যবেক্ষক জিএ মির ৪২টি কেন্দ্রনিয়েই আলোচনা শুরু করে নেতাদের মতামত জানতে চান। কংগ্রেস সূত্রে খবর, সেই বৈঠকে বর্ষীয়ান নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্য জোট নিয়ে এআইসিসির অবস্থান সম্পর্কে জানতে চান। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী বৈঠকে মন্তব্য করেন, জোটের আলোচনায় বিলম্ব হওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। তিনি জানান, শীর্ষ নেতৃত্ব কোনও স্পষ্ট সিদ্ধান্ত না নেওয়ায় বামেদের সঙ্গে জোট আলোচনা কিছুটা এগিয়ে নিয়ে গিয়েও থমকে যেতে হয়েছে তাঁকে।সেই রেশ টেনেই সিপিএমের বক্তব্য, হাতে বেশি সময় নেই। কংগ্রেসকে যা করার তা দ্রুত করতে হবে। একটি সিদ্ধান্তে না আসতে পারলে মুশকিল। সিপিএমের দাবি, এই বিলম্বের ফলে নেতৃত্বকে বিড়ম্বনার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। সিপিএম ইতিমধ্যেই জেলায় জেলায় নির্বাচনী সম্মেলন শুরু করে দিয়েছে। সেখানে দলীয় কর্মীদের প্রশ্নের মুখে পড়তে হচ্ছে নেতৃত্বকে। প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব দ্রুত সর্বভারতীয় নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা সেরে জোট নিয়ে যেন একটি সিদ্ধান্তে আসেন।ন্ডকংগ্রেসের তরফে গত সপ্তাহ পর্যন্ত তৃণমূলের সঙ্গে আসন সমঝোতার আশা জিইয়ে রাখা হয়েছিল। বার বার বার্তা দেওয়া হচ্ছিল, কথা চলছে, জটের সমাধানসূত্র ঠিকই পাওয়া যাবে। কিন্তু তৃণমূলের তরফ থেকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, কংগ্রেসের সঙ্গে কোনও জোট নয়, পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয় এবং অসমে লোকসভা নির্বাচনে একা লড়বে তারা। এর পরেই শতাব্দী-প্রাচীন দলটির উপর চাপ বৃদ্ধি করার কৌশল নিল বামেরাও।

বিচারপতির পদ থেকে অভিজিতের ইস্তফা,ইমেলে নয়, রাষ্ট্রপতিকে চিঠি পাঠালেন জিপিও থেকে

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ রবিবার জানিয়েছিলেন যে মঙ্গলবার পদত্যাগ করবেন তিনি। ঘোষণামতোই কাজ। মঙ্গলবার দুপুরে বিচারপতির পদ থেকে ইস্তফা দিলেন অভিজি গঙ্গোপাধ্যায় (Abhijit Gangopadhyay)। এদিন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি (CJI), দেশের রাষ্ট্রপতির কাছে তিনি ইস্তফাপত্র (Resignation Letter) পাঠিয়েছেন। ইমেল, ফ্যাক্স ও ডাকযোগে পাঠানো হয়েছে পদত্যাগপত্র। এবার তিনি ' কাজে নামার জন্য একেবারে তৈরি। আগেই বলেছিলেন, রাজনীতির ময়দানে নামবেন। সম্ভবত বিজেপিতে যোগ দিয়ে তিনি লোকসভা নির্বাচনে (Lok Sabha Election ২০২৪) লড়বেন তমলুক কেন্দ্র থেকে।ন্ড২০২০ সাল থেকে কলকাতা হাই কোর্টের (Calcutta HC) স্থায়ী বিচারপতি হন অভিজি গঙ্গোপাধ্যায়। রাজ্যের একাধিক দুর্নীতি মামলায় তাঁর বিচার, পর্যবেক্ষণ তাঁকে জনপ্রিয় করে তোলে। বিশেষত শিক্ষা দুর্নীতিতে ' প্রার্থীদের নিয়োগ নিয়ে তাঁর পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতেই প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী-সহ দপ্তরের একাধিক শীর্ষ কর্তাব্যক্তি পুলিশের জালে এসেছেন। তার পর থেকেই বিচারপতি হিসেবে অভিজি গঙ্গোপাধ্যায়ের জনপ্রিয়তা বাড়ে। বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীদের মনে বিশ্বাস জন্মায় যে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ই তাঁদের সুবিচার পাইয়ে দিতে পারেন। সেই বিশ্বাস আরও বাড়ে, যখন স্রেফ মন্ত্রীর মেয়ে হয়েই চাকরি পেয়ে যাওয়া শিক্ষিকা অঙ্কিতা অধিকারীর চাকরি বাতিল করে সেই পদে যোগ্য প্রার্থীর নিয়োগের নির্দেশ দেন তিনি। এমনই তাপর্যপূর্ণ বেশ কয়েকটি বিচারের জন্য অভিজি গঙ্গোপাধ্যায়ের উপর আস্থা বাড়ে।ন্ডরবিবার অভিজি গঙ্গোপাধ্যায় যখন পদ ছাড়ার কথা ঘোষণা করলেন, তাঁর সেই সিদ্ধান্তের কথা শুনে কার্যত হতাশ হয়ে পড়েন এতদিনের বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীরা। প্রশ্ন তুলতে শুরু করেন, তাহলে আর সুবিচার কে দেবেন? এমনকী সোমবার যখন অভিজি গঙ্গোপাধ্যায় শেষবারের মতো এজলাসে গিয়েছিলেন, তখন আইনজীবীরাও তাঁকে বারবার অনুরোধ করেন, এখনই যেন তিনি মামলাগুলি ছেড়ে না দেন। কিন্তু নিজের সিদ্ধান্তে অটল থেকে অভিজিবাবু জানিয়েছিলেন, আদালতের কাজ শেষ। তিনি এখন অন্য কাজে নামবেন। সেইমতোই মঙ্গলবার তিনি অবসর নিলেন। নতুন কেরিয়ার শুরু করবেন রাজনীতির ময়দানে।

পাকিস্তানের কুর্সিতে শেহবাজ শরীফ, ভারত থেকে শুভেচ্ছা পাঠালেন প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ ঃ ফের পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর কুর্সিতে শেহবাজ শরীফ। ভারত থেকে শুভেচ্ছা-বার্তা পেয়েছেন পাকিস্তানের নতুন প্রধানমন্ত্রী। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। মঙ্গলবার সকালে সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ প্রধানমন্ত্রী মোদী লিখেছেন, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ায় শেহবাজ শরীফকে শুভেচ্ছা।গত ৩ মার্চ পাকিস্তানের নতুন প্রধানমন্ত্রীকে নির্বাচিত করেছে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি। পাকিস্তানের নতুন প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন পাকিস্তান মুসলিম লীগ-নওয়াজ (পিএমএল-এন) সভাপতি শেহবাজ শরীফ। শেহবাজ শরীফ ২০১ ভোট পেয়ে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ওমর আইয়ুব ৯২ ভোট পেয়েছেন।

ব্যক্তির দেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য কলকাতায়

কলকাতা, ৫ মার্চ কলকাতায় পচা গলা দেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল। মৃতের নাম খোকন পাঁচাল (৬৫), তিনি পেশায় কাঠের মিস্ত্রি। ১৩২৬ বেলেঘাটা মেইন রোডের বাসিন্দা। একাই থাকতেন। নিয়মিত মদ্যপান করতেন বলে দাবি প্রতিবেশীদের। গত ৩-৪ দিন ধরে বাড়ির বাইরে বের হননি। সোমবার সন্ধ্যার পর থেকে দুর্গন্ধ পেতে শুরু করেন প্রতিবেশীরা।প্রতিবেশীরা জানালা থেকে দেখার চেষ্টা করতেই মৃতদেহ চোখে পড়ে। ঘরের মধ্যে টিভি চলছিল। বেলাঘাটা থানায খবর দিলে পুলিশ এসে

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,৬মার্চ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ৬মার্চঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈত৪নাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ২২ফাল্গুন মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদে৪শঃ২২ ফাল্গুন মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ২২ ফাল্গুন মাস ১৯৪৪, মৈতেঃ ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪ পদ ।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৮.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৯.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯২শতকরা এবং ৩৯শতকরা। বৃষ্টি হয়নি মঙ্গলবার । জোয়ার-সকাল ৫টা ২১ মিনিট এবং রাত৭টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৫টা ২০মিনিট। রাত-৯টে ২১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৬ টা ১০মনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৫ টা ৩০ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃআপনার চারপাশের মানুষের সম্প্রসারিত সমর্থন আপনাকে খুশি করবে। অর্থ-সম্পর্কিত সমস্যা সম্পর্কে আপনার স্ত্রী স্ত্রীর সাথে আপনার বিতর্ক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। **বৃষভ রাশিঃ**অপ্রয়োজনীয় উত্তেজনা এবং দুশ্চিন্তা আপনার জীবনকে রসকষহীন করে তুলতে পারে। এগুলির হাত থেকে মুক্তি **মিথুন রাশিঃ**সীমাহীন শক্তি ও উদ্যম আপনাকে চেপে ধরবে এবং আপনি যে কোন প্রদত্ত সুযোগ আপনার সুবিধামত কাজে লাগাবেন। আপনার ভ্রমণ হবে। **কর্কট রাশিঃ**আপনি আপনার শারীরিক সক্ষমতা বজায় রাখতে কিছু ক্রীড়া কার্যকলাপ উপভোগ করতে পারেন। আপনার অফিসের সহকর্মী আজ আপনার মূল্যবান **সিংহরাশিঃ**কর্মব্যস্ত দিন হওয়া সত্ত্বেও স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আপনি যদি বিদেশের কোনও জমিতে বিনিয়োগে করে থাকেন **কন্যারাশিঃ**আপনার মধ্যে শক্তির প্রাচুর্যতা থাকবে- কিন্তু কাজের চাপ আপনার বিরক্তের কারণ হবে। বিশেষ জাত আছে এমন **তুলারাশিঃ**মেঝের উপর দিয়ে হাঁটার সময় গর্ভবতী মায়েদের বিশেষ যত্ন অবলম্বন করা উচিত। আর্থিক ক্ষেত্রে উন্নতি আপনার পক্ষে দীর্ঘস্থায়ী বকেয়া হয়েছে। **বৃশ্চিক রাশিঃ** আপনি আপনার শারীরিক মনোবল বজায় রাখার জন্য খেলাধুলায় আপনার সময় ব্যয় করুন। সংসারে শান্তি হবে **ধনু রাশিঃ** আর্থিক সীমাবদ্ধতা এড়াতে আপনার বাজেটে আটকে থাকুন। শুভদিন হতে পারে আজ **মকর রাশিঃ**সুখী জীবনের স্বার্থে নিজের একগুঁয়েমি দূর করুন, এরফলে নিছক সময় নষ্ট হয়। **কুম্ভ রাশিঃ**আপনার সব সমস্যার জন্য সেরা প্রতিষেধক হল হাসি। **মীন রাশিঃ**প্রকৃতি আপনার মধ্যে লক্ষ্যণীয় প্রত্যয় এবং বুদ্ধি অর্পণ করেছে-কাজেই এটির সেরা ব্যবহার করুন। বিলম্বিত টাকাকড়ি পরিশোধ হয়ে যাওয়ার দরুণ আর্থিক অবস্থা উন্নত হবে। কোন দূরসম্পর্কের আত্মীয়ের

চালু হল
‘দুরন্ত বার্তা’
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

৩ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 96 Wednesday, 6 March, 2024 ✱ ২৯ বর্ষ, ৯৬ সংখ্যা ✱ ২২ ফাল্গুন, ১৪৩০, বুধবার, ৬ মার্চ, ২০২৪ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

প্রশাসনের চোখ এড়িয়ে বেআইনি খনন! নদীবক্ষে বড় বড় গর্ত, বর্ষায় বড় বিপদের আঁচ। ব্যবস্থা নিয়ে তৎপর রাজ্য প্রশাসন ...বিস্তারিত পাতা ৫

তোলাবাজির অভিযোগ এলে কড়া ব্যবস্থার নিদান অরূপ রায়ের। তিনি বলেন, প্রায়শই শোনা যায় গরিব হকারদের কাছ থেকে তোলা চাওয়া হচ্ছে। ...বিস্তারিত পাতা ৬

কারখানার উপাদন বন্ধ হয়েছে। পাঁচিল ঘেরা টাউনশিপ। ভেতরে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। রয়েছে কয়েকশো আবাসিক। ওই টাউনশিপে ঝুলল তালা। ...বিস্তারিত পাতা ৭

প্রত্যেকের একটা টার্নিং পয়েন্ট থাকে। সব এলোমেলো করে দেয়। ময়দানে টিকে থাকলে সাফল্য আসবেই। রবিচন্দ্রন অশ্বিনের কেরিয়ারে এমন অনেক মুহূর্ত এসেছে। ...বিস্তারিত পাতা ৮

সরকার বিকশিত ভারতের সংকল্প নিয়ে ভবিষ্যতের জন্য কাজ করছে ঃ প্রধানমন্ত্রী

জাজপুর, ৫ মার্চ ঃ দেশে এখন এমন একটি সরকার রয়েছে, সে সরকার বর্তমান নিয়ে উদ্বিগ্ন এবং বিকশিত ভারতের সংকল্প নিয়ে ভবিষ্যতের জন্যও কাজ করছে। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার ওড়িশার জাজপুরে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই অনুষ্ঠান থেকে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আজ এখানে ২০ হাজার কোটি টাকারও প্রকল্পের উদ্বোধন এবং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। পেট্রোলিয়াম, প্রাকৃতিক গ্যাস এবং পারমাণবিক শক্তি সম্পর্কিত প্রকল্প হোক অথবা সড়ক, রেলপথ এবং পরিবহন সংক্রান্ত প্রকল্প, এই উন্নয়ন কাজগুলি এখানে শিল্প কার্যক্রম বাড়াবে এবং নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করবে।

প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, গত কয়েক বছরে আমাদের দেশের কর্মসংস্কৃতি কত দ্রুত পরিবর্তিত হয়েছে তারও একটি স্বীকৃতি আজকের এই আয়োজন। পূর্ববর্তী সরকারগুলি সময়মতো প্রকল্পগুলি সম্পন্ন করতে আগ্রহী ছিল না, যেখানে আমাদের সরকার যে প্রকল্পগুলির ভিত্তি স্থাপন করে সেগুলি দ্রুত শেষ করার চেষ্টা করে। মোদী বলেছেন, ওড়িশার সম্পদ এবং রাজ্যের শিল্প শক্তি আরও বাড়াতে কেন্দ্রীয় সরকারও এখানে আধুনিক সংযোগের উপর জোর দিচ্ছে। গত ১০ বছরে এই লক্ষ্যে অভূতপূর্ব কাজ হয়েছে। উচ্চতর বিনিয়োগ ওড়িশার জন্য আরও কর্মসংস্থানের সুযোগ ও বৃদ্ধি তরান্বিত করবে। মঙ্গলবার ওড়িশার জাজপুরের এক জনসভায় এই মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেছেন, গত ১০ বছর ধরে বিজেপি সরকার ওড়িশায় অভূতপূর্ব বিনিয়োগ করছে। আমাদের প্রচেষ্টা হল ওড়িশাকেও বিকশিত ভারতের প্রবেশদ্বার করে তোলা। একইভাবে, ওড়িশা একটি উন্নত ভারত, একটি স্বনির্ভর ভারতকে শক্তি দিচ্ছে। মঙ্গলবার ওড়িশার জাজপুরে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করার সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জনসভায় বক্তব্য রাখেন মোদী। তিনি বলেছেন, ৪০০ পারের অঙ্গীকার ভারতকে একটি উন্নত দেশে পরিণত করবে, কৃষকদের উন্নতি করবে, যুবকদের উসাহিত করবে এবং নারী শক্তিকে শক্তিশালী করবে। এই যাত্রায় ওড়িশা একটি বড় ভূমিকা পালন করতে চলেছে। গত ১০ বছরে, বিজেপি সরকার ওড়িশায় অনেক কাজ করেছে। আমরা চাই ওড়িশা বিকশিত ভারতের প্রবেশদ্বার হয়ে উঠুক।

সন্দেশখালি কাণ্ডের তদন্তে সিবিআই, নির্দেশ হাই কোর্টের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ মার্চ ঃ অবশেষে ইডির আবেদনে সাড়া। সন্দেশখালি ঘটনার তদন্তভার সিবিআইয়ের হাতে দিল কলকাতা হাই কোর্ট। প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের ডিভিশন বেঞ্চ মঙ্গলবার এই নির্দেশ দিয়েছে। মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে ৪টের মধ্যেই ধৃত শাহজাহান শেখকে কেন্দ্রীয় সংস্থার হাতে তুলে দেওয়ারও নির্দেশ দেয় হাই কোর্ট। সন্দেশখালি কাণ্ডের তদন্তভার থাকবে কার হাতে, তা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই চরমে টানাপোড়েন। প্রথম থেকেই ইডির দাবি ছিল, তদন্তভার দিতে হবে সিবিআইকে। কারণ, রাজ্য পুলিশ তদন্ত করলে তা পক্ষপাতদুষ্ট হতে পারে বলেই বার বার আদালতে তা দাবি করা হয়। পরবর্তীতে শেখ শাহজাহানকে কে গ্রেফতার করবে, তা নিয়েও দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। শেষে আদালতের নির্দেশে সন্দেশখালির ‘বেতাজ বাদসাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। সন্দেশখালিকাণ্ডে কলকাতা হাই কোর্টের একক বেঞ্চের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে কেন্দ্রীয় সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) ডিভিশন বেঞ্চে যে আবেদন জানিয়েছিল, তার প্রেক্ষিতেই মঙ্গলাবারের এই নির্দেশ। গত ৫ জানুয়ারি ইডির আধিকারিকদের উপর হামলার ঘটনায় বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠনের জন্য একক বেঞ্চ যে নির্দেশ দিয়েছিল, তা খারিজ করেছে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। এর পাশাপাশি, ন্যাজাট এবং বনগাঁ থানার মোট তিনটি অভিযোগের তদন্তের ভার সিবিআই-কে হস্তান্তরের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে রাজ্য পুলিশকে।

আগামী দিনে নির্বাচনও চলবে আমাদের আন্দোলনও চলবে

‘আমরা ঘাসে মুখ দিয়ে চলি না, ঘাস রক্ষা করি’

দুরন্ত বার্তা, ৫ মার্চঃ আগামী ১০ মার্চ ‘ট্রেলার’ দেখাবে বলেছে তৃণমূল। কেন্দ্রীয় বঞ্চনার বিরুদ্ধে ব্রিগেডে ‘জনগর্জন সভা’র ডাক দিয়েছে শাসক দল। রাজ্যের প্রায় প্রতিটি জেলা থেকে রবিবার সভায় লোক আসবে বলে ইতিমধ্যেই দাবি করা হয়েছে। সাধারণ কর্মী-সমর্থকদের ব্রিগেড নিয়ে যাওয়ার জন্য স্পেশাল ট্রেন ভাড়া করেছিল তৃণমূল। কিন্তু তা বাতিল হয়ে গেছে। বিজেপির বিরুদ্ধে এই নিয়ে ক্ষোভ উগরেছেন ঘাসফুলের শীর্ষ নেতৃত্ব। মঙ্গলবার পশ্চিম মেদিনীপুরের প্রশাসনিক সভা থেকে এই নিয়ে মুখ খুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। মঙ্গলবারের সভা থেকে মমতা জানান, ব্রিগেডে একটা সভা ডাকা হয়েছে। কেন বাংলা বঞ্চিত হচ্ছে? কেন একশো দিনের টাকা দেওয়া হচ্ছে না? এই প্রশ্ন তোলেন তিনি। এরপরই রেল বাতিলের প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেন, ‘‘কেন আমরা রেল ভাড়া চাইলে, আমরা যদি রেল বুক করি, আমাদের অনুমতি দেওয়া হয় না। কোথায় বাস করছি আমরা।’’ মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ, ‘‘একেক জনের জন্য একেক রকম নিয়ম। এটা কি মগের মুলুক?’’ কেন্দ্রকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করে মমতা বলেন, ‘‘আগামী দিনের লড়াই বাংলাই লড়বে, শেষ কথা বাংলাই বলবে।’’ তৃণমূল দাবি করেছিল, গত ২৯ ফেব্রুয়ারি তাঁদের পক্ষ থেকে দুটি ট্রেনের আবেদন করা হয়েছিল। এমনকী সিকিউরিটি মানি জমা দেওয়ার তথ্যও রেলকে পাঠানো হয়। কিন্তু আচমকাই ৪ মার্চ রেল জানিয়েছে তাঁরা ট্রেন দিতে পারবে না। এই নিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে তৃণমূলের তরফে বলা হয়, ‘‘সিকিউরিটি ডিপোসিট দেওয়া এবং সময়মতো অনুমতি চাওয়া সত্ত্বেও রেলের তরফে আমাদের

দাবি নাকচ করে দেওয়া হল। আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহার থেকে কর্মী-সমর্থকদের কলকাতা আনার জন্যই এই ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আসলে বিজেপির জমিদাররা বুঝে গেছে যে, তাদের পায়ের তলা থেকে মাটি সরছে। তাই আমাদের আটকানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু কেউ আমাদের আটকাতে পারবে না।’’ মঙ্গলবারের সভা থেকে কেন্দ্রের সরকারকে শিল্পের প্রসঙ্গ নিয়ে আক্রমণ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বলেন, ‘‘চাকরির অভাব হবে না, তার কারণ সারা মেদিনীপুর জুড়ে চলছে শিল্পের হাওয়া। পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া থেকে শুরু করে হাওড়া, হুগলি, উত্তরবঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ... সব জায়গায় শিল্পের হাওয়া চলছে। শিল্প এখন বাংলায় হচ্ছে। তাই বাংলাকে ওরা (পড়ুন বিজেপি) ভয় পাচ্ছে।’’ নাম না করে সোমবারের সভা থেকে শুভেন্দু অধিকারীকে তুলোধনা করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। চাকরি প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য ছিল, ‘‘সবচেয়ে বড় পকেটমারি স্কুল শিক্ষায় কে করেছে, ভুলে গেছেন মেদিনীপুরের লোক। ওরা চাকরি খায়, আমি চাকরি দিই। আমি কারও চাকরি খাই না, খাবোও না।’’ মঙ্গলবারও মমতার নিশানায় ছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা। মেদিনীপুরের বিপ্লবীদের কথা তুলে মমতা বলেন, ‘‘এই জেলার মাটি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের। কোনও গদ্দারকে এই মাটি সহ্য করবে না।’’ সিপিএমকেও দোষারোপ করতে ছাড়েননি তিনি। মমতার বক্তব্য, সিপিএমের হার্মাদরাই বিজেপির গদ্দার হয়েছে এখন। তাঁরা কী করেছে অতীতে, কেউ ভোলেনি। কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগ এদিনের সভা থেকেও তুলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, একাধিক প্রকল্পের টাকা কেন্দ্র বন্ধ করে দিচ্ছে। শুধু ভোটের আগে রাজ্যে এসে বলছে তাঁরা জল দেয়, তারাই সব করে। কিন্তু রাজ্যও যে একাধিক প্রকল্পে টাকা দেয়, সে কথা স্বীকার করে না। মমতার কথায়, ‘‘বাংলার সরকার কোনও গ্যারেন্টি দিলে তা রক্ষা হয়, দিল্লির সরকার কিছু বললে তা কোনও দিন পূরণ হয় না।’’ এই প্রসঙ্গে রাজ্য সরকারের একাধিক প্রকল্পের কথা মনে করান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমত এদিন আরও বলেন, ‘‘কালকে প্রদীপরা বলছিল খড়গপুরে রেল কলোনী অনেক আছে। ভোটের আগে ওখানে আটটা ওয়ার্ডে জল কেটে দেওয়া হয়, কারেন্ট কেটে দেওয়া হয়। বলা হয় বিজেপিকে ভোট না দিলে উচ্ছেদ করবে। আমি চ্যালেঞ্জ করছি, একটা বাড়ির যদি জল-কারেন্ট কাটা হয় তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করুন। আমরা ঘাসে মুখ দিয়ে চলি না। ঘাস রক্ষা করি।’’

আজ মেট্রো প্রকল্পের উদ্বোধন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ মার্চ ঃ আজ বুধবার ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের উদ্বোধন করতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেই সূত্রে দেশে প্রথম নদীর নিচ দিয়ে রেল চলাচলের সূচনা হতে চলেছে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর ওই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং স্থানীয় সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত থাকার কথা রাজ্যের তরফে মঙ্গলবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘোষণা করা হয়নি। কলকাতা মেট্রো তথা পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র মঙ্গলবার জানান, ওঁদের দু’জনকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বুধবার হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর দ্বিতীয় পর্যায়ের উদ্বোধন করবেন। চার দশক আগে দেশের প্রথম মেট্রো রেল এই শহরের চালু হয়েছিল। ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর প্রথম পর্যায় অর্থা সল্টলেকের সেক্টর ফাইভ থেকে সল্টলেক স্টেডিয়াম পর্যন্ত অংশের উদ্বোধন করা হয়েছিল ২০২০-র ১৩ ফেব্রুয়ারি। উদ্বোধন করেন তকালীন রেলমন্ত্রী পীযুষ গোয়েল। সেই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানানো হলেও তিনি যাননি। বয়কট করেন তৃণমূলের অন্য জনপ্রতিনিধিরাও। রাজ্যের শাসক দলের অভিযোগ ছিল আমন্ত্রণপত্রে মুখ্যমন্ত্রীর নাম ছাপা হয়নি। অথচ, এই প্রকল্পের জন্য রাজ্য সরকার নিখরচায় জমি দিয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে মুখ্যমন্ত্রীও প্রকল্পটির জন্য যথেষ্ট সক্রিয় ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি অনেক রাজ্যেই একাধিক প্রকল্পের শিলান্যাস, উদ্বোধন করছেন। বেশিরভাগ রাজ্যে বিজেপি-অবিজেপি নির্বিশেষে মুখ্যমন্ত্রীরা মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী ২০২২-এর ডিসেম্বরের শেষ দিকে রাজ্যের একগুচ্ছ রেল প্রকল্পের উদ্বোধন করেছিলেন। মা মারা যাওয়ায় সেবারের সফর শেষ মুহূর্তে বাতিল হয়েছিল প্রধানমন্ত্রীর। তবে গুজরাত রাজভবন থেকে ভার্চুয়াল ব্যবস্থায় একাধিক প্রকল্পের শিলান্যাস ও উদ্বোধন করেন।

কেন বাংলাতেই এত পরিমাণ কেন্দ্রীয় বাহিনী? কমিশন দিল মোক্ষম প্রশ্নের সঠিক জবাব

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ মার্চঃ বাংলায় অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট করাতে বদ্ধপরিকর নির্বাচন কমিশন। রাজ্যে ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে ভারী বুটের আওয়াজ। কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা রাজ্যের

বিভিন্ন জেলায় রুটমার্চ শুরু করেছে। ৭ মার্চের মধ্যে রাজ্যে ধাপে ধাপে দেড়শো কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী আসার কথা রয়েছে। আপাতত প্রথম দফায় রাজ্যে এসেছে ১০০ কোম্পানি, পরের ধাপে আরও ৫০ কোম্পানি আসার কথা রয়েছে। রাজ্যে নির্বাচনে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে দফায় দফায় বৈঠকে কমিশন। রাজ্যের মুখ্য সচিব ও ডিজির সঙ্গে ইতিমধ্যেই বৈঠক সারা হয়ে গিয়েছে, বৈঠক হয়েছে রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গেও। মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠকে বসেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার। তাঁকে সাংবাদিকদের তরফে অত্যন্ত কৌতুহলের একটি বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। কেন বাংলায় এত কেন্দ্রীয় বাহিনী? তবে কি বাংলাই সবথেকে বেশি অশান্তিপ্রবণ রাজ্য? এখানেই কি সবথেকে বেশি হিংসা হয়? এ প্রশ্ন একাধিক সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধি করেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে। চিফ ইসি রাজীব কুমারও বিষয়টি নিয়ে অত্যন্ত বিস্তারিত উত্তর দেন। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার বলেন, ‘‘কেন্দ্রীয় বাহিনী সব রাজ্যেই গিয়েছে। গোটা দেশে যত পরিমাণ কেন্দ্রীয় বাহিনী গিয়েছে, তার মাত্র ১০ শতাংশ বাংলায় এসেছে। আর নির্বাচনে কেন্দ্রীয় বাহিনী রাজ্যে যাওয়াটাই স্বাভাবিক বিষয়। তিনি স্পষ্ট করে দেন, বাংলায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন নিয়ে কোনও পক্ষপাতিত্ব নেই। তিনি বলেন, ‘‘রাজ্য পুলিশ অবশ্যই থাকবে। এবং রাজ্য পুলিশেরই প্রাথমিক ও প্রথম দায়িত্ব নির্বাচনে নিরাপত্তা ও শান্তি সুনিশ্চিত করা।’’ কেন্দ্রীয় বাহিনী ও রাজ্য পুলিশ-প্রশাসনের দায়িত্ব-বণ্টনের বিষয়টিও স্পষ্ট করেন রাজীব কুমার। তিনি জানান মুখ্যসচিব-ডিজির সঙ্গে ইতিমধ্যেই বৈঠক করেছেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, ২ দিনের দীর্ঘ আলোচনায় একটা বিষয় স্পষ্ট। ডিএম, এসপি-সহ প্রশাসনিক স্তরের আধিকারিকরা প্রাথমিকভাবে দায়বদ্ধ নির্বাচনকে শান্তিপূর্ণ ও হিংসামুক্ত করার ক্ষেত্রে। তাঁরা আমাদের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, তাঁরা একাজ করবেনই, সঙ্গে নিজের অধঃস্তনদের দিয়েই সেই বিষয়টি নিশ্চিত করবেন। কিন্তু তারপরও তো নির্বাচনে অশান্তি হয়? সে প্রশ্নের উত্তরে রাজীব কুমার বলেন, ‘‘হ্যাঁ, এরপরও নির্বাচনে কিছু না কিছু ঘটনা ঘটে যায়। আমরা আশা করছি, এবার সেরকম হবে না। যদি হয়, তাহলে জেলা প্রশাসনই বিষয়টা দেখে নেবে। যদি না দেখে, তাহলে আমরা জেলা প্রশাসনকে দিয়েই ব্যাপারটা দেখিয়ে নেব।’’

রেশন বণ্টন দুর্নীতি মামলায় চার্জশিট পেশ ইডি-র

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ মার্চ ঃ রেশন বন্টন দুর্নীতি মামলায় প্রথম চার্জশিট পেশের প্রায় ৫৩ দিন বাদে প্রথম সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট পেশ করল ইডি। মঙ্গলবার রেশন বণ্টন দুর্নীতি মামলায় প্রথম সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট পেশ করল ইডি। কলকাতার নগর দায়রা আদালতে এই চার্জশিট জমা দেয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। ইডি সূত্রে খবর, এই চার্জশিটে রয়েছে রেশন ‘দুর্নীর্তিতে ধৃত বনগাঁ পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান শঙ্কর আঢ্যের (ডাকু) নাম। সেই সঙ্গে উল্লেখ রয়েছে তাঁর কোম্পানির কথা। রাজ্যের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী এই মামলায় ধৃত জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক বা বালুর সঙ্গে শঙ্করের ‘ব্যবসায়িক সম্পর্কের প্রসঙ্গ।

ইডি দাবি করেছে, বালুর বিপুল পরিমাণ টাকা, বিদেশি মুদ্রাতে রূপান্তরিত করে শঙ্কর ০.৫ শতাংশ করে কমিশন পেয়েছেন। সেই থেকেই কোটি টাকা ‘আয় করেছেন তিনি। গত ১২ ডিসেম্বর পেশ করা এই মামলার চার্জশিটে নাম রয়েছে রাজ্যের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ও রেশন ডিলার বাকিবুর রহমানের। দু’জনেই আপাতত জেলে আছেন। এছাড়া ১০টি সংস্থার নাম রয়েছে চার্জশিটে।

উল্লেখ্য গত ৫ জানুয়ারি শঙ্করের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছিল ইডি। রেশন দুর্নীতি মামলায় বনগাঁ পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যানকে জেরা করে অসঙ্গতি মেলায় সে দিন রাতেই তাঁকে গ্রেফতার করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। তারা দাবি করেছিল, বালুর সঙ্গে শঙ্করের যোগাযোগ ছিল। এমনকি, হাসপাতালে থাকাকালীন মেয়েকে লেখা বালুর চিঠিতে শঙ্করের কথা উল্লেখ ছিল বলে দাবি করেছিল ইডি।

‘বহু টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে আমার’, দায়ী কি তৃণমূল? খোলসা করলেন অভিজিৎ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ মার্চঃ ‘অনেক আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করে এসেছি।’ বললেন সদ্য প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। মঙ্গলবার (৫ মার্চ), কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন তিনি। এর কিছু পরই তিনি জানিয়ে দিলেন যে, তিনি বিজেপিতে যোগ দেবেন। একই সঙ্গে তিনি জানান, শাসক দল, অর্থাৎ, তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তাঁকে অপমানজলক কথাবার্তা বলাতেই তিনি নির্ধারিত অবসরের সময়ের কয়েক মাস আগেই চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে রাজনীতির ময়দানে এলেন। কটাক্ষের সুরে তিনি বলেছেন, শাসক দলই তাঁকে এই কাজ করতে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। আর এর জন্য তাঁর প্রচুর আর্থিক ক্ষতিও হয়েছে বলে জানিয়েছেন অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি বলেন, ‘‘শাসক দলের পক্ষ থেকে আমাকে আক্রমণ করা হয়েছিল। অপমানজনক কথা বলা হয়েছিল। বলা যেতে পারে তারাই আমায় অনুপ্রেণা জুগিয়েছেন, যার জন্য কয়েক মাস আগে চাকরি ছেড়ে এই পদক্ষেপ করলাম। বহু টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে আমার। পাঁচ মাস, আমি তো মাইনে পাব না। পেনশন হিসেবে যে টাকাটা পাব, সেটা মাইনের থেকে

অনেক কম। অন্যান্য সুযোগ সুবিধাও অনেক কম। যাইহোক তারাই আমায় অনুপ্রেণা জুগিয়েছেন। তাদের মুখপাত্ররা বহু সময় আমায় অপমানজনক কথা বলেছেন। মনে হয়নি তাঁদের কোনও শিক্ষা-দিক্ষা আছে বলে। তারা জানেনও না, বিচার বিভাগের বিরুদ্ধে এইভাবে কথা বলা যায় না।’’ তিনি আরও জানিয়েছেন, ৭ মার্চ সম্ভবত তিনি বিজেপিতে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দেবেন। তার আগেই রাজ্যে আসছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। তবে, মোদির সভায় তাঁকে দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা কম বলে জানিয়েছেন তিনি। বিজেপির হয়ে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার বিষয়টিও দলের নেতারা ঠিক করবেন বলে জানিয়েছেন তিনি। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তো সংবাদ মাধ্যমে অভিজিৎকে কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার জন্য খোলা আমন্ত্রণও জানিয়েছিলেন, তাহলে কেন কংগ্রেসে যাচ্ছেন না তিনি? অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় নিজেই এদিন কংগ্রেসে যোগ না দেওয়ার কারণটা খোলসা করেছেন। তাঁর সরাসরি অভিযোগ, কংগ্রেস পরিবারতান্ত্রিক দল। সেই দলে গিয়ে একটি পরিবারের গুণগান করা ছাড়া আর কিছু করার উপায় নেই। শিক্ষিত লোকজনদের কংগ্রেসে কোনও গুরুত্ব নেই। অভিজিৎ বলেন, ‘‘কংগ্রেস এমন একটা দল, যেটা বহুদিন ধরেই একটা পরিবারের জমিদারিতে পরিণত হয়েছে। সেই পরিবারের সমর্থক হয়ে কিছু ভাল ভাল নেতা ঘুরে বেড়াচ্ছেন। যেমন ধরুন জয়রাম রমেশ। তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা রাহুল গান্ধি-ফান্ধির থেকে অনেক বেশি। তিনি একজন আইআইটির ছাত্র। এঁরা গান্ধিদের পিছন পিছন ঘুরে বেড়ান, কেন বেড়ান তাঁরাই জানেন। তাঁরা তো কোনোদিন কোনও পদও পাবেন না, কোনও কাজও করতে পারবেন না। এই দলটা একটা রাজনৈতিক জমিদারির দল, পারিবারিক জমিদারি। সুতরাং এই দলে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।’’

ভোটে কালো টাকার লেনদেনে নজর রাখবে ইডি, পোর্টাল তৈরি করছে কমিশন

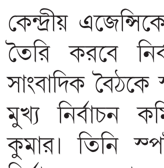

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ মার্চঃ ভোট নজরদারিতে এবার ইডি-সহ একাধিক কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে নিয়ে পোর্টাল তৈরি করবে নির্বাচন কমিশন। সাংবাদিক বৈঠকে স্পষ্ট করে দেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার। তিনি স্পষ্ট করে দেন, নির্বাচনে সন্ত্রাস কোনওভাবেই বরদাস্ত নয়। বিভিন্ন কেন্দ্রীয় এজেন্সি নিয়ে একটা পোর্টাল তৈরি হবে, যেভাবে কোনওভাবেই কালো টাকার ব্যবহার না হয় নির্বাচন কমিশনে। এদিন সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার বলেন, ‘‘বৈঠকে সব কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে ডাকা হয়েছিল। সেন্ট্রাল পুলিশ, এক্সাইস, জিএসটি, নারকোটিক্স, এসএসবি, ডিআরআই সবাই- রাজ্য ও কেন্দ্রয় এজেন্সিকে বৈঠকে ডাকা হয়েছিল। ওদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, নির্বাচনে যাতে কোনওভাবেই অর্থশক্তিকে বরদাস্ত করা না হয়। এসএলবিসি-কে বলা হয়েছে, ব্যাঙ্কের টাকা ওদের ভ্যানেই বিকাল ৫টার পর আর রাস্তায় না বেরোয়।’’ তিনি আরও বলেন, ‘‘রাজ্যে যতগুলো হেলিপ্যাড, বিমানবন্দর রয়েছে, সেখানে কড়া নজরদারি থাকবে। জেলাশাসক যখন কোনও হেলিকপ্টার কিংবা বিমানকে অবতরণের সবুজ সঙ্কেত দেবেন, তখন খবর ইনকাম ট্যাক্স ও এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলকেও দিতে হবে।’’ এবারের নির্বাচনে পেশিশক্তি ও অর্থশক্তি দমনে একেবারে কড়া পদক্ষেপ করেছেন নির্বাচন কমিশন। এবার সেই বিষয়টিই কড়া হাতে দমন করতে চায় কমিশন।

সন্দেশখালি কাণ্ডে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ মার্চঃ সন্দেশখালি মামলায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। শেখ শাহজাহানকে হস্তান্তর করতে হবে সিবিআই-এর হাতে। বড় নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের ডিভিশন বেঞ্চ। প্রসঙ্গত, শেখ শাহজাহানকে রাজ্য পুলিশ গ্রেফতার করার পরই ইডি-র তরফ থেকে বারবার অভিযোগ করা হচ্ছিল, রাজ্য পুলিশ, সিআইডি-র হাতে শেখ শাহজাহান থাকলে, পিএমএলএ মামলা ও ইডি-র ওপর হামলার তদন্ত- দুটো ক্ষেত্রেই তথ্য প্রমাণ নষ্ট হতে পারে। সে কারণে এর আগেই ইডি-র তরফ থেকে দ্রুত শুনানির আর্জি জানানো হয়েছিল। ইডি প্রথম থেকেই তাঁদের ওপর হামলার ঘটনার তদন্তে যে সিট গঠন করা হয়েছিল, তার বিরোধিতা করে। সিবিআই তদন্তের আর্জি জানিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ ইডি-র দাবিকে মান্যতা দিয়ে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেয়। আর ইডি-র আর্জি মেনেই, মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে চারটের মধ্যে শেখ শাহজাহানকে সিবিআই-এর হাতে হস্তান্তর করার নির্দেশ দেয়। ইডি-র বক্তব্য, শেখ শাহাজাহন যতক্ষণ পর্যন্ত সিআইডি হেফজতে থাকবে, তত বেশি তথ্য প্রমাণ নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকছে। সেক্ষেত্রে অতি দ্রুত, মঙ্গলবার বিকাল চারটের মধ্যেই শেখ শাহজাহানকে সিবিআই-এর হাতে তুলে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। পাশাপাশি ন্যাজাট থানার দুটি মামলা অর্থাৎ ইডি আধিকারিকদের ওপর হামলার ঘটনায় ইডির দায়ের করা মামলা, দ্বিতীয়ত পুলিশের স্বতঃপ্রণোদিত মামলা ও তৃতীয়ত, শঙ্কর আঢ্যকে ওই দিনই গ্রেফতার করতে গিয়ে ইডি আধিকারিকদের ওপর হামলার ঘটনার প্রেক্ষিতে দায়ের হওয়া মামলা হস্তান্তর করতে হবে। জানা যাচ্ছে, স্পেশ্যাল ক্রাইম ব্রাঞ্চ এই মামলার তদন্ত করবে। সিজিও কমপ্লেক্স থেকেই এই তদন্ত নিয়ন্ত্রিত হবে। এবার রাজ্য সরকারের কাছে কলকাতা হাইকোর্টে চ্যালেঞ্জ করার আর কোনও সুযোগ থাকছে না। কারণ এই নির্দেশ দিয়েছে খোদ প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। সেক্ষেত্রে রাজ্যের কাছে খোলা থাকছে সুপ্রিম কোর্টের দরজা।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ৯৬ সংখ্যা, বুধবার, ২২ ফাল্গুন, ১৪৩০

ভারতের সুরে কমলা

ভারতের সুরের সঙ্গে গলা মিলিয়ে কথা বলতে শুরু করে দিলেন আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস। তিনি ইজরায়েল যুদ্ধকে এখনই থামিয়ে দেওয়ার উচিত হলে মনে করেন। ত্রাণ সামগ্রী আনতে গিয়ে তাদের পেরে হামলা করতে শুরু করে দিয়েছে ইজারায়েল বাহিনী। দক্ষিণ গাজায় ত্রাণ আনতে গিয়ে নয়জন প্যালেস্টাইন প্রাণ হারিয়েছেন। আবার উত্তর গাজায় গণকবর লক্ষ্য করেও হামলা করে ইজরায়েল বাহিনী। হামলার পরে দেখতে পাওয়া গেল দেহের বিভিন্ন অংশ রাস্তায়। তবে এ ব্যাপারে ইজরায়েল থেকে কোনও মন্তব্য করা হয়নি। এর মাঝে যুদ্ধ বিরচিত কথা বলতে শুরু করে দিয়েছেন আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস। তিনি ভারতের মত গ্রহণ করে নিয়ে কথা বলতে শুরু করে দিয়েছেন। ভারত চায় যুদ্ধ বন্ধ করে টেবিলে সিদ্ধান্ত করে যুদ্ধ বন্ধ করে দেওয়া হোক। আগামি ছয় সপহাতের জন্য যুদ্ধ বিরতির করার দিকে নজর দিতে বললেন ইজরায়েলকে। এদিক নাম প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক এক ব্যক্তি বলেছেন যে একটি ট্রাক গিয়েছিল ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে দক্ষিণ গাজার এল-বালার দিকে। সেখানে গ্রাণ নেওয়ার ব্যাপারে লোকেরা জড়োয় হতে শুরু করলে ইজরায়েল বাহিনী ক্ষেপনাস্ত্র নিক্ষেপ করে। নয়জন নিহত হয়েছে এবং আহত হয়েছে বহুজন। এই ঘটনার ছবি সমাজ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছিল। তার ফলে জনমানস ক্ষুব্ধ হয়ে এঠে এবং আতঙ্কগ্রস্ত হয়। হামাস পরিচালিত একটি হাসপাতালে অনাহারে এবং অপুষ্টিতে ১৬ জন শিশুর মৃত্যু হয়েছে। হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসার পরিকাঠামো মজবুত না হওয়ার ফলে চিকিৎসা করা সম্ভব হচ্ছে না। বহু লোক চিকিৎসা ছাড়া ধুঁকতে শুরু করে দিয়েছে। এই রকম অবস্থা হতে থাকলে আরও শিশুর প্রাণহানি পর্যন্ত হতে পারে। সমাজ মাধ্যমে যেসব ছবি ভেসে উঠতে শুরু করে দিয়েছে সেগুলি অধিকাংস অনাহার এবং অপুষ্টি জনিত চিত্র। মনে হচ্ছে জার্মানীর কোনও কনসেনট্রেশন ক্যাম্প। এই সব ছবিগুলিকে দেখতে মনে হয় যে জার্মানি নাৎসী বাহিনীর যুগেকার ছবি। শিশুদের এই করুণ অবস্থার কথা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান টেড্রস অ্যাডানম গ্রেব্রিয়েসাস। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সংক্ষেপে হু এর একটি প্রতিনিধি দল গাজা সফর করেছিল। সেখানে দেখতে পাওয়া গিয়েছে বহু শিশু অনাহারে মারা গিয়েছে। যারা বেঁচে রয়েছে তারা চরম অপুষ্টিতে ভুগছে। ঘর-বাড়ি এবং হাসবাতাল ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ফলে তাদের থাকার আর কোনও স্থান নেই। বসবাস করতে পারছে না। রাত জেগে কাটাতে হচ্ছে। সম্পদ সব লুটপাট হয়ে গিয়েছে। এখনও পর্যন্ত সায়ে নয় হাজার লিটার জ্বালানি দেওয়া হলেও তাতেও সামাল দিতে পারছে না সেখানকার হাসপাতালগুলি। হু-এর প্রধান বলেছেন যুদ্ধ বিরতিই এখন একমাত্র পথ। এখনই যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে। এই রকম পরিস্থিতিতে যুদ্ধ হি বিরতির পক্ষে সায় দিলেন আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস। তিনি ভারতের মতো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বলেছেন এখন এই সব অঞ্চলে শান্তিকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হবে। তিনি বলেছেন যে গাজায় যেসব ছবি উঠে আসতে শুরু করে দিয়েছে তা মনের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি করে। ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস বলেছেন বহু নিরীহ প্যালেস্টাইন নাগরিক মারা গিয়েছে। গাজায় শরনার্থীদের অনাহারে ছবি এখন ভাইরাল হতে শুরু করেছে। শিশুরা পথ্য পাচ্ছে না। মহিলারা নিরাপদে নেই। সেখানে মহিলারা ধর্ষিত হতে শুরু করেছে। এই সব দৃশ্যগুলি সত্যিই বেদনাদায়ক। তিনি ইজরায়েল প্রশাসনকে কড়াভাবে বার্ত্তা দিলেন যত দ্রুত সম্ভব যুদ্ধ বিরতি পরিবেশ সৃষ্টি করতে। তিনি বলেছেন ত্রাণ সামগ্রী এবং চিকিৎসা ঠিক মতো পাঠিয়ে দেওয়ার।

মোহন ভাগবতের রাম

রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবকের পরিচালক মোহন ভাগবতের কথা হচ্ছে দলিত সমাজকে হিন্দুত্বের বৃহৎ সমাজে নিয়ে আসতে হবে। তিনি ফের একবার জাতিভেদাভেদ প্রথা লোপ করার তিনি ডাক দিলেন। তিনি এর আগে বলেছিলেন ভারতের মুসলিমদের পূর্ব পুরুষরা সবাই হিন্দু ছিলেন। সেই কারণে এই দেশের মুসলিমদের হিন্দুত্বের ব্যাপারে নিন্দা করা উচিত নয়। ভারত যখন সভ্য হয়েছিল তখন এখানে কোনও ইসলাম ধর্ম চালু ছিল না। সবাই তখন হিন্দু বা বৈদিক ধর্মে দীক্ষিত ছিল। ভারতের ইসলামরা পরে প্রবেশ করতে শুরু করে এবং জোর করে ভারতীয়দের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেছিল। তিনি বলেছেন, সমাজে পিছিয়ে পড়া মানুষদের সংঘের মধ্যে যুক্ত করতে হবে। তাদেরকে ভারত সম্পর্কে জানতে দেওয়া হবে। ভারতীয় সভ্যতার ঐতিহ্য সম্পর্কে জনজাতির অধিকাংশ ব্যক্তিদের কোনও রকম সুস্পষ্ট ধারনা নেই। আগামি দিনে এই সব জাতিকে সঙ্গ পরিবারের যুক্ত করে মহান ভারত গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। ভারতের রাষ্ট্রপতি পদে এখন জনজাতির একজন মহিলা। বিজেপি দলের লক্ষ্যই হচ্ছে জনজাতি সম্প্রদায়কে সভ্য সমাজের প্রাদপ্রদীপে নিয়ে আসা। কানপুরে একটি মঞ্চথেকে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবকের পরিচালক মোহন ভাগবত বলেছেন, বাল্মীকিই রামায়ণ লিখেছিলেন। তাঁর রচিত কাব্যই ভারতের মহাকাব্যে পরিণত হয়েছে। কানপুরে এদিন বাল্মকী জয়ন্তী পালন করা হয়। সেই বাল্মীকি মঞ্চ থেকে জাতিভেদ প্রথা দূর করার কথা বললেন মোহন ভাগবত। তিনি পরিস্কার করে বলে দিলেন জাতিভেদাভেদ প্রথা দূর করে সামাজিক ঐক্য স্থাপন করতে হবে। তাহলে ভারত আগামি দিনে একটি শক্তিশালী দেশে পরিণত হতে পারবে। তিনি দাবি করেছেন যে ভারতের সভ্যতা গড়ে তোলার পিছনে দলিত সমাজ এবং বাল্মীকি সমাজের প্রভূত অবদান রয়েছে।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন যে তোকে ঈশ্বর যেশক্তি দিয়েছে সেই শক্তি দিয়ে তুই সারা জগতটাকে একদিন জয় করতে পারবি। তোর মধ্যে সেই শক্তি দেখতে পাচ্ছি। আমি জানি আমার নাম এক সময়ে সারা বিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে পরবে। তুই পারবি সেটা করতে । তোর ওপরে আমার বিশ্বাস এবং ভরসা রয়েছে। তুই জগতের অন্যতম সেরা পুরুষ। তুই মানুষ নস, তুই একটি ভগবানের অংশ। তুই এই ধরনীতে এসেছিস বহু কাজ নিয়ে। তোকে সেই কাজ সমাপ্ত করে তারপর তোকে যেতে হবে। তুই নিজের থেকে কোথায় যেতে পারবি না। তোকে নিয়ে যাবে। সেই দিন আসছে যখন তোকে ডাকবে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব

জয়রামবাটি থেকে কামারপুকুর দূরত্ব বেশি দূর নয়। কিন্তু আজকে দুই স্থানটি একটি সুতোতে বাধা হয়ে গিয়েছে। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের ভক্তা কামারপুকুর দর্শন করতে আসলে জয়রামবাটি দর্শন করে থাকেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৬ সালে কামারপুকুরে জন্মগ্রহণ করেন। পরলোকগমন করেন ১৬ আগস্ট ১৮৮৬ সালে। জয়রামবাটিতে মা সারদা জন্মগ্রহণ করেন ২২ ডিসেম্বর ১৮৫৩ সালে। তিনি পরলোকগমন করেন ২০ জুলাই ১৯২০ সালে। খুব অল্প বয়সে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে মা সারদাদেবীর বিবাহ হয়ে যায়। বহু ভক্তরা বলেছেন বিশেষ করে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, মা সারদার অনুপ্রেরণায় ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বৈদান্ত সাধনায় মগ্ন হয়ে থাকতে পেরেছিলেন। রানি রাসমনি ছিলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের বর্হিশক্তি। মা সারদা ছিলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের অভ্যন্তরীন শক্তি। এই দুই শক্তির মিলনে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বেদান্তবাদের প্রচার করতে থাকলেন।

বাংলা অক্ষরের জনক পঞ্চানন কর্মকার বাংলার ইতিহাসের পাতায় চিরঅমর

রবীন্দ্রকুমার শীল

উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে বছর, অর্থাৎ, ১৮০০ সাল বাংলার ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য। ওই বছর এক দিকে কলকাতায় স্থাপিত হয় 'ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ', পাশাপাশি শ্রীরামপুরের তৎকালীন শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং 'শ্রীরামপুর ত্রয়ী' নামে খ্যাত উইলিয়াম কেরি, জোশুয়া মার্শম্যান ও উইলিয়াম ওয়ার্ড এবং আরও কয়েক জন মিশনারির উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় 'শ্রীরামপুর মিশন'। ওই ধর্মপ্রচারকের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বাংলা ভাষায় খ্রিস্টধর্ম বিষয়ক গ্রন্থ ছাপিয়ে বিলি করা। কিন্তু সে যুগে কোনও কিছু ছাপ বললেই সহজে ছাপা যেত না, বিশেষতঃ বাংলা ভাষায় তেমন সম্ভবই ছিল না প্রায়! বই ছাপতে গেলে যে সচল হরফ এর প্রয়োজন হয় তা পাওয়া সহজ ছিল না। ইংল্যান্ড থেকে ভারতে এসে গোড়াতে কেরি মালদহের কাছে মদনাবতী অঞ্চলের খিদিরপুরে একটা ছাপার যন্ত্র বসিয়ে বিচল হরফ দিয়ে বাংলায় বই ছাপার কথা ভেবেছিলেন, কিন্তু খরচের বহর দেখে পিছিয়ে আসেন। ১৭৯৫ সাল নাগাদ, বিলেতে খবর নিয়ে জানলেন, বাংলার এক একটা হরফ ঢালাই করতে খরচ পড়বে ১৮ শিলিং করে। বই ছাপতে গেলে যে ছ'শো ছেনি হরফ দরকার, তা বিলেত থেকে তৈরি করিয়ে এবং দশ হাজার বই ছাপিয়ে আনতে খরচ পড়বে অন্তত ৪৩৭৫০ টাকা! অতএব, সাধ্যের অভাবে তা বাস্তবায়িত হয়নি। কিন্তু মিশন প্রতিষ্ঠার পর বই ছাপাবার প্রয়োজন হয়ে পড়ল খুবই। এমন একটা সময়ে কেরিদের সঙ্গে যোগাযোগ হল, পঞ্চানন কর্মকার নামে কোম্পানির কলকাতার ছাপাখানার এক কারিগরের সঙ্গে। পঞ্চানন হরফ পিছু দর দিলেন এক টাকা চার আনা! হাতে স্বর্গ পেলেন কেরি। কোম্পানির ছাপাখানার তৎকালীন কর্তা কোলব্রুক সাহেবের কাছ থেকে অল্প দিনের ছুটি নিয়ে মাসখানেকের মধ্যেই পঞ্চানন যোগ দিলেন 'শ্রীরামপুর মিশন' প্রেসে। বছর কয়েক পর, ১৮০৩/০৪-এ শ্রীরামপুরে তিনি প্রয়াত হন। পর্তুগিজরাই এ দেশে প্রথম মুদ্রণযন্ত্র নিয়ে আসে। কাঠের তৈরি সেই ছাপার যন্ত্র ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দের ৬ সেপ্টেম্বর, জাহাজ থেকে ভারতের পশ্চিম উপকূলের গোয়ায় নামানো হয়েছিল। সেখানেই প্রতিষ্ঠিত হয় সে ছাপাখানা। এর পর মুদ্রণযন্ত্র উপকূল ধরে গোয়া থেকে প্রথমে কুইলন, কোচিন, পুডিকাইল, ভিপিকোট্টা, আমবালাকোট্টা, ত্রিবাঙ্কুর, মাদ্রাজ হয়ে হুগলিতে ছাপাখানা এল ১৭৭৮-এ। কোম্পানির কর্মচারীদের সঙ্গে বাংলার পরিচয় ঘটানোর উদ্দেশ্যেই হুগলিতে জনৈক অ্যান্ড্রুজ পদবিধারী সাহেব একটা ছাপাখানা খোলেন এবং হুগলির ওই ছাপাখানা থেকে ১৭৭৮-এ ছাপা হয়ে বেরোল উইলিয়ম জোনসের শিষ্য ন্যাথানিয়েল ব্র্যাসি হ্যালেদের লেখা ইংরেজি বই, 'গ্রামার অফ দ্য বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ'। বাংলা ব্যাকরণ শিক্ষার এই বইটা ইংরেজিতে লেখা হলেও সেখানে রয়েছে বাংলা ভাষার নানা রচনা থেকে উদ্ধৃতি এবং সেটাই প্রথম কোনও বই যেখানে বাংলা রচনাগুলো ছাপা হয়েছে সচল ধাতু হরফের সাহায্যে। বইতে মুদ্রাকর হিসেবে শুধু চার্লস উইলকিনসের নাম থাকলেও, পরে শ্রীরামপুর মিশনারিদের লেখা থেকে জানা যায়, 'গ্রামার অফ দ্য বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ' বইয়ের বাংলা হরফ তৈরি করেন ত্রিবেণীর পঞ্চানন কর্মকার। বাংলা মুদ্রণের বিশ্বকর্মা পঞ্চাননের প্রথম জীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তাঁর পূর্বপুরুষরা থাকতেন হুগলির জিরাট-বলাগড় অঞ্চলে। কর্মসূত্রে পঞ্চানন ত্রিবেণীতে থাকার সময়ে উইলকিনস তাঁকে অ্যান্ড্রুজের ছাপাখানায় নিয়ে আসেন এবং উইলকিনসের তত্ত্বাবধানেই বাংলা হরফ খোদাই ও ঢালাইয়ের কাজে তিনি যুক্ত হন। কিছুকাল পরে কলকাতায় কোম্পানির নিজস্ব ছাপাখানায় যুক্ত হন। সেখান থেকেই শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে তিনি আসেন। জামাই মনোহর এবং দৌহিত্র কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর সৃষ্টিকে আরও পূর্ণতা দিয়েছিলেন। শ্রীরামপুরের বটতলায় তাঁরা ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন। কৃষ্ণচন্দ্রের দুই ভাই রামচন্দ্র ও হরচন্দ্রের 'অধর টাইপ ফাউন্ড্রি' নামে এক হরফ তৈরির কারখানা খোলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 'বর্ণপরিচয়' ছাপার সময়ে ওই ফাউন্ড্রি থেকে তৈরি করিয়েছিলেন বর্ণপরিচয়ের অক্ষর।

মিশনারীরা এসেই বাংলার শিক্ষা সংস্কৃতির সম্পদ দেখে একেবারে হতবাক হয়ে গিয়েছিল। তারা ভাবতে পারেনি যে ভারত ইউরোপের চেয়েও উন্নত যার সঙ্গে তুলনা করা সম্ভব একমাত্র গ্রীসের সভ্যতার সঙ্গে। শিক্ষা সংস্কৃতিতে থেকে ভারত উপমহাদেশ যে কোনও দেশের থেকে কয়েক যুগ এগিয়ে রয়েছে। তারা বাংলা এবং ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে যতই জানতে পারছে ততই তাদের আগ্রহ হতে শুরু করে দিয়েছিল। বিলেত থেকে শুরু করে ডাচ, পর্তুগিজ, এবং ফরাসি পণ্ডিতেরা বাংলায় আসতে শুরু করলো। তারা এখানে এসে বাংলা ভাষা শেখার আগ্রহ প্রকাশ করে। শ্রীরামপুরের মিশনারী বাংলা ভাষা শেখা এবং বাংলা ভাষায় বই রচনা করার আগ্রহ প্রকাশ করে। তাদের আগ্রহে এবং উৎসাহে বাংলা অক্ষর তৈরি করার আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। তখন বাংলায় হরফ ছিল না। মুখে মুখে বাংলা শেখানো হতো। বইও ছিল না। তালপাতার পুঁথিতে বাংলা লেখা হতো। ইংল্যাণ্ডে শিল্প বিপ্লবের ফলে বাংলায় মুদ্রণ শিল্প এসে উপস্থিত হল। ফলে তখন অক্ষর তৈরি করার প্রয়োজন দেখা দেয়। তখন তামা দিয়ে অক্ষর তৈরি করা হয়নি। কাঠ কেটে অক্ষর তৈরি করা হয়েছিল। কাঠ কেটে অক্ষর তৈরি করার কারিগর ছিল চালর্স উইলকিনন্স। তিনিই প্রথম চেষ্টা করেন বাংলা অক্ষত তৈরি করার। তবে এর পেছনে উৎসাহ দিয়েছিল শ্রীরামপুরের মিশনারীরা। তারা বাংলায় বাইবেল প্রকাশ করার আগ্রহ বোধ করে। বিলেতের শাসনকর্তারা হুকুম দিলেন কোম্পানির সব সাহেবদের বাংলায় কাজ করতে চাইলে তাদেরকে বাংলা ভাষায় শিখতে হবে। বাংলা ভাষা শিখতে হবে। এবং বাংলা ভাষা শিখে স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে সঙ্গে ভালো সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। এই আদেশ দেওয়ার ফলে কোম্পানি পড়ল বেশ ফাঁপড়ে। সেই সময়ে বিলেত থেকে চলে এসেছেন ফাদার আন্ড্রুজ। সালটা ছিল ১৭৭৮। পলাশি যুদ্ধের তিন বছর পর। বাংলায় পাকাপোক্ত ভারে কোম্পানি শাসন ব্যবস্থা কায়েম হয়ে গিয়েছে। খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচার এবং স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে চলনসই কথাবার্তা চালানোর জন্য বাংলা শিখতে হবে বলে আদেশ জারি করলো ইংরেজ সরকার। কিন্তু বাংলা ভাষা শেখাবে কে? বাংলা ভাষায় শিক্ষার তখন কোনও বই নেই। ফাদার আন্ড্রুজের ওপর দায়িত্ব দেওয়া হল। তিনি ত্রিবেণীতে একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করলেন বটে। কিন্তু অক্ষর কোথায়? অক্ষর তখন তৈরি হয়নি। তিনি ঠিক করলেন বাংলা ভাষা শেখার জন্য একটি গ্রামার বই আগে প্রকাশ করবেন। এই বইটি লিখেছিলেন ব্রাসি হ্যালহেড। তাঁর বইটির নাম হচ্ছে-' এ গ্রামার অব দ্য বেঙ্গল লাঙ্গুয়েজ'।

চিকিৎসা বিশেষজ্ঞর মত-'স্বাস্থ্য পরিচর্যায় আয়ুর্বেদ ও যোগের রূপান্তরকামী ভূমিকা'

রাজীব বাসুদেবন

বিগত ১০ বছরে আয়ুর্বেদ এবং যোগের বিষয়ে জনসচেতনতা বেড়েছে বহুগুণ। উপভোক্তা, বীমা ক্ষেত্র, নীতি প্রণেতা, স্বাস্থ্য পেশাদার, সবপক্ষই ভারতে এবং আন্তর্জাতিক আঙ্গিনায় আয়ুর্বেদ ও যোগের প্রাসঙ্গিকতাকে স্বীকৃতি দিচ্ছেন। আয়ুষ পদ্ধতিকে চিকিৎসা প্রণালীর মূল ধারা করে তুলতে সরকারের ধারাবাহিক প্রয়াসের সুবাদে এর প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন বহু মানুষ। এক্ষেত্রে ভারত সরকারের কার্যকর উদ্যোগগুলি হ'ল ১)ভারতের উদ্যোগে রাষ্ট্রসংঘ ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ২১ জুন তারিখটিকে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ২০১৫ সাল থেকে এই দিনটি পালিত হচ্ছে বিশ্ব জুড়ে। ২) জামনগরে ২০২২ সালের অগাস্ট মাসে গড়ে উঠেছে চিরাচরিত ওষুধের আন্তর্জাতিক কেন্দ্র। ৩) ২০২৩ সালের জানুয়ারি মাসে আইসিডি, ১১ টিএম-২ স্ট্যান্ডার্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে আয়ুষ ব্যাধি কোড। ৪)২০১৬ সাল থেকে আইআরডি, এর সুস্পষ্ট নির্দেশিকা অনুযায়ী, আয়ুষ বীমা পুনরায় চালু হয়েছে। ২০২০ এবং অতি সম্প্রতি ২০২৪, এ আরও উদ্যোগের সুবাদে এখন আয়ুষ চিকিৎসার জন্য ক্যাশলেস সুবিধাও পাওয়া যায়। ৫) কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের সিজিএইচএস প্রকল্পে ২০১৬ সাল থেকে আয়ুষ চিকিৎসা প্রণালীও মান্যতা পেয়েছে। ৬) প্রতিরক্ষা ও রেল মন্ত্রক, ইসরো, আণবিক শক্তি বিভাগ, ইএসআইসি, আয়ুষ চিকিৎসা কেন্দ্র গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে। ৭)হিল-ইন-ইন্ডিয়া এবং হিল-বাই-ইন্ডিয়া কর্মসূচির আওতায় আয়ুষ অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় চিকিৎসা পর্যটন এবং বিদেশি মুদ্রা অর্জনের প্রশ্নে ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। ৮) মৃদু কোভিড উপসর্গ এবং ঐ ধরনের কিছু অসুখের ক্ষেত্রে আয়ুষ চিকিৎসয় জাতীয় ভিত্তিতে ক্লিনিকাল ম্যানেজমেন্ট প্রোটোকল তৈরি করায় অতিমারীর মোকাবিলায় ভালো ফল পাওয়া গেছে। কোভিডের জেরে দীর্ঘকালীন নানা সমস্যা দূর করতেও আয়ুষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। ৯)জনস্বাস্থ্যের প্রশ্নে আয়ুষের ভূমিকা নিয়ে ধারাবাহিক প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে ভারত সরকার। বছরের পর বছর ধরে রোগ-প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্য পরিচর্যার ধরাণাটি বিবর্তিত হয়েছে। নিছক রোগের মোকাবিলা থেকে ব্যক্তি ও গোষ্ঠী স্তরে জীবনচক্রের সম্পূর্ণ সময় স্বাস্থ্য রক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে এখন বিষয়টিকে দেখানো হচ্ছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের ধারাবাহিক উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ, ৩ এই কথাই বলে। বিষয়টির সঙ্গে আয়ুর্বেদ ও যোগ প্রকৃতগতভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই ধরনের চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য প্রণালী ধারাবাহিক উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ, ৩, যে ১৩টি অর্জন এবং সূচকের কথা বলে তার সঙ্গে মিলে যায়। রোগের প্রাদুর্ভাব এবং প্রভাবের বিষয়টিও ক্রমে বদলে যাচ্ছে। সংক্রামক নয়, এমন ব্যাধিতে মৃত্যুর অনুপাত ১৯৯০, এর ৩৮ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০১৬'তে হয়েছে ৬২ শতাংশ। এই ধরনের রোগ মোকাবিলায় প্রাথমিক ও পরবর্তী স্তরগুলিতে একটি সার্বিক এবং পরিপূরক ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে আয়ুর্বেদ ও যোগ। চিরাচরিত এই চিকিৎসা প্রণালীর আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হ'ল যে, এখানে সংস্কৃতিগত এবং ব্যক্তিগত প্রেক্ষিত বিচার করে চিকিৎসার সুযোগ রয়েছে। ফলে, একাধিক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি এবং দীর্ঘদিনের পুরনো রোগের মোকাবিলায় তা অত্যন্ত কার্যকর। এছাড়াও, আয়ুর্বেদ-ভিত্তিক 'সার্বিক পরিচর্যা'র মধ্যে যে বিষয়গুলি রয়েছে, সেগুলি হ'ল ক) আয়ুর্বেদ ও যোগ অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা-পদ্ধতির পরিপূরক হিসেবে ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে (মানসিক অবস্থা, ঘুম, ক্ষুধা, হজম ইত্যাদি)। খ) ডায়েরিয়া, ব্যাথা, বমি বমি ভাব, এসব দূর করতে আয়ুর্বেদ অত্যন্ত কার্যকর। গ) শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য বিধানে প্রাথমিক ও পরবর্তী স্তরগুলিতে অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতির সঙ্গে সমানভাবে কাজ করতে পারে আয়ুর্বেদ ও যোগ-ভিত্তিক পরিষেবা বিভিন্ন ধরনের পেশায় কাজের সুযোগ বাড়াতে পারে উৎকর্ষ কেন্দ্র, আয়ুর্বেদ হাসপাতাল ও ক্লিনিক, সমন্বিত চিকিৎসা কেন্দ্র ইত্যাদি। আয়ুর্বেদ হাসপাতাল স্বাস্থ্য পরিচর্যার প্রশ্নে আর্থিক চালচিত্র বদলে দিতে পারে। এখানে মূলধনের চাহিদা কম। রোগীকে হাসপাতালে বেশি দিন থাকতেও হয় না। ফলে, সাধারণ মানুষের পক্ষে অত্যন্ত সুবিধাজনক। বিগত ১০ বছরের আয়ুর্বেদ ও যোগ-ভিত্তিক স্টার্টআপ, এর সংখ্যাও বেড়ে চলেছে। এই ধরনের ওষুধ প্রস্তুতের ক্ষেত্রেও নিত্য নতুন পদ্ধতি ও চিন্তাভাবনা কাজ করছে। আয়ুর্বেদ সংক্রান্ত উদ্যোগে বিনিয়োগের আকর্ষণও বাড়ছে। আয়ুর্বেদ ও যোগাভ্যাসের জন্যই বহু বিদেশি ভারতে আসেন। ফলে, এই দেশ চিকিৎসা ও শারীরিক

(ক্রমশ)

বারাণসী কড়চা ঃ আজও সমানভাবে নিষ্ঠার সঙ্গে পালিত হচ্ছে শিবরাত্রি

জয়দেব দাস, কাশী

শিবই বস্তুতঃ কল্যাণময়; সুখময়, দয়াময়, সর্ব শক্তিমান শিবই রোগার্তের ভিষক, তিনিই ভবরোগবৈদ্য ; তিনিই অকিঞ্চনের সর্বস্ব; তিনিই দরিদ্রের নিত্য কোষাগার, শিব ধনের অভাব দূর করেন, ব্যাধির যাতনা নিবারণ করেন, শিবই সুখহেতু বিদ্যাদির আদ্য প্রসূতি, শিব সাংসারিক সুখের দাতা, শিবই অপরিচ্ছিন্ন বা নিত্যসুখের বিধাতা। সেই শিব কাশীর ইস্ট। কাশীর প্রধান উৎসব 'শিবরাত্রি'। তাই সারা বিশ্বে কাশীর মহা শিব রাত্রির অনুষ্ঠানের আয়োজন এক বিশেষ মর্যাদা। শিবরাত্রি উৎসব উপলক্ষে কাশী বিশ্বনাথ মন্দির ভরে যাবে ভক্তে। গত বছর সাত লক্ষ দর্শনার্থীর আগমনের রেকর্ড এ বছর ভেঙে যাবে বলে আশা করছে এবং বিদেশ থেকে বিপুল সংখ্যক সনাতনীর আগমনের সম্ভাবনা প্রকাশ করেছে মন্দির কর্তৃপক্ষ। মন্দিরের সি ই ও বিশ্বভূষণ মিশ্র বলেছেন আটই মার্চ সুগম দর্শনের টিকিট বিক্রি হবে না। সবাইকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে মহাদেবের দর্শনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। প্রথা অনুসরণ করে মহাশিবরাত্রি তে ভক্তরা বাবার দরবারে টানা আটচল্লিশ ঘন্টা দর্শন করতে পাবেন। ৮ মার্চ মহা শিবরাত্রি সকালে মঙ্গলা আরতির থেকে আরম্ভ করে ৯ই মার্চ শয়ন আরতির পর গর্ভগৃহের দরজা বন্ধ হবে। তিনি আরও জানান, মহাশিবরাত্রি উপলক্ষ্যে তিন দিনব্যাপী সাংস্কৃতিক উৎসব হবে। দর্শনার্থীদের সুবিধার্থে একটি বড় এলইডি স্ক্রিন বসানো হবে। সমস্ত ভক্তরা গর্ভগৃহের বাইরে থেকেই দর্শন পাবেন। বয়স্ক ও প্রতিবন্ধীদের লাইনে দাঁড়াতে হবে না।

মহা শিবরাত্রি পর্ব শৈব ও শাক্ত পরম্পরার মিলন পর্ব। শিব ও শক্তির বিবাহের প্রতীকী আয়োজন। সেই মহা মিলনের দিন সাধারণ জনের মাঝে শিব ও দুর্গার বিবাহ রূপে অনুষ্ঠিত হয়। তাই বিবাহের যা আচার আচরণ সবই পালিত করা হয়, কাশীর এই মহা উৎসবে। কাশীর এই মহাশিব রাত্রির বিবাহ উৎসবের যা আচার বিধি সবই মান্য করা হয়। মহাদেবের বরযাত্রী হয়ে সম্পূর্ণ কাশী, শিবের সঙ্গে কাশী পরিক্রমায় বেরোবে, সঙ্গে থাকবে হাতি ঘোড়া পালকি নানান বিমান ঝাঁকি শোভাযাত্রা ইত্যাদি। শিবের এই বরযাত্রী সমুহের দর্শন করার জন্য বহু লোক রাস্তার ধারে কাতারে কাতারে দাঁড়িয়ে থাকবে। ডি সি পি প্রমদ কুমার জানান অন্তত পক্ষে ২০ টি বৃহৎ শিব বরযাত্রী সহ ক্ষুদ্রাকার অনেক এই রুপ অনুষ্ঠান থাকবে শহর জুড়ে। এই অনুষ্ঠানগুলির পাশাপাশি, মহাশিবরাত্রির প্রাক্কালে পঞ্চক্রোশী যাত্রায় অংশগ্রহণকারী বিশ্বনাথধামে ভক্ত, স্নানকারী এবং দর্শনার্থীদের প্রচুর ভিড় থাকবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে ৭ মার্চ সকাল থেকে পুলিশ মোতায়েন করা হবে। শিব বিবাহ যাত্রার এক চিত্র পাওয়া যায় অন্নদামঙ্গল কাব্যে। কবি লেখেন, ''শিবের বিবাহ পরম উৎসাহ সবে হৈলা যত্নবান/ পরম সন্তোষে দুন্দুভি নির্ঘোষে ইন্দ্র হৈলা আগুয়ান/ নিজগণ লয়ে বর যাত্র হয়ে চলিলা যত অমর/ অপ্সর নাচিছে কিন্নর গাইছে পুলকিত মহেশ্বর/ ব্রহ্মা পুরোহিত চলিলা ত্বরিত বরকর্তা নারায়ণ/ ইন্দ্রের শাসনে মরুত ভবনে চলে যত রাজগণ/ কুবের ভাণ্ডারি যক্ষগণ ভারি নানা আয়োজন সাজি/ বায়ু করি বল আপনি, অনল হইলা আতস বাজি।''

যোগবিদ্যায় একটি সুন্দর গল্প আছে। শিব আদিযোগী এবং পার্বতীর মধ্যে বিবাহ একটি দুর্দান্ত ব্যাপার ছিল। যেহেতু পার্বতী একজন রাজকন্যা ছিলেন, তাই এই অঞ্চলের ''কে কে'' আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল - রাজা এবং রাণী, দেবতা এবং দেবী, প্রত্যেকেই তাদের সূক্ষ্মতায়, একজন অন্যটির চেয়ে সুন্দর। এবং তারপরে বর, শিব এলেন - ভয়ঙ্কর, ম্যাট করা চুল, মাথা থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত ছাইয়ে মাখানো, একটি হাতির তাজা চামড়া পরা, রক্তে ঝরছে। তিনি সম্পূর্ণরূপে মদ্যপান, সম্পূর্ণরূপে আনন্দিত আউট আসেন. তার দলবল ছিল বিকৃত এবং বিকৃত প্রাণী, মানুষের রূপ নয়। কেউ বুঝতে পারছে না এমন ভাষায় তারা নিজেদের মধ্যে সব ধরনের শব্দ করছিল। পার্বতীর মা মীনা এই বরের দিকে তাকিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলেন! পার্বতী গিয়ে শিবকে অনুরোধ করলেন, তুমি যেভাবে আছ তাতে আমার আপত্তি নেই। আমি শুধু তোমাকে চাই, তুমি যেমন আছো। কিন্তু আমার মায়ের জন্য শুধু একটু স্নিগ্ধ নিজেকে দেখান। শিব রাজী হলেন এবং খুব সুন্দর রূপ ধারণ করলেন, নিজেকে সুন্দর করে সাজিয়ে তারপর আবার বিয়েতে এলেন। শিবকে রূপান্তরিত দেখে তারা বলেছিল তিনি সুন্দরমূর্তি। তার মানে তিনিই ছিলেন তাদের দেখা সবচেয়ে সুন্দর মানুষ। তিনি নয় ফুট লম্বা ছিলেন। তারা বলে যে শিব যখন দাঁড়িয়েছিলেন, তখন তিনি ঘোড়ার মাথার সাথে সমান ছিলেন। যখন তিনি দক্ষিণ ভারতে নেমে আসেন, তখন তারা বলে যে তিনি সেখানে একজন গড় মহিলার চেয়ে দ্বিগুণ উচ্চতা ছিলেন, যারা সাধারণত সাড়ে চার থেকে পাঁচ ফুট লম্বা। তিনি আনুমানিক নয় ফুট লম্বা, সবচেয়ে সুন্দর মানুষ ছিলেন এবং তার উপস্থিতিতে সবাই অবাক হয়ে গিয়েছিল। গল্পটি এক অনুস্মারক যে আমরা যখন আদিযোগী কথা বলি, তখন আমরা একজন ভদ্র, সভ্য মানুষের কথা বলছি না বরং জীবনের সাথে পরম একত্বের অবস্থায় একজন আদি ব্যক্তিত্বের কথা বলছি। তিনি বিশুদ্ধ চেতনা, সম্পূর্ণরূপে ভান ছাড়া, কখনও পুনরাবৃত্তিমূলক নয়, সর্বদা স্বতঃস্ফূর্ত, চির উদ্ভাবনী, কিছু অবরুদ্ধ করেনি। আপনি যদি স্মৃতি এবং পুনরাবৃত্তির জীবনকে দূরে রাখতে জানেন তবে আপনি সঠিকভাবে চলতে পারেন। উপলব্ধির পথ প্রশস্ত। এই মূল মন্ত্রের নাম শিব রাত্রি।

প্রশ্ন জাগে শিবরাত্রি কি? গ্রন্থ বলছে, 'শিবরাত্রি' কি, পূর্ণভাবে জানিতে হইলে, আরো অনেক বিষয়ের বিচার কর্তব্য। শিবরাত্রির স্বরূপ অবগত হইতে হইলে, 'পুরুষ', 'প্রকৃতি', 'কাল', 'দেবতা', 'দেবযোনি ভূত-পিশাচাদি', 'গ্রহ' ও 'গ্রহগণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা', ইত্যাদি বহু বিষয়ের প্রবণ, মনম ও নিদিধ্যাসন করিতে হইবে। চিত্তের রাজস ও তামস অশুভ কর্ম্মসংস্কারসমূহকে বিনষ্ট করিতে না পারিলে, বিচার করিবার, সংযম করিবার, বৈখরী শব্দপর্ব্ব হইতে ক্রমশঃ, মধ্যমাদি শব্দপর্কে উপনীত হইবার সামর্থ্য হয় না। অতএব সত্যোক্তির উপদেশানুসারে কর্ম্ম করিয়া চিত্তমল শোধন করিতে হইবে, যম-নিয়মাদি যোগাঙ্গসমূহের যথাবিধি অনুষ্ঠান করিতে হইবে। শিবরাত্রি। বাঙালির শিবার্চনার বিশিষ্ট ধারাটির এক বিশেষ উদযাপনের তিথি। শশাঙ্কের সময় থেকে শৈবধর্মে প্রকৃতিমাতৃকার অধীন শিবের রূপকল্প এমনভাবে প্রবেশ করেছে যে আজ আর সারা ভারতে কোথাও গৌরীপট্ট ছাড়া শিবলিঙ্গ নির্মিতই হয় না। শিবরাত্রি, রাত্রির চার প্রহরে শিবের চার রূপ পূজিত হয়। প্রথম প্রহরে ঈশান, দ্বিতীয় প্রহরে অঘোর, তৃতীয় প্রহরে বামদেব, চতুর্থ প্রহরে সদ্যোজাত। প্রথম প্রহরে শিবলিঙ্গ কে দুধ দিয়ে স্নান, দ্বিতীয় প্রহরে শিবলিঙ্গ কে দই দিয়ে স্নান, তৃতীয় প্রহরে শিবলিঙ্গ কে ঘী দিয়ে স্নান এবং চতুর্থ প্রহরে শিবলিঙ্গ কে মধু দিয়ে স্নান করাতে হয়। যথার্থ ভাবে পূজা করাই 'শিবরাত্রি কি' তা অবগত হওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য। অনেকে মনে করেন যথার্থ ভাবে শিব পূজা করতে পারলেই শিব দর্শন হয়ে, পূজা বিনা কৃতকৃত্য হওয়ার অন্য উপায় নেই। এই বিষয়টি বাঙালির শৈবধর্মের বিবর্তনের অপূর্ব নিদর্শন। প্রকৃতিবিচ্ছিন্নতা দিয়ে শুরু করে প্রকৃতিমাতৃকার একান্ত অনুগত রূপে উত্তীর্ণ হওয়ার সেই পথটিই যেন চার প্রহরের চার রূপের মধ্যে ধরা হয়েছে। শিব-শিবার এই শিবরাত্রি উৎসব বাস্তবিকই প্রকৃতি ও পুরুষের মিলনের প্রতীক রূপে উদযাপিত হয়ে চলেছে যুগ যুগ ধরে।

ভারত ভ্রমণের নতুন দিগন্তের খোঁজে

রাজেশ ম্যাগাও

সাম্প্রতিককালে ভারতে ভ্রমণ এবং পর্যটন শিল্পে উল্লেখযোগ্য উন্নতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই ক্ষেত্রটিতে উন্নয়ন এবং বৃদ্ধির নতুন যুগের সূচনা হয়েছে। এই উন্নতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ভ্রমণের ধরন, প্রযুক্তিগত উন্নতি এবং সরকারের কৌশলগত উদ্যোগ। এই সবই উন্নতি এবং বিশাল সম্ভাবনার প্রেক্ষাপট তৈরি করে দিয়েছে। ভারতের পর্যটন ক্ষেত্রের ঊর্ধ্বমুখী রেখায় গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছে পরিকাঠামোর উন্নয়ন যেমন, জাতীয় সড়কের সম্প্রসারণ, নতুন প্রকল্প এবং নতুন বিমানবন্দর। যোগাযোগ বৃদ্ধি এবং পরিকাঠামোর উন্নয়ন ভারতে পর্যটন স্থলগুলির উন্নতি এবং দীর্ঘ মেয়াদে তা ধরে রাখার মূল ভিত্তি। সড়ক নেটওয়ার্ক, রেল এবং বিমানবন্দরের সার্বিক উন্নতিতে শুধু যে দুর্গম এবং নতুন নতুন পর্যটন স্থলে যাওয়া সহজ হচ্ছে তাই নয়, অর্থনৈতিক বৃদ্ধিও ঘটছে। যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হওয়ায় মানুষ বেশি করে ভ্রমণে উৎসাহী হয়ে উঠছেন শুধু তাই নয়, স্বল্প পরিচিত ভ্রমণ স্থলগুলিও মানচিত্রে স্থান করে নিচ্ছে, উন্নতি হচ্ছে স্থানীয় অর্থনীতির। বিভিন্ন ধরনের ভ্রমণ অভিজ্ঞতার বর্ধিত চাহিদা পূরণ করতে পরিকাঠামোর এই বিস্তৃতি জরুরি এবং এটাই পর্যটন ক্ষেত্রে লাগাতার উন্নয়নের একটি চাবিকাঠি। অন্যদিকে, পর্যটন ব্যবস্থাকে ছড়িয়ে দিতে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে। ভ্রমণের জন্য বুকিং-এর ক্ষেত্রে মানুষ নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করছেন। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের বৃদ্ধির কারণগুলি হল, ইন্টারনেটের ব্যাপ্তি, স্মার্ট ফোনের বহুল ব্যবহারের পাশাপাশি ডিজিটাল পেমেন্ট করার সুবিধা এবং ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ পরিকাঠামো। এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলি পর্যটকদের নতুন গন্তব্য আবিষ্কার করতেই সাহায্য করছে তাই নয়, আগামী দিনের জন্য পরিকল্পনা তৈরি করতে নীতি প্রণেতাদেরও সাহায্য করছে। সাম্প্রতিক অতীতে ভারতে ভ্রমণ এবং পর্যটনের ওপর বিশেষ আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। এই আগ্রহের অর্থ ভারতের অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পরিচিতি তুলে ধরতে ভ্রমণ ও পর্যটনের গুরুত্ব বৃদ্ধি। এটা স্পষ্ট যে, ভারত সরকার এই শিল্পকে তুলে ধরতে আন্তরিকভাবে উদ্যোগী। বৃদ্ধি এবং উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে এর সম্ভাবনার দিকটি সম্পর্কে সরকার সম্যক ওয়াকিবহাল। এখানে বলা জরুরি যে, 'ইনক্রেডিবল ইন্ডিয়া', 'দেখো আপনা দেশ' এবং 'স্বদেশ দর্শন'-এর মতো উদ্যোগগুলি পর্যটনে বৈচিত্র্য আনতে এবং সহজ করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে, তুলে ধরেছে ভারতের সাংস্কৃতিক এবং ঐতিহ্যের সমৃদ্ধির নিদর্শনগুলিকে। ভারতের ভ্রমণ এবং পর্যটন শিল্পের সাম্প্রতিক বৃদ্ধিকে ধরে রাখতে এবং তা আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে বিবেচনা করতে হবে, সেটা হল দীর্ঘমেয়াদী এবং দায়িত্বশীল পর্যটন। এই প্রয়োজনীয়তা শুধু কথার কথা নয়, এর জন্য চাই সক্রিয় এবং বাস্তবিক পদক্ষেপ। আমাদের পরিবেশের বিষয়টি বিবেচনায় রাখলে এটা স্পষ্ট যে, আগামী প্রজন্মের জন্য যদি আমাদের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের উত্তরাধিকার রেখে যেতে হয়, তাহলে আমাদের পর্যটনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী ফলপ্রসূ পদক্ষেপ নিতে হবে। ন্যাশনাল স্ট্র্যাটেজি ফর সাসটেনেবল ট্যুরিজম অ্যান্ড দ্য ট্র্যাভেল ফর লাইফ অভিযানের মতো উদ্যোগ শুধুমাত্র একটি নীতিই নয়, এর মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয় পরিবেশ সচেতন, সাংস্কৃতিক মনস্ক পর্যটন ক্ষেত্র গড়ে তোলার প্রতি গভীর দায়বদ্ধতা। ভারতের জি-২০ সভাপতিত্বকালে তুলে ধরা হয়েছিল গোয়া রোড ম্যাপ, যা রাষ্ট্রসঙ্ঘের দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নের লক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এবং দীর্ঘমেয়াদী আন্তর্জাতিক পর্যটনের একটি নীল নক্সা। ওই ক্ষেত্রে জোর দেওয়া হয়েছে ভারতের নেতৃত্বে। এই উদ্যোগগুলি সকলের জন্য একটি অভিন্ন আহ্বান, নীতি প্রণেতা থেকে পর্যটক, এর অর্থ দীর্ঘমেয়াদী পর্যটন একটা পছন্দমাত্র নয়, বরং এটা প্রয়োজনীয়তা। ভারতের ঐশ্বর্য সংরক্ষণের জন্য যা অবশ্যম্ভাবী এবং এটা তাদের জন্য যারা একদিন আমাদের পদানুসরণ করবে। একইরকমভাবে, ভারতের বহু প্রাচীন আধ্যাত্মিক এবং ঐতিহ্যের নবজাগরণ ঘটছে আধ্যাত্মিক পর্যটনে জোয়ারের মাধ্যমে। সমকালীন পছন্দের সঙ্গে বহুবর্ষ-প্রাচীন ঐতিহ্যের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে আধ্যাত্মিক পর্যটনে যেভাবে আলোকপাত করা হচ্ছে তাতে এই গতি আরও বৃদ্ধি পেতে চলেছে। এই ধারা, আশা

(ক্রমশ)

তৃণমূল বর্ষীয়ান নেতাকে প্রণাম করলেন খগেন মূর্মূ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৫ মার্চ ঃ বর্ষীয়ান তৃণমূল নেতা, জেলা তৃণমূল চেয়ারম্যান এবং বিধায়ক সমর মুখার্জিকে ভোট প্রচারে গিয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন বিজেপি সাংসদ খগেন মূর্মূ। জড়িয়ে ধরলেন বিধায়ক। আশীর্বাদ করলেন বিধায়ক। যে আশীর্বাদ নিয়েই জয়ের মুখ দেখবেন এমনই আত্মবিশ্বাসী খগেন মূর্মূ। আশীর্বাদ করেছেন

সেকথাও স্বীকার করলেন বিধায়ক। মালদার রতুয়ার এই ঘটনা নিয়ে তীব্র জলঘোলা শুরু হয়েছে। প্রশ্নের মুখে বর্ষীয়ান তৃণমূল নেতা সমর মুখার্জি। সেখানে উপস্থিত ছিলেন জেলা তৃণমূল সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী। তিনিও ঘটনার আকস্মিকতায় হতচকিত, ক্ষুব্ধ। ভন্ডামি বলতে চেয়েছেন তিনি। তবে তৃণমূলের অন্দরে এই নিয়ে তীব্র বিতর্ক শুরু হয়েছে। রাতে উত্তর মালদায় প্রচারে ছিলেন বিজেপি প্রার্থী খগেন মূর্মূ। একইভাবে প্রচারে ছিলেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী এবং জেলা চেয়ারম্যান ও রতুয়ার বিধায়ক সমর মুখার্জি। রতুয়ায় চলছিল ধর্মীয় অনুষ্ঠান, সংকীর্তন, ভগবত পাঠ। সেখানেই হাজির হয় দুই দলই। এলাকার বিধায়ক সমর মুখার্জিকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করেন সাংসদ খগেন মূর্মূ। প্রকাশ্যেই জড়িয়ে ধরেন বিধায়ক সাংসদকে। আশীর্বাদ করেন। তবে সাংসদকে দেখেই সেখানে হৈহৈ পড়ে যায়। মঞ্চে উঠে ভগবত পাঠ করছিলেন যিনি তাঁকে জড়িয়ে ধরেন খগেন মূর্মূ। দর্শকাসনে বসে থাকা মহিলারা হাত তুলে অভিবাদন জানাতে থাকেন।

পিচের রাস্তা উঠে যাওয়া এলাকায় পরিদর্শনে মহকুমার ইঞ্জিনিয়ারের টিম

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৫ মার্চ ঃ মহকুমা পরিষদের উদ্যোগে তৈরি নতুন রাস্তা নিম্নমানের কাজ নিয়ে গতকাল ক্ষুব্ধ হয়েছিল এলাকাবাসী। খড়িবাড়ির পানিশালী গ্রাম পঞ্চায়েত অন্তর্গত জায়গীর জোত এলাকার গতকাল রাস্তার

কাজ বন্ধ করে স্থানীয়রা। জায়গীর জোত থেকে বিহার সীমান্ত পর্যন্ত শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের উদ্যোগে প্রায় ৭ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকায় পিচের রাস্তা একদিনে উঠে যাওয়ার খবর করার পর এদিন মঙ্গলবার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের ইঞ্জিনিয়ারের টিম। রাস্তার মাপজোক ও খুঁটিনাটি দেখে কাজ খারাপ হয়েছে তা স্বীকার করেন ইঞ্জিনিয়ারের টিম। স্থানীয়দের দাবি দ্রুত সঠিকভাবে রাস্তার কাজ শুরু করা হয়। না হলে আন্দোলনের পথে নামার হুঁশিয়ারি দেন গ্রামবাসীরা। তবে খড়িবাড়ি প্রধান ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে জানান বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবেন। এদিন ইঞ্জিনিয়ার দলের সঙ্গে কথাকাটাকাটি হলেও পরে তা ঠিক হয়ে যায়। বিজেপির দাবি মানুষের জন্য এই কাজ নিয়মমাফিক করতে হবে।

বেতন বৃদ্ধি না হওয়ায় অস্থায়ী কর্মীদের আন্দোলন, ব্যাহত কাজ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৫ মার্চ ঃ বেতন বৃদ্ধি না হওয়ায় এবং রেজিস্ট্রার উপাচার্যের সিদ্ধান্তে নতিস্বীকার করায় মঙ্গলবার দুপুরে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনে তালা লাগিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য্য তথা রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস ও উপাচার্য এস রবীন্দ্রনের কুশপুতুল দাহ করে

বিক্ষোভ দেখালো অস্থায়ী কর্মীরা। অস্থায়ী কর্মীদের আন্দোলনের জেরে চরম অচলাবস্থার সৃষ্টি হয় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে। ব্যাহত হয় প্রশাসনিক কাজ। ৪ মার্চ পর্যন্ত উপাচার্য বেতন বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত না নিলে ৫ মার্চ রেজিস্টার নিজস্ব ক্ষমতা বলে অস্থায়ী কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি করবেন। কিন্তু দেখা যায় এদিন ফের অনুপস্থিত থাকেন রেজিস্টার স্বপন কুমার রক্ষিত। যার জেরে তীব্র আন্দোলন আছরে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে। এদিন সারা বাংলা তৃণমূল শিক্ষা বন্ধু সমিতির সদস্যরা উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সামনে রাজ্যপাল এবং উপাচার্যের কুশপুতুল দাহ করে বিক্ষোভ দেখায় তারা।

সরকারিভাবে আলুর বন্ড বিতরণ অনুষ্ঠিত হলো মালদায়

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৫ মার্চ ঃ মালদা জেলার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক আলু চাষিদের জন্য সরকারিভাবে আলুর বন্ড বিতরণ অনুষ্ঠিত হলো পুরাতন মালদার ৮ মাইল এলাকায়। সরকারিভাবে আলুর বন্ড বিলির কর্মসূচিতে

উপস্থিত ছিলেন, অতিরিক্ত জেলা শাসক (ভূমি) দেবাহুতি ইন্দ্র, জেলা কৃষি বিপণন দপ্তরের আধিকারিক মিতা সাহা, জেলা কোল্ড স্টোরেজ ইন্ডাস্ট্রি অনার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি উজ্জ্বল সাহা, সেক্রেটারি অতুল কুন্ডু, জয়েন্ট সেক্রেটারি বীরেশ রাজবংশী সহ জেলার সমস্ত হিমঘরের মালিকরা। এদিন প্রথমে আটমাইল এলাকায় আদিনা সমবায় হিমঘর লিমিটেডের একটি বেসরকারি শাখার ফিতে কেটে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন এবং আলু চাষীদের মধ্যে বন্ড বিলি করেন। জানা গেছে, জেলার প্রতিটি হিমঘরে ২০ শতাংশ আলু সংরক্ষণের জন্য সরকারিভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এই মর্মে চলতি মাসের ২ মার্চ জেলা প্রশাসনিক ভবনে হিমঘরের মালিকদের নিয়ে একটি বৈঠকও করা হয়। সেই পরিপ্রেক্ষিতে এলাকার প্রান্তিক ক্ষুদ্র আলু চাষিদের মধ্যে মঙ্গলবার দুপুরে সরকারিভাবে জেলা প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে আলুর বন্ড বিলি করা হয়। এদিকে সরকারিভাবে আলুর বন্ড পাওয়াকে কেন্দ্র করে আলু চাষিদের মধ্যে ভিড় লক্ষ্য করা যায় এবং চাষিরা এ সুযোগ-সুবিধা পাওয়াতে জেলা প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

চা বাগান মালিকদের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করছে ট্রাস্ট টি

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৫ মার্চ ঃ ছোট চা বাগান মালিকদের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে চলেছে ট্রাস্ট টি নামক এক সংস্থা। সহযোগিতায় কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান স্মল টি গ্রোয়ার্স এসোসিয়েশন। আগামী ১৩ মার্চ ইসলামপুর, ১৪ মার্চ জলপাইগুড়ি ও ১৫ মার্চ দার্জিলিং জেলায় ওই প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। মূলতঃ বর্তমানে পরিবর্তিত জলবায়ু, বিশ্ব উষ্ণায়নের জেরে ছোট চা চাষিদের ক্ষেত্রে যেসব সমস্যা উঠে আসছে সেসব সমস্যার বিষয়ে অবগত করা ও সমস্যা সমাধানে কী কী পদক্ষেপ করা হবে সেই বিষয়ে ওই শিবিরে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে। মঙ্গলবার শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠক করে ওই শিবিরের বিষয়ে জানান রাজেশ ভুঁইয়া বিজয়গোপাল চক্রবর্তী।

প্রশাসনের চোখ এড়িয়ে নদীবক্ষে বেআইনি খনন, বড় বিপদের আঁচ

দুরন্ত বার্তা, মালবাজার, ৫ মার্চ ঃ নদীর বুকে পুকুর খনন! একটা বা দুটো নয়, এমন অজস্র পুকুরের দেখা মিলবে। চমকে দেবার মতো ঘটনা হলেও বাস্তবে এমনটাই ঘটে চলেছে মাল ব্লকের ওদলাবাড়ির, গজলডোবার চেল, ঘিস এবং বাগ্রাকোটের লিস নদীর বুকে। ঘটনা হল, বালি - পাথর তোলার জন্য ওদলাবাড়ির চেল এবং ঘিস নদীতে এই মুহুর্তে ১৮ টি অনুমতিপ্রাপ্ত প্লট রয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী, এই প্লটগুলোর বাইরে খনন কাজ চালানো বেআইনি। নিয়মে এটাও স্পষ্ট করে বলা আছে যে সূর্যোদয়ের আগে এবং সূর্যাস্তের পরে নদীর বুকে কোনওরকম খনন কাজ করা যাবে না। তবে বাস্তব চিত্র বলছে, এসবের কোনওটাই মানা হচ্ছে না এই সব নদীতে। দিনের বেলা তো বটেই, এমনকি সন্ধ্যা নামার পর চেল, ঘিস ও লিস নদীর বুকে অজস্র আর্থমুভার, ডাম্পার ও ট্রাক্টরের যে দাপাদাপি শুরু হয়, ভোরের আলো ফোটার আগে পর্যন্ত তা চলতে থাকে। কালিম্পং পাহাড় থেকে নেমে আসা নদী তিনটির বুকে সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক উপায়ে বালি, বজরি ও পাথর তুলে নেওয়ার

কাজ চলে। দিনের পর দিন এভাবেই চলছে। অনুমতিপ্রাপ্ত প্লট ছাড়াও পাহাড়ের পাদদেশ থেকে শুরু করে বন্যা প্রতিরোধে তৈরি সেচ বাঁধের গা ঘেঁষে ভারী মেশিনের সাহায্যে অজস্র পুকুর খনন করা হলেও নীরব কর্তৃপক্ষ। এদের মদতেই প্রতিদিন রাতের অন্ধকারে রয়্যালটি চালান ছাড়াই পাচার হয়ে যাচ্ছে লক্ষ লক্ষ টাকার বালি, বজরি ও পাথর। ক্ষতি হচ্ছে সরকারি রাজস্বের। যদিও ঘটনার কথা জানতে পেরে রীতিমতো উদ্বিগ্ন এলাকার মন্ত্রী বুলুচিক বড়াইক। তিনি বলেন, কিছু দিন আগে সিকিমের বন্যার কারণে সমতল এলাকায় বহু ক্ষতি হয়েছে। এই ব্যাপারে বিভিন্ন দফতরের সঙ্গে কথা বলব। যাতে এইসব বন্ধ করা যায়। মাঝেমধ্যেই নদীর পার্শ্ববর্তী এলাকা মানুষেরা প্রতিবাদ জানিয়ে গাড়ি আটকালেও কিছুদিন বন্ধ থাকে। পরে আবার একই ছবি দেখা যায়। পরিবেশপ্রেমী স্বরুপ মিত্র বলেন, এভাবে চলতে থাকলে ভরা বর্ষায় ফুলেফেঁপে ওঠা পাহাড়ি নদীগুলো যে কোনও সময় ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে নদী তীরবর্তী গ্রামে ঢুকে যেতে পারে। সম্ভাব্য বিপদ আঁচ করে বিষয়টি প্রশাসনের গোচরে আনা হবে বলে পরিবেশ প্রেমীরা জানিয়েছে।

বিভিন্ন দাবি নিয়ে জলপাইগুড়ি সিএমওএইচ অফিসে স্মারক লিপি প্রদান

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৫ মার্চ ঃ পশ্চিমঙ্গ আশা কর্মী ইউনিয়ননের তরফে বিভিন্ন দাবি নিয়ে জলপাইগুড়ি সিএমওএইচ অফিসে স্মারক লিপি প্রদান করা হয়। রীতিমতো জলপাইগুড়ি জেলা সদর হাসপাতালে বসে শ্লোগান তোলেন বেতন বৃদ্ধি, অ্যান্ড্রোয়েট ফোন দিতে হবে, ছুটি দিতে হবে সহ নানা দাবিতে। স্বাস্থ্য কর্মীর স্বীকৃতি সহ বিভিন্ন দাবি নিয়ে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করলো জলপাইগুড়ির আশা কর্মীরা। জলপাইগুড়ি টাউন স্টেশন থেকে একটি ধিক্কার মিছিল গিয়ে স্বাস্থ্য দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন তারা। পশ্চিমবঙ্গ আশা কর্মী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে এই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন জলপাইগুড়ির শতাধিক আশাকর্মী। ইউনিয়নের সদস্যরা জানান, নিজেদের দাবি নিয়ে গত কয়েকদিন ধরেই কর্ম বিরতি পালন করছেন তারা। এই দাবিগুলো নিয়ে জলপাইগুড়ি টাউন স্টেশন থেকে একটি ধিক্কার মিছিল বের করা হয়। নিজেদের ভাতা বৃদ্ধি সহ অ্যান্ড্রোয়েড মোবাইল ফোন প্রদান, আশা কর্মীদের স্বাস্থ্য কর্মীর স্বীকৃতি সহ বিভিন্ন দাবি নিয়ে মঙ্গলবার জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন তারা।

হার্বাল আবীরের চাহিদা বেড়েছে

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৫ মার্চ ঃ গত বছরের তুলনায় এবার বন দপ্তরের নন টিম্বার ফরেস্ট প্রোডিউস ডিভিশনের হার্বাল আবীরের চাহিদা অনেকটাই বেড়েছে। চলতি মাসেই রয়েছে রঙের উৎসব। আর এই বছরেও বাজারে বন দপ্তর নিয়ে আসলো হার্বাল আবীর। গত বার ৩.৯ কুইন্টাল আবীর উৎপাদন হয়েছিল। যার থেকে বন দপ্তরের আয় হয়েছিল ৪৬ হাজার টাকা। এবার প্রায় সাড়ে সাত কুইন্টাল আবীর উৎপাদন হয়েছে। এক লক্ষ টাকার লক্ষ্যমাত্রা রেখেছে বন দপ্তর। মঙ্গলবার হার্বাল আবীরের বিষয়ে জানান ডিএফও এসপি শর্মা। মূলতঃ হলুদ, সবুজ ও কমলা এই তিন রঙের আবীর বাজারে আনছে বন দপ্তর। কমলা ও হলুদ মূলত গাঁদা ফুল ও সবুজ আবীর বানানো হচ্ছে বেল পাতা দিয়ে। ২৫০ গ্রাম আবীরের দাম ৫০ টাকা ও ৫০০ গ্রাম আবীরের দাম ধার্য্য করা হয়েছে ৯০ টাকা।

কালনায় ড্রোন প্রদর্শনী

দুরন্ত বার্তা, কালনা, ৫ মার্চ ঃ চাষের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হল রোগ পোকাদমন করা ও গাছের বৃদ্ধির দিকে নজরদারি করা। তা করতে সঠিক সময়ে কীটনাশক ও সার প্রয়োগ করাটা ভীষণ জরুরি। এক্ষেত্রে সময়ের পাশাপাশি শ্রমিকও লাগে অনেক। তাই এই ড্রোনের ব্যবহার। যার মাধ্যমে অল্পসময়ে অনেক বেশী পরিমাণ জমিতে কীটনাশক ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা যায়। সাশ্রয় হয় অর্থের ও শ্রমিকের। এদিন কালনার কৃষিখামারে ৬০ জন চাষিকে নিয়ে ড্রোন প্রদর্শনী করে কৃষি দফতরের আধিকারিকরা। সহ কৃষি অধিকর্তা পার্থ ঘোষ জানান, ড্রোনের মাধ্যমে অল্পসময়ে,অল্প খরচে অনেক বেশী জমিতে কীটনাশক ও রাসায়নিক সার ব্যবহার করা যায়।

Government of India
Ministry of Corporate Affairs
Centre for Processing Accelerated
Corporate Exit (C-PACE)
IICA Building, 7th Floor,
Plot P-6,7,8, Sector-5, IMT Manesar,
Gurgaon, Haryana - 122050
Email: roc.cpace@mcd.gov.in

FORM No. STK - 6
PUBLIC NOTICE

[Pursuant to sub-section (2) and sub-section (4) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 7 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

Public Notice ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/801 **Date:- 21.02.2024**

Reference:

(1) In the matter of striking off or removal of names of (31) companies in the state of **West Bengal** under section 248 of the Companies Act, 2013 in respect of:

S. No	Work Item	CIN	Company Name
1	AA6698274	U74999WB2019PTC229790	SMART KNOWLEDGE WORKERS PRIVATE LIMITED
2	AA6744080	U80903WB2019PTC230372	MAXTRA ACADEMY PRIVATE LIMITED
3	AA6860313	U70101WB1991PTCO53349	SAYA REAL ESTATES PVT LTD
4	AA6658661	U74140WB1995PTC068093	APPCON CONSULTANTS PVT LTD
5	AA6794672	U72900WB2002PTC095327	H C S INFOTECH PRIVATE LIMITED
6	AA6710358	U51909WB2007PTC119648	BALGOPAL COMMODITIES PRIVATE LIMITED.
7	AA6710328	U51109WB2007PTC119651	PARAMDHAM DEALCOMM PRIVATE LIMITED.
8	AA6710313	U51900WB2008PTC124319	JAIMATADI SHOPPERS PRIVATE LIMITED
9	AA6645532	U51101WB201OPTC147555	ABILITY VINTRADE PRIVATE LIMITED
10	AA6544086	U40102WB2010PTC152828	EDCL - TAWANG UPPER TSACHU HYDRO ELECTRIC PRIVATE LIMITED
11	AA6710301	U45400WB2010PTC151327	YASH INFRADEVELOPERS PRIVATE LIMITED
12	AA6842293	U20219WB2011PTC156468	DAS WOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED
13	AA6710289	U70109WB2009PTC139698	AKD CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
14	AA6810102	U72200WB2012PTC181387	JAI ANALYTICS PRIVATE LIMITED
15	AA6790141	U74140WB2012PTC181970	SHRIAN MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
16	AA6599107	U70109WB2011PTC170866	MLAS REAL ESTATE PRIVATE LIMITED
17	AA6563050	U74900WB2014PTC202368	WEAVER BIRD MALL AND PROPERTY MANAGEMENT CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
18	AA6606990	U70102WB2013PTC194168	BLUELAND PROMOTERS PRIVATE LIMITED
19	AA6834340	U72900WB2015PTC208363	PERPETUAL LATITUDE INFOSOFT PRIVATE LIMITED
20	AA6729779	U45400WB2013PTC193863	KOTIRATAN RESIDENCY PRIVATE LIMITED
21	AA6826581	U01114WB2017PTC220694	SUDHAMOY COLD STORAGE PRIVATE LIMITED
22	AA6798288	U45309WB20170PC223231	PARAMESWAR ENGINEERING AND CONSULTANCY (OPC) PRIVATE LIMITED
23	AA6714728	U24290WB2020PTC238915	BIOHERITANCE INFOGENOMICS PRIVATE LIMITED
24	AA6773899	U80903WB2020PTC241268	SUITRADHAAR STRATEGIES PRIVATE LIMITED
25	AA6693423	U05000WB2020PTC240488	MATHA EXPORTS AND PROCESSING PRIVATE LIMITED
26	AA6687532	U70200WB2021PTC246005	LAKEPEARL REALTY PRIVATE LIMITED
27	AA6527612	U45309WB2021PTC248934	LIME NEST DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
28	AA6780152	U55209WB2022PTC253054	MASHUP KITCHEN PRIVATE LIMITED
29	AA6829649	U25200WB2022PTC253405	TECHCON INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
30	AA6751546	U43299WB2023PTC260202	SHREE RBMV INFRASTRUCTURE VENTURE PRIVATE LIMITED
31	AA6706258	U74999W132023PTC259903	SSAG SOLUTIONS PRIVATE LIMITED

(2). Notice is hereby given that the Registrar of Companies had received applications from the above-mentioned companies under section 248(2) of the Companies Act, 2013 for removal of its/their name (s) from the register of companies either on the ground that they have failed to commence business within one year of their incorporation or on the ground that the company(ies) is/are not carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and has/have not made any application (s) within such period for obtaining the status of a dormant company under section 455 of the Companies Act, 2013 or the company(ies) have obtained the status of dormant company/subscribers to the memorandum have not paid the subscription which they had undertaken to pay at the time of incorporation of a company and a declaration to this effect has not been filed within one hundred and eighty days of its incorporation under sub-section (1) of section 10A/ have not been carrying on any business or operations, as revealed after the physical verification carried out under sub-section (9) of section 12, but it/they do not wish to continue its/their registration as companies and have, therefore, requested for removal/strike off of its/their names from the register of companies.

(3) Accordingly, the Registrar of Companies proposes to remove or strike off the names of the above-mentioned companies from the Register of Companies.

(4) Any person objecting to the proposed removal or striking off of name of the companies from the register of companies may send his or her objection to the office address mentioned here above within thirty days from the date of publication of this notice.

(Harihara Sahoo)
Registrar
Centre for Processing Accelerated Corporate Exit

cbc 07123/11/0480/2324

লোকসভার স্পিকার জলপাইগুড়িতে

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৫ মার্চ ঃ লোকসভার স্পিকার উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়িতে। ৩১ নং জাতীয় সড়ক ধরে ব্যাক্তিগত সফরে কোচবিহারে যাচ্ছেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা। খবর পেয়ে জলপাইগুড়ি গোশালা মোড়ে আসেন বিজেপির জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতি বাপী গোস্বামী সহ অন্যান্য নেতা কর্মীরা। বিজেপি কর্মীদের দেখতে পেয়ে তার কনভয় থামিয়ে দেন। গাড়ি থেকে নেমে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। তাঁকে ফুল দিয়ে সংবর্ধনা দেন সভাপতি। জলপাইগুড়ি আসার আমন্ত্রন জানান।

জঙ্গলে দুর্ঘটনার কবলে গাড়ি

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৫ মার্চ ঃ জঙ্গলের পথে ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার কবলে পড়ল একটি গাড়ি। আচমকা স্টিয়ারিং লক হয়ে যাওয়ায় জেনারেটরের গাড়িটি উল্টে যায়। তবে ভাগ্যক্রমে বেঁচে গেছেন গাড়ির চালক। সম্পূর্ণ সুস্থ রয়েছেন তিনি। মঙ্গলবার দুপুর নাগাদ এই দুর্ঘটনা ঘটেছে গরুমারা জঙ্গল ক্যাম্প এলাকায়। গাড়ির চালক বিজয় রায় বলেন, স্থানীয় একটি রিসর্টের জন্য বড় আকারের একটি জেনারেটর নিয়ে শিলিগুড়ি থেকে আসছিলেন। ওই সময় আচমকাই স্টিয়ারিং লক হয়ে যাওয়ায় জেনারেটর সহ গাড়িটি উল্টে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে স্থানীয় পুলিশ বাহিনী। গাড়িটিকে উদ্ধারের চেষ্টা করছেন তারা। দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

কাউন্সেলিং-এর মাধ্যমে নিয়োগপত্র প্রদান

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৫ মার্চ ঃ আজ, মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি DPSC- তে মোট ৯১ জন সফল চাকুরীপ্রার্থী কাউন্সেলিং-এর মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা পদে নিয়োগপত্র পেতে চলেছেন। সূত্রের খবর, প্রাথমিকের সফল প্রার্থীদের মধ্যে নিজ জেলায় যারা পোস্টিং পাননি তাদের নিয়ে রাজ্যস্তরে কাউন্সেলিং হয়। তার মধ্যে যারা জলপাইগুড়ি জেলা বেছে নিয়েছিলেন তাদেরকেই কাউন্সেলিং- এর মাধ্যমে আজকে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হয়। উল্লেখ্য যে ৯১ জন আজকে নিয়োগপত্র পেতে চলেছেন প্রত্যেকেই বাঁকুড়া, পুরুলিয়া সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে এসেছেন। জলপাইগুড়ি জেলার কিছুই তারা চেনেন না। তাই নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত এই শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য ক্যাম্প করে সহযোগিতা করে চলেছেন বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠনের নেতা-কর্মীরা। বামপন্থী শিক্ষক সংগঠন নিখিল বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির জলপাইগুড়ির জেলা সম্পাদক বিপ্লব ঝা অভিযোগ করেন --- নিজ জেলায় ভ্যাকান্সি থাকা সত্ত্বেও নবনিযুক্ত এই শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দূরবর্তী জেলায় পোস্টিং দিয়ে তাদের ডিপ্রাইভড করা হয়েছে। যদিও পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির জলপাইগুড়ির জেলা সভাপতি স্বপন বসাক এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে বলেন--নিজ জেলায় ভ্যাকান্সি না থাকায় রাজ্য স্তরের কাউন্সেলিং-এ নিজের পছন্দের ভিত্তিতেই এই ৯১ জনকে জলপাইগুড়ি পাঠানো হয়েছে।

GOVT. of WEST BENGAL

Notice Inviting Tender No: 19, 20, 21 of 2023-24 of E.E(A-I), Balurghat (A-I) Division, Balurghat. Separate Sealed Quotation are hereby invited by the Executive Engineer (A-I) Balurghat (A-I) Division from bonafied contractors having sufficient credential in this line are eligible for the following work. "Formation, Registration and Nurturing of WUA with Activity & Budget under RIDF-XXVI Projects. 27 Nos Sites within Balurghat (A-I) Sub-Division under Balurghat (A-I) Division, Balurghat." Last date of Application: 15.03.2024 up to 12:00 Hours. Details may be had from the office.

Sd/- Executive Engineer (A-I)
Balurghat (A-I) Division,
Balurghat, Dakshin Dinajpur

Govt. of West Bengal
Tender Ref No.:WBPWD/EE/KNED/eNIT26/23-24
Tender ID: 2024_WBPWD_679889_1

Online Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWDte, Kolkata North Electrical Division, P-5, CIT Road, 2nd Floor, Moulali, Kolkata-14, from the eligible contractors for the following works: Name of Work: Urgent repair & renovation of Electrical Installation work for office of the Superintending Engineer, Southern Circle, Social Sector, P.W.Dte. in the 5th floor of CSTC Building at 45 GCA Avenue, Kolkata-700013, damaged during fire incident on 01.06.2023. Bid submission start: **08.03.24 at 06.00 PM**. Bid Submission end: **15.03.24 at 01.00 PM**. Bid opening Date: **18.03.24 after 01.00 PM**. Details of eNIT, BOQ & tender document may be downloaded from **https://wbtenders.gov.in**. Corrigendum, if any, will be published in Website only.

Sd/- Executive Engineer, PWDte.
Kolkata North Electrical Division
Govt. of West Bengal

Govt. of West Bengal
Tender Ref No.:WBPWD/EE/KNED/eNIT25/23-24
Tender ID: 2024_WBPWD_679481_1

Online Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWDte, Kolkata North Electrical Division, P-5, CIT Road, 2nd Floor, Moulali, Kolkata-14, from the eligible contractors for the following works:Name of Work: Constructions for EVM Commissioning Venue and D.C. and Strong Room pertaining to 167,Maniktola AC & 168, Kasipur-Belgachia AC under 24 Kolkata Uttar Parliamentary Constituency at Rabindra Bharati University, B.T. Road Campus — Temporary E.I. Work including Generator, UPS & Air-Conditioning for Commisioning of EVM at Distribution Centre. Bid submission start: **11.02.24 at 09.00 PM**. Bid Submission end: **18.02.24 at 01.00 PM**. Bid opening Date: **20.02.24 after 01.00 PM**. Details of eNIT, BOQ & tender document may be downloaded from **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Engineer, PWDte.
Kolkata North Electrical Division
Govt. of West Bengal

জমি ক্রয় সংক্রান্ত নোটিস

এত দ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির নিমিত্ত নোটিস দেওয়া যাইতেছে যে, কলকাতাস্থিত মেসার্স হরিয়কশ ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, জেলা বাঁকুড়া, থানা ও ব্লক গঙ্গাজলঘাটি, মৌজা চৌশাল, জে.এল. নং. ১৪, (সাবেক ও হাল) ১১৮৯ দাগে ৩৫ শতক বাইদ শ্রেনীভুক্ত ভূমি শ্রী ইন্দ্রজিৎ ঘোষ পিতা বুদ্ধদেব ঘোষ নিজ নামে ১২৪৬ নং খতিয়ানে রেকর্ড ভুক্ত করিয়া নির্বিবাদে দখল করিতেছে। অত্র নোটিস প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে উক্ত সম্পত্তি বেচা-কেনা সম্পর্কে অন্য কাহারও কোনরূপ আপত্তি থাকিলে নিম্নে উল্লেখিত ব্যক্তির নিকট লিখিতভাবে এবং প্রমাণ সহযোগে পেশ করার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে। উল্লেখ থাকিল যে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আপত্তি দাখিল করা না হইলে পরে তাহা সর্বতোভাবে অগ্রাহ্য হইবে।

পক্ষে শ্রী সৌগত ঘোষ
সাং: 2024

তারিখ: 05.03.2024 মোঃ 8820204728

হাওড়া পৌরনিগম

৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া-৭১১ ১০১
স্বাস্থ্য বিভাগ
কাগজ প্রকাশের জন্য আগ্রহের বিজ্ঞপ্তির সংক্ষিপ্ত প্রকাশ

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সহকারী প্রকৌশলী দ্বারা নির্ধারিত ই-টেন্ডারগুলি ৫০, পঞ্চাননতলা রোড, বরো-তিন, ওয়ার্ড নং-১৯-এর অফিসের ২য় তলায় এইচএমসি রোটারি ব্লাড সেন্টারের কাজ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। এইচএমসি.. স্বনামধন্য সম্পদশালী এবং প্রকৃত ঠিকাদারদের কাছ থেকে যাদের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন ঠিকাদারদের কাছ থেকে। কাজের অনুরূপ প্রকৃতি। বিশদভাবে সম্পর্কিত তথ্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং সহকারী বিভাগ থেকে পাওয়া যাবে। ইঞ্জিনিয়ার https://www.wbtendergov.in বিড জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১২.০৩.২০২৪ বিকাল ৬.০০ পর্যন্ত এইচএমসি কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে কোনো কারণ ব্যতিরেকে কোনো আবেদন গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার থাকবে।
আগ্রহ প্রকাশের বিজ্ঞপ্তি নং ঃ **11-EOI/EE/PandD/23-24** তারিখ ০৪.০৩.২০২৪ টেন্ডার আইডি ঃ **2024_MAD_679075_1**

295(2)/ 23-24
5.3.24

অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার
হাওড়া পৌরনিগম

Office of the
Banupur-1 Gram Panchayat
Banupur, Sankrail, Howrah, PIN-711304
TENDER NOTICE
NEW TENDER

BANU-1/eNIT-18/15 th FC/2023-24, BANU-1/eNIT-19/15 th FC/2023-24, BANU-1/eNIT-20/15 th FC/2023-24, BANU-1/eNIT-21/15 th FC/2023-24, Publishing Date-05.03.2024 at 11.00 A.M. Closing Date-12.03.2024 at 11.00 A.M. Bid Opening Date-14.03.2024 at 11.00 A.M.

Sd/- Prodhan
Banupur-1 Gram Panchayat
Banipur, Howrah

MALIARA GRAM PANCHAYAT
MALIARA, BANKURA

Notice Inviting e-tender E-NIT No-16/2023-2024, 17/2023-2024 & 18/2023-2024 Pradhan Maliara Gram Panchayat Invite Percentage Rate e-tender for the 07 nos different works at different Places. All Information is available www.wbtenders.gov.in

Sd/- Pradhan
Maliara Gram Panchayat

Falta Gram Panchayat
PO & PS: Falta, Dist:- South 24 Parganas

E-Tender is invited by the Pradhan, Falta Gram Panchayat under 5 th SFC 1 st & 2 nd Inst. 2023-2024 & 15 th FC 2 nd Instalment 2023-2024(Tied & Untied Fund).
NIT- 30 -Road – 1 no. – Amount: Rs. 168000/-
NIT- 31 - Public Toilet – 2 Nos. – Amount: Rs. 5,87,000/-
NIT-32 - Drain – 2 Nos. – Amount: Rs. 466500/-
NIT- 33 – Laptop & Printer(2+1)nos. - Amount: Rs. 1,17,900/-
NIT- 34 – Road – 7 Nos. – Amount: Rs. 7,90,000/-
NIT- 35 – Culvert – 1 no. – Amount: Rs. 1,50,000/-
NIT- 36 – Children Park – 1No. – Amount: Rs. 1,00,000/-
NIT- 37 – Drain – 8 Nos. – Amount Rs. 9,30,000/-
NIT- 38 – Water Tank & Tubewell – 4 Nos. – Amount Rs. 10,00,000/-
Tender Notice date: 05-03-2024, Tender published Date: 06/03/24, Time-3.00 PM. Document download start date: 06-03-2024, Time – 3.00 P.M., Bid submission Start Date: 06-03-2024, Time – 3.00 P.M., Bid Submission closed date : 12-03-2024, Time – 3.00 P.M. Bid Opening Date (Technical) : 14-03-2024, Time – 2.00 P.M. For details please visit office of the undersigned on any working days.

Sd/- Pradhan
Falta Gram Panchayat

Office of The Udaynarayanpur Panchayat Samity
Udaynarayanpur, Howrah
PRESS NOTICE

E-Tender No.- WB/HWH/UNPUR/NIET-33/EO/23-24 Dt. 04/03/2024 for 02 nos schemes within the jurisdiction of Udaynarayanpur Panchayat Samity, Tender ID - 2024_ZPHD_679266_1 & 2024_ZPHD_679266_2. Detail information will be available from the website https://wbtenders.gov.in

Sd/- Executive Officer
Udaynarayanpur Panchayat Samity

সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রে উপকারী জীবানুর সন্ধানে গবেষণা শুরু সিফরি গবেষণা কেন্দ্রের

দুরন্ত বার্তা, সুন্দরবন, ৫ মার্চঃ এবার নদী মাতৃক সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রে উপকারী জীবাণুর সন্ধান পেতে শুরু হলো গবেষণা। কেন্দ্রীয় অন্তঃস্থলীয় মৎস্য গবেষণা কেন্দ্র,'সিফরি'-র উদ্যোগে এই কাজ শুরু হলো। সম্প্রতি সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে ঘুরে নানা ধরনের নমুনা সংগ্রহ করেছেন সিফরির একদল গবেষকেরা। সিফরির অধিকর্তা বসন্তকুমার দাসের নেতৃত্বে সুন্দরবনের জীববৈচিত্রের বিষয়ে বিস্তারিত জানতেই এমন কর্মসূচি বলে জানাচ্ছেন তাঁরা। সুন্দরবনের বনি

ক্যাম্প থেকে শুরু হয় গবেষকদের এই অভিযান। নদী তীরবর্তী এলাকা থেকে বিজ্ঞানীরা মাটি, জল, প্ল্যাঙ্কটন, ইত্যাদির নমুনা সংগ্রহ করেন। কলস, ঝড়খালি, দোবাঁকি-সহ সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রান্ত ঘুরে ঘুরে জৈবিক নমুনা সংগ্রহ করার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় মৎস্যজীবীদের থেকে সুন্দরবনের প্রাকৃতিক পরিস্থিতি, আবহাওয়ার পরিবর্তন, দূষণ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যও সংগ্রহ করেন তাঁরা। সুন্দরবন থেকে পাওয়া উপাদানের বিশ্লেষণের জন্য পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সুন্দরবনকে কি ভাবে রক্ষা করা যায়, সে বিষয়ে সম্যক ধারণা পাওয়া গেল বলেই মনে করছেন বিজ্ঞানীরা। তাঁরা জানান, সুন্দবনের ঘন ম্যানগ্রোভ থেকে উপকারী জীবাণু এবং প্লাস্টিক-দূষণ রোধকারী জীবাণুর নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য বজায় রাখা এবং জীববৈচিত্র সংরক্ষণের চেষ্টা করাই তাঁদের লক্ষ্য। সংস্থার বিজ্ঞানী ধ্রুবজ্যোতি সরকারসহ পাঁচ অনুসন্ধানকারী কাজ করছেন। সিফরির এক অধিকর্তা বলেন, ''সুন্দরবনকে রক্ষা করা আমাদের সকলের দায়িত্ব। তাই সংস্থার তরফে অনুসন্ধান শুরু করা হয়েছে নিজেদের মতো করে। আমাদের গবেষকেরা নিশ্চয়ই ভাল কোনও পথের সন্ধান দেবেন।আর তাঁর থেকেই সুন্দরবনের অনেক অজানা তথ্য উঠে আসবে।

সিঙ্গুরে কঠিন বর্জ্য প্লান্টের উদ্বোধন করলেন মন্ত্রী বেচারাম মান্না উপস্থিত জেলা শাসক সহ বিশিষ্টরা

দুরন্ত বার্তা, সিঙ্গুর হুগলি, ৫ মার্চঃ মঙ্গলবার সিঙ্গুর বিধানসভার অন্তর্গত বাড়ুইপাড়া পলতাগড় অঞ্চলে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার শুভ উদ্বোধন হলো। উদ্বোধন করলেন রাজ্যের কৃষিজ বিপণন এবং পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী শ্রী বেচারাম মান্না। উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি রঞ্জন ধারা, ডিএম মুক্তা আর্য সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এদিন সিঙ্গুরের আরও এক গ্রামে ছিনা মোর এলাকায় গ্রামবাসীদের দীর্ঘদিনের দাবি মতন কঠিন বর্জ্য প্লান্টের উদ্বোধন হয় উদ্বোধন করেন মন্ত্রী বেচারাম মান্না ও সিঙ্গুর ব্লকে নসিবপুর বিশালাক্ষী তলায় কঠিন বর্জ্য প্যান্টের উদ্বোধন করেন মন্ত্রী বেচারাম মান্না। উপস্থিত ছিলেন জেলা শাসক মুক্তা আর্য জেলা সভাধিপতি ও হরিপালের বিধায়ক ডাক্তার করবি মান্না সহ বিশিষ্টরা। মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল কঠিন বর্জ্য প্লান্টের শুধু তাই নয়, বর্তমানে আমার আপনার পাশের বাড়ির শত্রুর থেকেও ভয়ংকর শত্রু হলো প্লাস্টিক এই প্লাস্টিক ধীরে ধীরে সর্বনাশের পথে নিয়ে যায় অবিলম্বে প্লাস্টিক আমাদের বন্ধ করতে হবে সেই জন্য আমরা প্রত্যেক বাড়িতে দুটো বালতি দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি, একটা নীল একটা সবুজ নীল বালতিতে অপচনশীল বস্তু

প্লাস্টিক সহ নানা বস্তু ও সবুজ বালতিতে যেমন মাছের কাঁটা তরকারির খোসা ডিমের খোসা সহ পচনশীল বস্তু দিতে হবে। এই অনুষ্ঠানে পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে জঞ্জাল ফেলার গাড়ি বেশ কয়েকটি উদ্বোধন করা হয় সবুজ পতাকা নেড়ে উদ্বোধন করা হয়। বেশ কিছু গ্রামবাসীদের বক্তব্য সত্যিই খুব আমাদের পক্ষে ভালো হলো মন্ত্রী বেচারাম মান্না খুব উপকার করলেন তিনি আমাদের কথা ভাবেন।

হকারদের থেকে তোলাবাজিতে রেয়াত নয় ঃ অরূপ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ মার্চঃ হকারদের থেকে তোলাবাজির অভিযোগ এলে কড়া ব্যবস্থার নিদান দিলেন অরূপ। মঙ্গলবার সকালে হাওড়ায় এক পথসভায় এসে অরূপ রায় বলেন, প্রায়শই শোনা যায় হাটের দিন আনা দিন খাওয়া গরিব হকারদের কাছ থেকে তোলা চাওয়া হচ্ছে। এমন জিনিস বরদাস্ত করা হবেনা। নয় আপনারা সরাসরি পুলিশকে অভিযোগ জানান। নাহলে আমাকে জানালে আমি পুলিশকে ফোন করে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেব। প্রসঙ্গত, এদিন আইএনটিটিইউসি এবং পশ্চিমবঙ্গ প্রগতিশীল হকার্স ইউনিয়নের তরফ থেকে ব্রিগেড সভার প্রস্তুতি হিসেবে হাওড়ায় এক জনগর্জন সভার আয়োজন করা হয়। ওই সভায় অরূপ রায় সহ তৃণমূলের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্গবন্ধু ও বাংলা ভাষা

দুরন্ত বার্তা, ৫ মার্চ ঃ সম্প্রতি বাংলাদেশে জগন্নাথ বিশ্ব- বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মৃন্ময় চক্রবর্তী, পরিচালক ইন্দিরা গান্ধী কালচারাল সেন্টার, ঢাকা, ডঃ মন্দিরা দাশ,আসাম, ডঃ বিমল কুমার খান্দার,ভারত, অধ্যাপক ডঃ মিন্টন বিশ্বাস, চেয়ারম্যান জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গবন্ধু গবেষক, মহঃ হাফিজুল রহমান, মহঃ ইব্রাহিম ফরাজী, সভাপতি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ছাত্রলীগ ও এসএম আফতার হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ছাত্রলীগ, শিক্ষাবিদ দেবকন্যা সেন,সাধারণ সম্পাদিকা,আচার্য দীনেশ চন্দ্র সেন রিসার্চ সোসাইটি, ভারত ও প্রকাশক শুভঙ্কর দে সহ আরও অনেকে।

হেমেন্দুবিকাশ চৌধুরীর জন্মদিবস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ মার্চঃ হেমেন্দুবাবু ভারত উপমহাদেশে বৌদ্ধ সংস্কৃতি-ঐতিহ্য তথা বুদ্ধের মহিমা চিরঞ্জীব রাখতে চাইতেন। পাশাপাশি এটাও দেখাতে চাইতেন যে, বর্তমান চারদিকে যে মূল্যবোধের অবক্ষয় চলছে। মূল্যবোধের অবক্ষয়জনিত কারণে দেশে-দেশে জাতিতে-জাতিতে বর্ণে-বর্ণে সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে বিবাদ-বিসংবাদ হানাহানি-রক্তারক্তি প্রাত্যহিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। তা থেকে মুক্তির একমাত্র পথ হতে পারে যুক্তিশীল বাস্তববাদী মানবপুত্র বুদ্ধের চিন্তা-দর্শনের চর্চা-প্রয়োগ। তাঁর মৈত্রী-করুণার বাণীর অনুসরণ তাই হেমেদুবাবু কাছে বুদ্ধেরচর্চা ও মূল্যবোধের চর্চা সমার্থক তাঁর সাংগঠনিক প্রতিভাও ঈর্ষণীয় পর্যায়ের সাধারণ সম্পাদক ও পরবর্তীতে সভাপতি হিসেবে তাঁর নিষ্ঠাবান নেতৃত্বে , সাংগঠনিক বুদ্ধিমত্তায় নিরন্তর প্রচেষ্টায় বর্তমানে বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা অফ ইন্ডিয়া শুধু ভারত- বাংলায় নয়

আন্তর্জাতিক পর্যায়েও যথেষ্ট সমীহ জাগানিয়া সংগঠন প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। বৃদ্ধি পেয়েছে ধর্মাঙ্কুর সভার কর্মের পরিধি। বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভার মত একটা শতাব্দী প্রাচীন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানের সমস্ত দায়দায়িত্ব তাঁর কাঁধে ছিল।

প্রায় দীর্ঘ দুই দশক সভার অধীনে ৪টা শাখা বিহার ছাড়াও আছে তাঁর সাংগঠনিক প্রতিভাও। ঈর্ষণীয় পর্যায়ের সাধারণ সম্পাদক ও পরবর্তীতে সভাপতি হিসেবে তাঁর নিষ্ঠাবান নেতৃত্বে, সাংগঠনিক বুদ্ধিমত্তায়, নিরন্তর প্রচেষ্টায় বর্তমানে বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা অফ ইন্ডিয়া শুধু ভারত- বাংলায় নয় আন্তর্জাতিক পর্যায়েও যথেষ্ট সমীহ জাগানিয়া সংগঠন প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। বৃদ্ধি পেয়েছে ধর্মাঙ্কুর সভার কর্মের পরিধি বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভার মত একটা শতাব্দী প্রাচীন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানের সমস্ত দায়দায়িত্ব তাঁর কাঁধে ছিল প্রায় দীর্ঘ দুই দশক সভার অধীনে ৪টা শাখা বিহার ছাড়াও আছে অর্থ-সংশ্লিষ্ট নানান তহবিল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও আবাসন ব্যবস্থা স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মধ্য দিয়ে সুসম্পন্ন করে গেছেন। সকল সাংগঠনিক দায়-দায়িত্ব।

২২ লক্ষ টাকায় অ্যাম্বুলেন্স দেওয়া হচ্ছে হাওড়া পুরসভাকে

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৫ মার্চঃ হাওড়ার তৃণমূল সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের এমপি ল্যাডের টাকায় হাওড়া পুরসভাকে এবার অত্যাধুনিক অ্যাম্বুলেন্স দেওয়া হচ্ছে। অত্যাধুনিক এই অ্যাম্বুলেন্সের জন্য খরচ হবে প্রায় ২২ লক্ষ টাকা। এর জন্য টেন্ডার হয়ে গিয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি এই অ্যাম্বুলেন্স চালু হবে বলে পুরসভার পক্ষ থেকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। এই ব্যাপারে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ২০২০ থেকে ২২ পর্যন্ত কোভিডের জন্য দেওয়া হয়নি। পরে যখন এমপি ল্যাডের টাকা দেওয়া শুরু হয় তখন হাওড়া পুর প্রশাসকমন্ডলীর প্রধান ডা সুজয় চক্রবর্তী একটা অ্যাম্বুলেন্সের জন্য আবেদন করেন। সেই আবেদনের ভিত্তিতেই এই অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই ব্যাপারে ডা সুজয় চক্রবর্তী জানান, অত্যাধুনিক এই অ্যাম্বুলেন্সটি টাইপ বি। এতে এসির ব্যবস্থা থাকবে। এখানে ফাস্ট এইড কিটস থাকবে। স্ট্রেচার, অক্সিজেন সিলিন্ডার, অক্সিজেন ফ্লো মিটার থাকবে। এছাড়া অক্সিজেন মাস্ক, ব্লাড প্রেসার মাপার যন্ত্র, অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এরজন্য ২২ লক্ষ টাকা খরচ হবে। যে নম্বরে অ্যাম্বুলেন্স বুক করা হয় সেই নম্বরেই ফোন করে এই অ্যাম্বুলেন্স বুক করতে পারা যাবে। এই অত্যাধুনিক অ্যাম্বুলেন্সের জন্য অতিরিক্ত কোন অর্থ ব্যয় করতে হবেনা।

জেনারেল ম্যানেজার সম্মানিত দক্ষিণ পূর্ব রেলপথের মহিলাদের হকি দলকে

কলকাতা, ৫ ই মার্চঃ দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের মহাব্যবস্থাপক শ্রী অনিল কুমার মিশ্র আজ গার্ডেন রিচ (০৫.০৩.২০২৪) সের সদর দফতরে সেরের মহিলাদের হকি দলকে সম্মানিত করেছেন । দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের মহিলাদের হকি দলটি ৪৪ তম অল ইন্ডিয়া রেলওয়ে হকি চ্যাম্পিয়নশিপের বিজয়ী হয়ে উঠেছে।

২০২৪ সালে পাঞ্জাবের কাপুর্থালায় ২১.০২.২০২৪ থেকে ২.০.০২.২০২৪ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়েছে ফাইনালে। সেরের মহিলাদের হকি দল ওয়েস্টার্ন রেলওয়েতে পরাজিত করেছিল এবং চ্যাম্পিয়নদের উত্থিত হয়েছিল।

বিহারে রেলসংযোগ বৃদ্ধি করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রাক্সৌল ও যোগবাণীর মধ্যে নতুন এক্সপ্রেস ট্রেনের উদ্বোধন করবেন

মালিগাঁও, ৫মার্চ ঃ রেল সংযোগ বৃদ্ধি করার পদক্ষেপ হিসেবে আরও একটি নতুন ট্রেন পরিষেবা রাক্সৌলজং.-যোগবাণীর মধ্যে চালু করা হবে। ৬মার্চ, ২০২৪ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি এই উদ্বোধনী স্পেশাল এক্সপ্রেস ট্রেনটির শুভ সূচনা করবেন। ট্রেন নং. ১৫৫০১১৫৫০২ (রাক্সৌলজং.-যোগবাণী-রাক্সৌলজং.) দ্বি-সাপ্তাহিক এক্সপ্রেসের নিয়মিত পরিষেবা শুরু হবে ১১মার্চ , ২০২৪ তারিখ থেকে। এই এক্সপ্রেস ট্রেনটি বিহারের জনগণের জন্য রেল সংযোগ বৃদ্ধি করবে, ব্যবসাও অন্যান্য অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে উৎসাহিত করবে। নীচের বর্ণনা অনুযায়ী এই ট্রেনের পরিষেবা গুলি চলবে। উদ্বোধনী স্পেশাল এক্সপ্রেস ট্রেন নং. ০৫৫২৯ (রাক্সৌলজং.-যোগবাণী উদ্বোধনী স্পেশাল) এক্সপ্রেস রাক্সৌল জং. থেকে ৬ মার্চ, ২০২৪ তারিখে (বুধবার) ১৫.০০ঘণ্টায় রওনা দিবে এবং পরের দিন ০০.৩০ ঘণ্টায় যোগবাণী পৌঁছবে।

এর নিয়মিত পরিষেবার সময়, ট্রেন নং. ১৫৫০১ (রাক্সৌল জং.-যোগ বাণী) এক্সপ্রেস রাক্সৌল জং. থেকে১১মার্চ, ২০২৪ তারিখ থেকে প্রত্যেক সোমও বৃহস্পতিবার ১২.৪০ঘণ্টায় রওনা দিবে এবং একই দিনে ২২.৩০ ঘণ্টায় যোগ বাণী পৌঁছবে। ফেরত যাত্রার সময়, ট্রেন নং. ১৫৫০২ (যোগবাণী-রাক্সৌলজং.) এক্সপ্রেস যোগবাণী থেকে ১১ মার্চ, ২০২৪ তারিখ থেকে প্রত্যেক সোমও বৃহস্পতিবার ২৩.৪৫ ঘণ্টায় রওনা দিবে এবং পরের দিন ১১.১৫ ঘণ্টায় রাক্সৌলজং. পৌঁছবে। উভয় পথে যাত্রার সময়, এই এক্সপ্রেস ট্রেনটি ঘোরা সাহান, সিতামারহি জং., দ্বারভাঙ্গা জং., সাকরিজং., ঝাঞ্ঝারপুর,

ঘোগহারদিহা, নির্মালি, সরাইগড়জং., রাঘোপুর, ললিতগ্রাম, নরপতিগঞ্জ ও ফরবেসগঞ্জজং.-এস্টপেজ দিবে। যাত্রীদের জন্য একটিএসি৩-টিয়ার, পাঁচটি স্লিপারক্লাস, চারটি জেনারেল সেকেন্ড ক্লাস কোচ থাকবে।

এই ট্রেনের স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে এবং বিভিন্ন সংবাদপত্রে ও উত্তরপূর্ব সীমান্তরেলওয়ের সোসিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও অধিসূচিত করা হয়েছে। যাত্রার করার পূর্বেবিশদ বিবরণ গুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

নাম পরিবর্তন

আমি, **Sneha Mukherjee** (পুরাতন নাম) পিতা **Uday Sankar Bhattacharjee,** ঠিকানা **Bhattacharjees Den, Amiyobala Residency C2 3rd Floor, Shaktigarh Road No. 6, Darjeeling, P.O.- Siliguri, Dist:- Jalpaiguri, PIN 734001, West Bengal, India,** কলকাতায় নোটারি পাবলিক, **Dated 05.03.2024** এর **Affidavit** দ্বারা আমার নাম এখন থেকে **Sneha Bhattacharya** (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। **Sneha Bhattacharya** (নতুন নাম) এবং **Sneha Mukherjee** (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, **Uday Shankar Bhattacharjee** (পুরাতন নাম) পিতা **Late Binoy Kishor Bhattacharjee,** ঠিকানা **Deshbandhu Para, Ramesh Majumdar Sarani, Siliguri, Darjeeling, Pin- 734004, West Bengal, India,** কলকাতায় নোটারি পাবলিক, **Dated 05.03.2024** এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে **Uday Sankar Bhattacharjee** (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। **Uday Sankar Bhattacharjee** (নতুন নাম) এবং **Uday Shankar Bhattacharjee** (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি খাইরুজ্জামান মন্ডল **(Khairuzzaman Mondal)(old name)** পিতা আবুল কাসেম মন্ডল ঠিকানা গ্রামঃ মামুদপুর, পোস্টঅফিসঃ অম্বিকাপুর, থানাঃ গোপালনগর , উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪৩ ২৫১ , ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বনগাঁ **Affidavit** দ্বারা খাইরুজ্জামান মন্ডল **(Khairujjaman Mondal)(new name)** পরিচিত হলাম। **Affidavit No. 178 dated 09.01.2024**। খাইরুজ্জামান মন্ডল **(Khairuzzaman Mondal)(old name)** এবং খাইরুজ্জামান মন্ডল **(Khairujjaman Mondal)(new name)** একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি **Anindya Choudhury** (পুরাতন নাম) পিতা **Tushar Kanti Choudhury** ঠিকানা **Mohisgote New Town, 2nd Floor, P.O.- Krishnapur, P.S.- New Town, Bidhannagar- 700102** কলকাতায় নোটারি পাবলিক **Dated 05-03-2024** এর **Affidavit** দ্বারা আমার নাম এখন থেকে **Anindo Choudhury** (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। **Anindo Choudhury** (নতুন নাম) ও **Anindya Choudhury** (পুরাতন নাম)একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি **Srikanta Samanta** (পুরাতন নাম) পিতা **Amullya Samanta** ঠিকানা **Nij Maitana, Battala, Khalisabhanga, Ramnagar-II, East Medinipur, Pin-721433** ১ম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, **Contai Dated 28-02-2024** এর **Affidavit** দ্বারা আমার নাম এখন থেকে **Srikanta Kumar Samanta** (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। **Srikanta Kumar Samanta** (নতুন নাম) ও **Srikanta Samanta** (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I, Shah Alam (Old Name) S/o Mohammad Sabir residing at 40B, Chittaranjan Avenue, Kolkata – 700012 shall hence forth be known as Mohammad Shah Alam as declared before the Notary Public at Bankshal Court, Kolkata, WB, vide affidavit dated 4th March 2024. Shah Alam and Mohammad Shah Alam both are same and one identical person.

Name Change

I MOHAMMED SARAUDDIN KAYAL,SON OF FARHAD ALI KAYAL, RESIDING AT AKRA KRISHNANAGAR KAYAL PARA, PS-MAHESHTALA, KOLKATA -700141, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD SARAUDDIN KAYAL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/03/2024.THAT MOHAMMED SARAUDDIN KAYAL AND MD SARAUDDIN KAYAL BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I SUMAN ARVIND DAS MUNDHRA,WIFE OF ARVIND DAS MUNDHRA, RESIDING AT 74/1 NARKELDANGA MAIN ROAD,FLAT-3C,WINDSOR CASTLE,KOLKATA-700054,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUMAN MUNDHRA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/03/2024.THAT SUMAN ARVIND DAS MUNDHRA AND SUMAN MUNDHRA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Mumtaz K Masuda Paul alias Paul Khondkar Masuda Mumtaz, W/o Rajib Paul, R/o Flat-8G, Block- 5, No:74, Narkeldanga Main Road, near Inox 89 Cinema, Lake District, Kankurgachi, Kolkata-700054, W.B. shall henceforth be known as Mumtaz Khondker Masuda. I declare that Mumtaz Khondker Masuda, Mumtaz Khondkar Masuda Paul, Mumtaz K Masuda Paul and Paul Khondkar Masuda Mumtaz is same and one identical person by virtue of an affidavit no. 1411 sworn before the Ld. 1st Class Metropolitan Magistrate at Kolkata on 15-12-2023.

Name Change

I SOUVIK KARMOKAR,SON OF BIMAL CHANDRA KARMAKAR, RESIDING AT 2/136,C/1 SREE COLONY, PO-REGENT ESTATE, PS-NETAJI NAGAR, KOLKATA -700092, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SOUVIK KARMAKAR VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE COURT ON 02/02/2024.THAT SOUVIK KARMOKAR AND SOUVIK KARMAKAR BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I BIMAL CHANDRA KARMOKAR,SON OF MAHENDRA LAL KARMAKAR, RESIDING AT 2/136,C/1 SREE COLONY, PO-REGENT ESTATE, PS-NETAJI NAGAR, KOLKATA - 700092,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BIMAL CHANDRA KARMAKAR VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE COURT ON 05/03/2024.THAT BIMAL CHANDRA KARMOKAR AND BIMAL CHANDRA KARMAKAR BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I KALPANA KARMOKAR,WIFE OF BIMAL CHANDRA KARMAKAR, RESIDING AT 2/136,C/1 SREE COLONY, PO-REGENT ESTATE, PS-NETAJI NAGAR, KOLKATA - 700092, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KALPANA KARMAKAR VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE COURT ON 05/03/2024.THAT KALPANA KARMOKAR AND KALPANA KARMAKAR BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I SULTAN (OLD NAME) S/O QURBAN ALI, R/O 76, MACKENZIE ROAD, PO + PS- KAMARHATI, DIST NORTH 24 PARGANAS, PIN-700058, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD SULTAN (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT BARRACKPORE COURT ON 29/02/2024, THAT MD SULTAN AND SULTAN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I PRADIP DAS, S/O BHOLA NATH DAS, R/O RAJBARI PARA, WARD NO 2, KOTWALI, JALPAIGURI -735101, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRADIP KUMAR DAS, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/03/2024, THAT PRADIP KUMAR DAS AND PRADIP DAS ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I RATAN KUMAR CHAKRABORTY,SON OF LATE SUNIL CHANDRA CHAKRABORTY, RESIDING AT 48/4/A TARKA SIDDHANTA LANE, PO & PS - BALLY, HOWRAH-711201,WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RATAN CHAKRABORTY VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD METROPOLITAN MAGISTRATE AT KOLKATA ON 02/12/2021.THAT RATAN KUMAR CHAKRABORTY AND RATAN CHAKRABORTY BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I MOHAMMAD ANAS, S/O MD SHAMIM, R/O G-2, SHYAM LAL LANE, PO & PS GARDEN REACH, KOLKATA -700024, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD ANAS, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/03/2024, THAT MOHAMMAD ANAS AND MD ANAS ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SUSHANTA KUMAR SAHA, & SUSHANTA SAHA, S/O LATE AMULYA CHANDRA SAHA, R/O 16/19, TAKI ROAD, KALIKAPUR, PO & PS BARASAT, KOLKATA,PIN-700124, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUSANTA SAHA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE 1ST CLASS BARASAT COURT ON 29/02/2024, THAT SUSHANTA KUMAR SAHA & SUSHANTA SAHA AND SUSANTA SAHA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I MUHAMMAD NASIM, S/O SEIKH ABDUL RAHIM, R/O ALAM NAGAR, NEAR MADRASA, BURNPUR, PO BURNPUR, PS HIRAPUR, DIST PASCHIM BARDHAMAN, PIN-713325, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD NASIM, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/03/2024, THAT MUHAMMAD NASIM AND MD NASIM ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I HALIMA BEGAM SEKH, D/O LATE SK HATEM ALI AND W/O NAZRUL SEKH, R/O KHARSARAI, P.O BEGAMPUR, P.S CHANDITALA, HOOGHLY RURAL - 712304, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS HALIMA BEGAM, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/03/2024, THAT HALIMA BEGAM SEKH AND HALIMA BEGAM ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SOUVIK PAL, S/O TARAK NATH PAUL, R/O RAJARHAT, PO RAJARHAT, NORTH 24 PARGANAS, PIN-700136, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SOUVIK PAUL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/03/2024, THAT SOUVIK PAUL AND SOUVIK PAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I , MD Yasin S/O- Mohammed Abdul Hamid resident of Dubrajdighi, P.O.- Bardhaman, P.S.- Bardhaman, Dist- Purba Bardhaman, W.B.-713101, have changed my name and shall henceforth be known as 'MOHAMMED YASIN' vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 05/03/2024. That MD Yasin And Mohammed Yasin both are same and one identical person.

Name Change

I SWETA, C/O GOURAV KUMAR SINGH, R/O 14, HARA LAL DAS STREET, KOLKATA -700014, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SWETA SINGH, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/03/2024, THAT SWETA AND SWETA SINGH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SOUMEN CHATTOPADHYAY AND CHATTERJEE SOMEN,SON OF NRIPENDRA NATH CHATTOPADHYAY, RESIDING AT BB 118,SALT LAKE CITY, SECTOR - 1, NORTH 24 PARGANAS - 700064, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SOUMEN CHATTERJEE VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/03/2024.THAT SOUMEN CHATTOPADHYAY AND CHATTERJEE SOMEN ALSO SOUMEN CHATTERJEE ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I PRITI MITRA, WIFE OF ARNAB MITRA, RESIDING AT 11/17 NEW SANTOSHPUR MAIN ROAD, PO-SANTOSH PUR, PS-SURVEY PARK, KOLKATA-700075, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRITI CHOWDHURY MITRA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/03/2024.THAT PRITI MITRA AND PRITI CHOWDHURY MITRA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I IDRIS MULLICK, S/O FAKIR AHEMMED MALLICK, R/O KUMARDANGA, DOGACHIA, SAMUDRAOUR, PS ASHOK NAGAR, NORTH 24 PARGANAS, PIN-743272, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD IDRIS ALI MALLICK, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/03/2024, THAT MD IDRIS ALI MALLICK AND IDRIS MULLICK ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I R K ALAM, SON OF MOHAMMED TAFAZZUL HOSSAIN, RESIDING AT 33/A MOMINPUR ROAD, PO-KHIDDIRPORE, KOLKATA -700023,WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RAFEY KHURSHID ALAM VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/04/2024.THAT R K ALAM AND RAFEY KHURSHID ALAM ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I CHAND KHAN,SON OF GANI KHAN, RESIDING AT VILL- RADHANAGAR, PO- SHYAMPUR, PS-MOGRAHAT, SOUTH 24 PARGANAS-743355, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD CHAND ALI KHAN VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/03/2024.THAT CHAND KHAN AND MD CHAND ALI KHAN BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I ROUNOCK PRAMANICK,SON OF ANIRBAN PRAMANIK, RESIDING AT HARINAGAR PASCHIMPARA, RATHTALA FISH MARKET,RANAGHAT,NADIA-741201,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ROUNAK PRAMANIK VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/03/2024.THAT ROUNOCK PRAMANICK AND ROUNAK PRAMANIK BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I PRADEEP GUPTA,SON OF SITARAM GUPTA, RESIDING AT CE-42,SALTLAKE CITY, BIDHANNAGAR, NORTH 24 PARGANAS - 700064,WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRADEEP KUMAR GUPTA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/03/2024.THAT PRADEEP GUPTA AND PRADEEP KUMAR GUPTA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I SEKH YOUNUS, C/O LATE SK ALI BAKS, R/O VILL+ PO MOLLASIMLA, HOOGHLY RURAL, PS SINGUR, PIN-712223, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK YUNUS, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/03/2024, THAT SEKH YOUNUS AND SK YUNUS ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I PRADIP GHOSH,SON OF PRANAB KUMAR GHOSH, RESIDING AT P-127,C.I.T ROAD, PS-ENTALLY,KOLKATA - 700014,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRADIP KUMAR GHOSH VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE (METROPOLITAN) AT KOLKATA ON 05/03/2024.THAT PRADIP GHOSH AND PRADIP KUMAR GHOSH BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Rekha Rani Bhowmik (old name) W/O Debatosh Bhowmik, residing at Uttar Narikelda, P.O.- Dakshin Narikelda, P.S.- Tamluk, Dist-Purba Medinipur, Pin- 721648, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Rekha Bhowmik (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 05/03/2024. Rekha Bhowmik (new name) and Rekha Rani Bhowmik (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Md Rasid Ali (old name) S/O Late Ramjan Ali, residing at Vill- Tentulia, P.O.- Tentulia, P.S.- Swarupnagar, Dist- North 24 Pgs, Pin- 743286, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Rasid Ali Mondal (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 05/03/2024. Rasid Ali Mondal (new name) and Md Rasid Ali (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Charubala Das W/O Late Jaydeb Das resident of Maheshganj Neherunagar Colony, P.O.-Maheshganj, P.S-Nabadwip, Dist-Nadia, Pin-741315 WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm & declaring my actual name CHARUBALA DAS instead of CHARUBALA DEBNATH which is wrongly recorded in the Passport(No. L7293006) of my daughter Anima Debnath W/o Gobinda Debnath, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Nabadwip, Nadia on 06/03/24. CHARUBALA DAS and CHARUBALA DEBNATH both are same and one identical person.

Name Change

I, Mumtaz K Masuda Paul alias Paul Khondkar Masuda Mumtaz W/o Rajib Paul R/o Flat-8G, Block- 5, 74, Narkeldanga Main Road, Inox 89 Cinema, Lake District, Kankurgachi, Kolkata- 700054, W.B. shall henceforth be known as Mumtaz Khondkar Masuda Paul. I declare that Mumtaz Khondkar Masuda Paul, Mumtaz K Masuda Paul and Paul Khondkar Masuda Mumtaz is same and one identical person by virtue of an affidavit no. 1411 sworn before the Ld. 1st Class Metropolitan Magistrate at Kolkata on 15-12-2023.

Name Change

I, Sreyasi Ghosh Goyal (Old Name) D/o Sibsankar Ghosh W/o Prashant Goyal-Residing at 115/17 Canal Street, Shreebhumi, South Dumdum (M), North 24 Parganas, W.B- 700048 ,India changed my name and shall henceforth be known as Sreyasi Ghosh (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 05-03-2024.Sreyasi Ghosh Goyal (Old Name) and Sreyasi Ghosh (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Muslima Bibi (old name) presently residing at Vill: Goakhali, P.O: Golabari Bazar, P.S: Duttapukur, North 24 Pgs- 743423, West Bengal, as henceforth be known as Muslima Khatun Bibi (new name) as declared before the Notary Public Kolkata High Court vide Affidavit No. 27/2024 dated 05/03/2024. That Muslima Bibi (old name) and Muslima Khatun Bibi (name name) both are same and identical person.

Name Change

I, Mohammad Habibul Islam presently residing at Vill: Goakhali, PO: Golabari Bazar, PS: Dutta Pukur, North 24 Parganas -743423, West Bengal, declare that my minor son Mohammad Arahm Islam (old name) henceforth be known as Arham Islam (new name) as declared before the Notary Public Kolkata High Court vide 36/24 dated 05/03/2024. I declare that Mohammad Arahm Islam and Arham Islam both are same and identical person.

Name Change

I, Anzira Khatoon W/o Mr. Mahabubal Haque R/o 63, Karaya Road, P.O.- Ballygunge, P.S.- Karaya, Kolkata-700019 that my actual name is Anzira Khatoon and my correct Date of Birth is 1st February, 1967 as per my Admit Card and Aadhar Card but in my husband P.P.O my name has been written as Anzira and my Date of Birth written as 02-02-1967. I declare that Anzira Khatoon and Anzira is same an one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate at Alipore on 01-03-2024.

Name Change

I, Mahabubal Haque S/o Late Abul Fazal @ Manjurul Haque R/o 63, Karaya Road, P.O.- Ballygunge, P.S.- Karaya, Kolkata-700019 that my actual name is Mahabubal Haque which is recorded in my Aadhar Card, Pan Card & voter card and my Madhyamik Admit Card but in my P.P.O No. S/038515/95 (Army) and Sparsh P.P.O No. 205199501121 my name has been written as Mb Haque. I declare that Mahabubal Haque and Mb Haque is same an one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate at Alipore on 01-03-2024.

বামনগোলায় বিজেপি সরকারের সমালোচনায় তৃণমূল সাংসদ শান্তনু সেন

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৫ মার্চ ঃ পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার নেই, তাই কেন্দ্রের মোদী সরকার জনমুখী প্রকল্পের টাকা আটকে দিচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি উদ্যোগী হয়ে রাজ্য সরকারের তহবিল থেকেই গরিব মানুষের পরিশ্রমের টাকা পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। আসলে পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন এখন মাথা ব্যাথার কারণ হয়ে গেছে কেন্দ্রের মোদী সরকারের। মঙ্গলবার দুপুরে মালদার বামনগোলায় ব্রিগেড সমাবেশের প্রস্তুতি সভায় এভাবেই কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের সমালোচনা করেছেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ শান্তনু সেন। এদিন বামনগোলা ব্লকের পাকুয়াহাট স্ট্যান্ডে ব্রিগেড সমাবেশের প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্যসভার সাংসদ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সমর মুখার্জি, তৃণমূলের বামনগোলা ব্লক সভাপতি অশোক সরকার, মালদা জেলা পরিষদের তৃণমূলের নির্বাচিত সদস্য সাগরিকা সরকার সহ স্থানীয় নেতৃত্ব। উল্লেখ্য, কেন্দ্র সরকারের ১০০ দিনের কাজ সহ বিভিন্ন প্রকল্পের বরাদ্দ অর্থ থেকে বঞ্চিত করার প্রতিবাদ জানিয়েই আগামী ১০ মার্চ কলকাতার ব্রিগেডের জনগর্জন সমাবেশের ডাক দিয়েছে তৃণমূল সুপ্রিমো তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। আর তাকে ঘিরেই মালদা জেলা জুড়ে শুরু হয়েছে তার প্রস্তুতি সভা। এদিন বামনগোলা ব্লকের পাশাপাশি বিকালে পুরাতন মালদা ব্লকেও ব্রিগেড সমাবেশের প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন পাকুয়াহাটে ব্রিগেড সমাবেশের প্রস্তুতি সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ শান্তনু সেন বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে কেন্দ্রের মোদী সরকার যেভাবে চলছে তাতে ওরা চাইছে পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন স্তব্ধ করে দেওয়ার। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি যেভাবে উন্নয়ন করেছেন তাতে আর এরাজ্যে বিজেপি নাক গলাতে পারছে না। ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পে গোটা দেশের মধ্যে সেরা পশ্চিমবঙ্গ। তবুও সেই প্রকল্পের টাকা আটকে দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি নিজের থেকেই গরিব মানুষের পরিশ্রমের এই টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। অথচ বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে কাজ না হলেও ঠিকমতো টাকা দিয়ে দিচ্ছে কেন্দ্র সরকার। এই ধরনের দ্বিচারিতা কোনভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ শান্তনু সেন আরও বলেন, একটা সময় সাধারণ মানুষের ট্যাক্সের টাকা কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের এক্তিয়ারের মধ্যে ছিল। কিন্তু জিএসটি করার পর এখন সমস্ত টাকায় কেন্দ্র সরকারের কাছে চলে যাচ্ছে। এরাজ্য থেকে বিগত দিনের জিএসটির দরুন ৬৫ হাজার কোটি টাকা পেয়েছে কেন্দ্র সরকার। অথচ রাজ্যের বকেয়া ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা দিচ্ছে না কেন্দ্র। এরকমই নানান বঞ্চনার প্রতিবাদ জানিয়েই ১০ মার্চ জনগর্জন সভার ডাক দিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। ব্রিগেডের সেই সভাতেই বাংলার মানুষ একত্রিত হয়ে প্রতিবাদ জানাবে। তারই প্রস্তুতি সভা মালদা সহ উত্তরবঙ্গ জুড়ে চলছে।

বহু প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে বর্ধমানে অমৃত জল প্রকল্পের সূচনাঃ ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করলেন ফিরহাদ হাকিম

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৫ মার্চ ঃ দীর্ঘদিন ধরে বর্ধমান পৌরসভার বাসিন্দাদের বিশুদ্ধ পানীয় জলের দাবী মেটাতে অমৃত জল প্রকল্পের কাজ শুরু করেছিল বর্ধমান পৌরসভা। অবশেষে বহু প্রতীক্ষিত অমৃত জল প্রকল্পের আনুষ্ঠানিকভাবে সূচনা করা হল মঙ্গলবার। বর্ধমান টাউন হলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে কলকাতা থেকে ভার্চুয়ালি ভাবে এই জল প্রকল্পের উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান পৌরসভার চেয়ারম্যান পরেশ চন্দ্র সরকার, বর্ধমান দক্ষিন বিধানসভার বিধায়ক খোকন দাস, পৌরসভার সচিব জয়গুপ্ত সেন, বর্ধমান পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলার, পৌরসভার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের আধিকারিক ও কর্মীরা। এদিন অমৃত প্রকল্পের পাশাপাশি বর্ধমান নির্মল ঝিল মহাশ্মশানের সৌন্দর্যায়নেরও উদ্বোধন করেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী। মন্ত্রী ওই দুটি প্রকল্পের ভার্চুয়ালি উদ্বোধনের পাশাপাশি বর্ধমানবাসীর উদ্দেশ্যে উন্নয়ন ও সুস্থ পরিবেশের বার্তা দেন। বর্ধমান পৌরসভার চেয়ারম্যান পরেশচন্দ্র সরকার জানিয়েছেন, প্রথম দফায় বর্ধমান শহরের আপাতত প্রায় ৩৫ হাজার বাড়িতে অমৃত প্রকল্পের বিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছাবে। দ্বিতীয় দফায় আরও প্রায় ৬০ - ৬৫ হাজার বাড়িতে এই পানীয় জল পৌঁছাবে। এটি একটি চলনশীল কর্মকান্ড, এর কাজ ক্রমশঃ চলতে থাকবে। প্রায় ২৮০ কোটি টাকা ব্যয়ে এই প্রকল্পটি করা হয়েছে। এই প্রকল্পের কাজ দীর্ঘদিন ধরে করতে গিয়ে শহর জুড়ে রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ি করা হয়েছে। ফলে খারাপ রাস্তার জন্য শহরবাসীর অনেকেই খুব কষ্ট করেছেন। তবে এবারে যে রাস্তায় জল সংযোগ হয়েছে সেখানকার রাস্তাঘাট পিচ ও কংক্রিটের করে দেওয়া হবে। তাছাড়া শহরের একমাত্র নির্মলঝিল মহাশ্মশানের নতুন একটি চুল্লী তৈরী করার কাজ চলার পাশাপাশি শ্মশানের সৌন্দর্যায়ন করা হয়েছে। বর্ধমান দক্ষিনের বিধায়ক খোকন দাস তার বক্তব্যে, বর্ধমানবাসীকে পৌরসভার কাজে সহযোগিতা ও সমর্থনের জন্য আবেদন জানান। এদিন তিনি বলেন, বর্ধমানের কিছু লোকজন এবং বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির পক্ষ থেকে বারবার এই জল প্রকল্প আদপেই শেষ হবে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে ছিলেন, কটাক্ষ করেছিলেন। কিন্তু এই জল প্রকল্প বাস্তবায়িত করতে কতটা বাধা অতিক্রম করতে হয়েছে সে বিষয়ে কেউ কোন খবর রাখে না। ২০১৭ সালে এই প্রকল্পের জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২৩০ কোটি টাকা দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রশাসনিক জটিলতা, করোনা আবহে এই প্রকল্পের কাজ করা যায় নি। কিন্তু তিনি বিধায়ক নির্বাচিত হওয়ার পর এই কাজ জোরকদমে বাস্তবায়িত করার কাজ শুরু হয়। গলসির জুজুটি এলাকার দামোদর থেকে জল এনে বর্ধমান শহরে ১০ টি রিজার্ভারের মাধ্যমে প্রথম দফায় প্রায় ৩৫ হাজার বাড়িতে এই জল পৌঁছে যাবে। পরের দফায় আগামি ৮- ৯ মাসের মধ্যে ৬০- ৬৫ হাজার বাড়িতে জল দেওয়ার কাজ সম্পন্ন করা হবে। তবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের নির্দেশ মত এই পানীয় জল বিনামূল্যে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন বিধায়ক খোকন দাস।

পশ্চিমবঙ্গের ছোট শহরের মহিলারা এমএসএমই দ্বারা ডিজিটাল ব্যবসায়িক সরঞ্জাম ব্যবহারের ক্ষেত্রে বড় শহরের চেয়ে এগিয়ে

কলকাতা, ৫ মার্চ ঃ ব্যবসায়িক আর্থিক প্ল্যাটফর্ম টাইড এর ২০০,০০০ এমএসই সদস্যের তথ্য অনুসারে, পশ্চিমবঙ্গের ছোট শহর ও শহর গুলির মহিলা ব্যবসার মালিকরা ডিজিটাল সমাধান গ্রহণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছে। এবারের আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রতিপাদ্য হচ্ছে 'অন্তর্ভুক্তি অনুপ্রাণিত করা', নারী ব্যবসায়ীদের 'স্বনির্ভর' করে তোলা। বর্তমানে টাইড-এর প্ল্যাটফর্মে ২৩,০০০ মহিলা সদস্য রয়েছে, যার মধ্যে ১৩.৩, ও প্রায় ৩১০০, পশ্চিমবঙ্গে। জোয়ারের তথ্য দেখায় যে এই ৩১০০টি মহিলার নেতৃত্বাধীন ব্যবসার মধ্যে ৬১ পশ্চিমবঙ্গের সেমি-আরবান শহর এবং শহরগুলির। এর মধ্যে রয়েছে বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ, উত্তর ২৪ পরগনা, মালদা, নদীয়া, পূর্ব বর্ধমান, মেদিনীপুর পূর্ব ও পশ্চিম, বীরভূম, পুরুলিয়া এবং বসিরহাট। পরিবর্তিত ভোক্তা আচরণ এবং ক্রমবর্ধমান আকাঙ্ক্ষার সাথে, টায়ার ২, ৩, ৪ এবং তার পরেও শহরগুলি, প্রায়শই 'ভারত' নামে পরিচিত, ভারতে এমএসই গুলির জন্য বৃদ্ধির কেন্দ্র হিসাবে আবির্ভূত হচ্ছে। চিকিৎসা, আইন ও কর খাতের পরামর্শদাতারা রাজ্যের নারী উদ্যোক্তার সাধারণ প্রোফাইলের এন্ট্রিপ্রেনিউর তৈরি করেন। অন্যান্য ধরনের ব্যবসার মালিকদের মধ্যে রয়েছে ছোট আশেপাশের দোকানের মালিক, ফ্রিল্যান্স বিউটিশিয়ান, ফ্যাশন ডিজাইনার, মেকআপ আর্টিস্ট, টিউটর, পাশাপাশি বাড়ির শেফ এবং বেকারি। এই মহিলাদের নেতৃত্বাধীন ব্যবসায় ০-৯ জন লোক নিয়োগ করে। টাইড তার সামগ্রিক সদস্য বেস জুড়ে জানে যে ব্যবসা করার খরচ কমানো এবং অ্যাডমিন পরিবেশগুলির জন্য সংস্থান অপ্টিমাইজ করা ব্যবসার দক্ষতার উন্নতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। গুরজোধপাল সিং, সিইও, টাইড ইন ইন্ডিয়া বলেন, জনপ্রিয় ধারণা হল যে মেট্রো শহরের উদ্যোক্তারা অত্যন্ত প্রযুক্তি - সচেতন। তবুও, টায়ার ২, ৩, ৪ শহর এবং তার পরেও একটি ক্রমবর্ধমান উচ্চাকাঙ্ক্ষী শ্রেণী সময় এবং খরচ বাঁচাতে তাদের ব্যবসা ডিজিটাইজ করতে আগ্রহী বলে মনে হচ্ছে। এটা বলেও ভুল হবে না যে ভারত থেকে নারী উদ্যোক্তারা 'নারী শক্তির' প্রকৃত আলোকবর্তিকা হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছেন। বেতনভোগী শ্রেণীর মধ্যে লিঙ্গ বৈষম্য ব্যাপকভাবে প্রাধান্য পায়, যেখানে নারীরা পুরুষদের তুলনায় প্রায় ২৪৩ কম উপার্জন করে, যা নারীদের আকাঙ্ক্ষা এবং আনুষ্ঠানিক কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের তাদের ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে। নারীরা কেন উদ্যোক্তা হওয়ার দিকে ঝুঁকছেন তার কারণ হিসেবে এগুলো প্রায় উল্লেখ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, ২০২৩৪ সালে, বেতনভোগী মহিলারা প্রতি সপ্তাহে গড়ে ৪৩ ঘণ্টা কাজ করেছেন, যেখানে স্ব-নিযুক্ত মহিলারা প্রতি সপ্তাহে প্রায় ৩০.১ ঘণ্টা কাজ করেছেন। এটি দেখায় যে উদ্যোক্তা হওয়া তাদের সময়কে আরও বেশি নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি নমনীয়তা এবং আর্থিক স্বাধীনতাকে তারা মূল্য দেয়। জোয়ারের তথ্যও প্রকাশ করে যে জেন জেড (১২ - ২৭ বছর) এবং সহস্রাব্দের বয়সের (২৭ - ৪০ বছর) মধ্যে আরও বেশি মহিলা (৮০) আর্থিকভাবে নিজেদের ক্ষমতায়নের জন্য উদ্যোক্তাদের অনুসরণ করে। টাইড ২০২৭ সালের শেষ নাগাদ ভারতে ৫০০,০০০ নারীকে প্ল্যাটফর্মে আনতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, নারী উদ্যোক্তাদের সমর্থন করার জন্য একটি বৈশ্বিক অঙ্গীকারের অংশ। ভারতে জোয়ারের ২০০,০০০ এরও বেশি সদস্য রয়েছে, যার মধ্যে ১০ এর বেশি মহিলা।

GOVT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE SHYAMPUR-II PANCHAYAT SAMITY
SASATI, HOWRAH,711312

Tender Ref No-WB/HOW/SHY-II/NIT-29/2023-24 Vide Memo No. 287/Shy-II Dated-06/03/2024 & WB/HOW/SHY- II/NIT-30/ 2023-24 Vide Memo No-288/Shy-II Dated- 06/03/2024

On line e-Tender are Invited from Bona fide Contractor for this work. The details of Tender and Tender document will be made available on website **https://wbtenders .gov.in**. The last date of tender submission-**13.03.2024 at 10.00 AM**

SD/-EXECUTIVE OFFICER
SHYAMPUR-II PANCHAYAT SAMITY
SASATI, HOWRAH, 711312

বাৎসরিক অনুষ্ঠানে বই প্রকাশ

দুরন্ত বার্তা, পূর্বস্থলী, ৫ মার্চ ঃ পূর্বস্থলী দুই ব্লকের মেড়তলা পঞ্চায়েতের অন্তর্গত চণ্ডিপুর অন্নপূর্ণা অনুষ্ঠান হলের আজ বাৎসরিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলো মঙ্গলবার, সেই উপলক্ষে একটি কবি সম্মেলন এবং বই প্রকাশ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় পাশাপাশি মেড়তলা চণ্ডিপুর কথা নামে একটি বই প্রকাশ হয় এইদিন মঙ্গলবার। এই দিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায়, রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষক সুব্রত দাস, পূর্বস্থলী স্টেশনের স্টেশন ম্যানেজার অবনীভূষণ বালা, শারদ অর্ঘ্য সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক সুদীপ বিশ্বাস, অন্নপূর্ণা অনুষ্ঠান হলের প্রতিষ্ঠাতা কৃষ্ণচন্দ্র মন্ডল সহ আরো অনেকে। এদিন লজের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে কবি সম্মেলন উপলক্ষ্যে বিভিন্ন জেলা থেকে কবিরা উপস্থিত হন। পাশাপাশি প্রায় ৩০০ র উপরে দুঃস্থ মানুষদের বস্ত্র বিতরণ করা হয় প্রত্যেক বছরই লজের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে বিভিন্ন সামাজিক মূলক কাজ করে থাকেন কৃষ্ণচন্দ্রবাবু। এই উদ্যোগে খুশি এলাকার স্থানীয় মানুষজন।

আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার ৬

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৫ মার্চ ঃ ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়া ছয় ব্যক্তি কে গ্রেপ্তার করল বর্ধমান থানার পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় একটি ওয়ান-সটার বন্দুক ও একটি গুলি, লোহার চুট রড, বাঁশ, প্লাস্টিক দড়ি। ঘটনাটি ঘটে বর্ধমানের ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে বেলকাশ পঞ্চায়েতের চান্ডুল এলাকায়। ধৃতদের বিরুদ্ধে ডাকাতির মামলা রুজু করে আদালতে পাঠায় পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, গতকাল মধ্যে রাতে বর্ধমান থানা পুলিশ টহলরত অবস্থায় আট-দশজন কে সন্দেহজনক ভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখে জাতীয় সড়কে। তাদের ধরতে গেলে চারজন পালিয়ে যেতে পারলেও বাকি পাঁচজন কে আটক করে পুলিশ। ধৃতদের থানায় এনে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ করে তারা জানতে পারে জাতীয় সা৷কে চলন্ত গাড়িতে ডাকাতির উদ্দেশ্য জড়ো হয়েছিলো। উদ্ধার হয় আগ্নেয়াস্ত্র।

OFFICE OF THE PRADHAN
ANARA GRAM PANCHAYAT
VILL & POST – ANARA, DIST. – PURULIA (W.B.)
UNDER PARA DEVELOPMENT BLOCK
e-TENDER NOTICE
NIT Memo No - 110/AGP/2024 Dated – 04.03.2024
NIeT No – WB/PUR/PARA/ANARA/18/AGP/ 2024(2 nd Call)

Encrypted electronic bids are hereby invited by the Pradhan, Anara Gram Panchayat through a single stage two part e-procurement system (Part I : Techno-commercial Bid, Part II : Financial Bid) using website https:// wbtenders.gov.in/. 1. Date and Time of Bid Submission: from 05/03/2024 to 12/03/ 2024 4.00 pm, 2. Date and time of Bid opening 14/03/2024 at 4.05 pm. The list of schemes & other details will be available in the office notice board of the undersigned as well as above mentioned website.

Sd/- Pradhan
Anara Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং. ৩২৫_২০২৩-২৪, ৩২৬_২০২৩-২৪ ও ৩২৭_২০২৩-২৪, তারিখঃ ০৫.০৩.২০২৪। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক সমতুল ধরনের কাজে অভিজ্ঞ এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন টেন্ডারদাতাদের থেকে ... নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **সিনি. ডিইএন/৩/এইচডব্লিউএইচ। ক্র.নং.১. ই-টেন্ডার নং. ৩২৫_২০২৩-২৪। কাজের বিবরণঃ** দহিহাট এইএন/কেজিএউবি-র আওতাধীনে দহিহাট-এ নতুন এফওবি (৬ মিটার চওড়া)-র ব্যবস্থা করার কাজ। **আনুমানিক মূল্যঃ** ₹ ১,৭৯,৭৫,০০৪.২৩। **বায়না অর্থঃ** ₹ ২,৩৯,৯০০.০০। **ক্র.নং.২. টেন্ডার নং. ৩২৬_২০২৩-২৪। কাজের বিবরণঃ** এইএন/কেজিএউবি-র আওতাধীনে মধুপ্রিয়া হল্ট-এ নতুন এফওবি (৬ মিটার চওড়া)-র ব্যবস্থা করার কাজ। **আনুমানিক মূল্যঃ** ₹ ১,৬৪,৭৯,৩০৯.৭৪। **বায়না অর্থঃ** ₹ ২,২২,২০০.০০। **ক্র.নং.৩. টেন্ডার নং. ৩২৭_২০২৩-২৪। কাজের বিবরণঃ** বিজয়প্রিয়া হল্ট-এ এইএন/কেজিএউবি-র অধীনে বিজয়প্রিয়া হল্ট-এ নতুন এফওবি (৬ মিটার চওড়া)-র ব্যবস্থা করার কাজ। **আনুমানিক মূল্যঃ** ₹ ১,৭৪,৮২,৫৪০.৬৮। **বায়না অর্থঃ** ₹ ২,৩৭,৪০০.০০। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদঃ** ক্র.নং. ১ থেকে ৩-এর জন্য স্বীকৃতপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ১২ (বারো) মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি পরবর্তী কাজের দিনে করা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ২৭.০৩.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টোয়। **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে বলা হচ্ছে। ইএমডি এবং টিডিসি অর্থপ্রদান- ই-টেন্ডারিং-এর জন্য প্রদেয় বায়না অর্থ এবং টেন্ডার নথির মূল্য কেবলমাত্র নেট ব্যাংকিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ে পদ্ধতিতেই গৃহীত হবে। **দ্রষ্টব্যঃ** আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল)-এ আহূত টেন্ডারের ক্ষেত্রে প্রদেয় বায়না অর্থ (ইএমডি) রূপে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিপ্ট (এফডিআর) গৃহীত হবে না। হাতে হাতে দাখিল করা প্রস্তাব গ্রাহ্য হবে না। HWH-528/2023-24

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways. gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

GOVT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
SHYAMPUR–II DEVELOPMENT BLOCK
SASATI, HOWRAH,711312
Tender Ref No-WB/HOW/SHY-II/NIT-28/2023-24 543/Shy-II Dated-05/03/2024

On line e-Tender are Invited from Bonafide Contractor for this work. The details of Tender and Tender document will be made available on website **https://wbtenders.gov.in**. The last date of tender submission -**19.03.2024 at 9.30 PM.**

SD/- BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
SHYAMPUR-II DEVELOPMENT BLOCK
SASATI, HOWRAH, 711312

E-TENDER INVITING NOTICE
Tender Reference no.:- WB/HOW/BJPS/NIT-34/2023-24
(Memo No: 222/Panch, Dated: 05/03/2024)

Electronic Tenders are hereby invited by the Executive Officer, Bally Jagacha Panchayat Samity for implementation of one (01) no. work in different above mentioned NIT, within Bally Jagacha Panchayat Samity, Howrah. Details are available in http:// wbtenders.gov.in & https://etender.wb.nic.in and Office Notice Board.

Sd/- Executive Officer
Bally Jagacha Panchayat Samity

ntc industries limited
CIN : L70109WB1991PLC053562
Regd.Office: 149, B.T. Road, Kamarhati, Kolkata-700 058, Ph: +91 7595046813,
e-mail id: investors@ntcind.com, Website: www.ntcind.com

বিনিয়োগকারী শিক্ষায় ইক্যুইটি শেয়ারের স্থানান্তর এবং সুরক্ষা তহবিল

বিনিয়োগকারী শিক্ষা ও সুরক্ষা তহবিল কর্তৃপক্ষ (অ্যাকাউন্টিং, অডিট, ট্রান্সফার এবং রিফান্ড) বিধিমালা, ২০১৬-এর বিধি ৬ সহ পঠিত কোম্পানি আইন, ২০১৩ ('অ্যাক্ট') এর ধারা ১২৪ এর বিধান অনুসারে নোটিশ দেওয়া হল। ('নিয়মাবলী'), সময়ে সময়ে সংশোধিত হিসাবে, সেই সদস্যদের ইক্যুইটি শেয়ার যারা ক্রমাগত সাত বছর বা তার বেশি সময় ধরে লভ্যাংশ জমা করেননি বা দাবি করেননি তারা বিনিয়োগকারী শিক্ষা ও সুরক্ষা তহবিলে ('আইইপিএফ') স্থানান্তরিত হতে বাধ্য। রেকর্ড অনুসারে, সদস্যদের অন্তর্নিহিত শেয়ার যারা সাত বছর ধরে তাদের লভ্যাংশ নগদ করেনি তারা আইইপিএফ-এ স্থানান্তরিত হতে বাধ্য। নিয়মে নির্ধারিত বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তা মেনে, ২০০৮-০৯ আর্থিক বছরের জন্য উল্লিখিত সাত বছরের জন্য দাবিহীন অবশিষ্ট লভ্যাংশ ইতিমধ্যে আইইএফএ-এ স্থানান্তরিত হয়েছে এবং এর সংশ্লিষ্ট ইক্যুইটি শেয়ারগুলি সর্বশেষ ৩০ মার্চ, ২০২৪-এর মধ্যে আইইএফএ-এ স্থানান্তর করা হবে।

কোম্পানি উল্লিখিত বিধিগুলির প্রয়োজনীয়তাগুলি মেনে চলার লক্ষ্যে, বিধিতে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদের দ্বারা আইইপিএফ অ্যাকাউন্টহোল্ডে ইক্যুইটি শেয়ারগুলি আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করবে। কোম্পানি এই ধরনের শেয়ার হোল্ডারদের প্রয়োজনীয় বিবরণ যেমন, নাম, ফলিও নং / ডিপি আইডি / ক্লায়েন্ট আইডি এবং আইইপিএফ অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরের জন্য শেয়ারগুলি www.ntcind.com ওয়েবসাইটে আপলোড করেছে।

শেয়ার হোল্ডাররা মনে রাখতে পারেন যে দাবি না করা লভ্যাংশ এবং আইইপিএফ অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত শেয়ারগুলি উভয়ই ভবিষ্যতের সমস্ত সুবিধা সহ যা আইইপিএফ অ্যাকাউন্টে জমা করা হবে, যদি থাকে, তাদের দ্বারা নিয়মের অধীনে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করার পরে আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ফেরত দাবি করা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে, সংশ্লিষ্ট সদস্যরা দয়া করে নিম্নলিখিতগুলি নোট করুন-

(ক) ভৌত আকারে শেয়ার ধারণ করা সদস্যদের জন্য - কোম্পানি নিয়ম অনুযায়ী এবং এই জাতীয় ইস্যুতে আইইপিএফ-এ শেয়ার স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে তাদের কাছে থাকা মূল শেয়ার শংসাপত্র(গুলি) এর পরিবর্তে নতুন শেয়ার শংসাপত্র (গুলি) ইস্যু করবে, তাদের নামে নিবন্ধিত মূল শেয়ার শংসাপত্র(গুলি) স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যাবে এবং অ-আলোচনাযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

শেয়ারহোল্ডাররা আরও নোট করতে পারেন যে কোম্পানির ওয়েবসাইটে আপলোড করা বিশদগুলি বিবেচনা করা উচিত এবং উদ্দেশ্যের জন্য কোম্পানির দ্বারা মূল শেয়ার শংসাপত্র(গুলি) এর পরিবর্তে নতুন শেয়ার শংসাপত্র (গুলি) ইস্যু করার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত নোটিশ বলে গণ্য করা হবে। নিয়ম অনুসারে আইইপিএফ অ্যাকাউন্টে শেয়ার স্থানান্তর।

(খ) ইলেকট্রনিক আকারে শেয়ার ধারণ করা সদস্যদের জন্য - কর্পোরেট অ্যাকশনের মাধ্যমে আইইপিএফ-এ স্থানান্তরের জন্য দায়ী শেয়ারগুলির জন্য তাদের ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট ডেবিট করা হবে।

অধিকন্তু, শেয়ার হোল্ডারদের যদি বিষয়বস্তুর বিষয়ে কোনো প্রশ্ন থাকে, তারা আমাদের কোম্পানি সেক্রেটারি, মিসেস অনুশ্রী চৌধুরী, ফোন- +৯১ ৭৫৯৫০৪৬৮১৩, ই-মেইল- investors@ntcind.com বা কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট, মেসার্স নিচি টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড, ৩এ অকল্যান্ড প্লেস, ৭ম তল, রুম নং ৭এ এবং ৭বি, কলকাতা- ৭০০০১৭, ফোন-০৩৩ ২২৮০-৬৬১৬/১৭/১৮, ই-মেইল- nichetechpl@nichetechpl.com

এনটিসি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের পক্ষে
স্বা /-
অনুশ্রী চৌধুরী
কোম্পানি সচিব

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ৫ মার্চ ২০২৪

NOTICE

Draft Bye-laws, 2023 under Rule 15 Clause (e) of the Solid Waste Management Rules, 2016 is hereby published for public validation for 21 days starting from **06.03.2024**. For more details please see our official website at **https://www.habra municipality.com** / or visit our Official Notice board.

Sd/- Executive Officer,
Habra Municipality

Office of the Purulia-II Panchayat Samiti
Vill. Bongabari, P.O: V.Nagar, Dist: Purulia (W.B), Phone No. 8373068635, E-mail ID: bdoeopurulia2@gmail.com

e-Tender is being invited by the Executive Officer, Purulia-II Panchayat Samiti of village: Bongabari, Post: V.Nagar, Dist: Purulia, for the various development works as follows E-Tendering Notice No. (1) WBPUR/EO/ P-II/NIT(e): 21/2023-24, (2) WBPUR/EO/ P-II/NIT(e): 22/2023- 24, (3) NIT 01/EO/ SBM/P-II 2023-24, (4) WBPUR/EO/P-II/ NIT(e): 06/2023-24 4 th Call. For more details, intending contractors may also visit www.wbtenders.gov.in and may follow the office notice board for further updates.

Sd/- Executive Officer
Purulia-II Panchayat Samiti

গুডস য়ার্ড সুবিধার উন্নীতকরণের সঙ্গে অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. কেআইআর/জিএসইউ/০৫ অফ ২০২৪ তারিখঃ ০১-০৩-২০২৪। নিম্নে উল্লেখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারি দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ **কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** কাটিহারেঃ সিসিটিভি, আলোকসজ্জার ব্যবস্থা, চতুর্দিকের এলাকার উন্নয়ন এবং ব্যবস্থা ধরণের গুডস য়ার্ড সুবিধার উন্নীতকরণের সঙ্গে অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৭,৬৪,৭৯,৩০৯.৭৪ টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৫,৩২,৪০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়** ০৫-০৪-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং **খোলা যাবেঃ** ০৫-০৪-২০২৪ তারিখে ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ ০৫-০৪-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিওয়াই.সিই/জিএস/কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

পূর্ব রেলওয়ে
সংশোধনী

এই সংবাদপত্রে পূর্বে প্রকাশিত মার্চ, ২০২৪-এর পূর্ব রেলওয়ের ই-নিলাম কর্মসূচির বিজ্ঞাপনের সংশোধনী। আংশিক পরিবর্তন করা হয়েছে। আসানসোল ডিভিসনের বিদ্যমান নিলামের তারিখঃ ০৫.০৩.২০২৪, ১১.০৩.২০২৪, ১৫.০৩.২০২৪ ও ২০.০৩.২০২৪। **আসানসোল ডিভিসনের পরিবর্তিত নিলামের তারিখঃ ১২.০৩.২০২৪, ১৪.০৩.২০২৪, ১৮.০৩.২০২৪, ২০.০৩.২০২৪, ২২.০৩.২০২৪ ও ২৮.০৩.২০২৪।** অন্যান্য নিয়ম ও শর্তাবলি অপরিবর্তিত থাকবে। STORES-76/2023-24

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways. gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

গুয়াহাটিতে সংশোধনমূলক রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. ইএল-জিএইচ-৯৫৩। নিম্নে উল্লেখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারি দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ **কাজের নামঃ** ০২ বৎসরের জন্যে কোচ রক্ষণাবেক্ষণ ডিপোতে (নিউ গুয়াহাটি, গুয়াহাটি এবং কামাখ্যা) এলএইচবি শ্রেণীর কোচসমূহের ত্রুটিপূর্ণ ইলেক্ট্রিক্যাল পেন্ট্রি সা-সরঞ্জামের মেরামতের জন্যে সংশোধনমূলক রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৫৬,৮৮,০৮৯/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ১,১৩,৮০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়** ২১-০৩-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। বিস্তৃত তথ্যের জন্যে অনুগ্রহ করে **www. ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে অবলোকন করুন।

জ্যেষ্ঠ ডিইই, গুয়াহাটি
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

আরএসির ব্যাপক রক্ষণাবেক্ষণ ঠিকা

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ইএল-জিএইচ-৯৫২ অব ২০২৩-২৪; তারিখঃ ২৭-০২-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **টেন্ডার নং.ঃ** ইএল-জিএইচ-৯৫২। **কাজের নাম ঃ** ৩ (তিন) বছর সময়ের জন্য বিভিন্ন নির্মাতা ও ক্ষমতার (১/১.৫/২ টন ক্যাপাসিটির উইন্ডো আরএসি/স্পিলিট আরএসি/ডাকটেবল আরএসি) এবং ওয়াটার কুলারের ব্যাপক রক্ষণাবেক্ষণ ঠিকা। **বিজ্ঞাপিত মূল্যঃ** ৩১,০১,২০৫.০০/- টাকা; **বায়নার ধনঃ** ৬২,০০০.০০/- টাকা; **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ১৯-০৩-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। বিশদ বিবরণের জন্য www.ireps.gov.in দেখুন।

সিনি. ডিইই/গুয়াহাটি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

কাটিহার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ কেআইআর/ইএনজিজি./১১ অব ২০২৪, তারিখঃ ২৮-০২-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **টেন্ডার নং.ঃ ১। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** কাটিহারে ঃ- নিউ জলপাইগুড়ি-মালদা টাউন সেকশনে লেভেল ক্রসিং নং. এসকে-২৮১, এনসি-১২০ -এ রাবারাইজড রোড সারফেস-এর ব্যবস্থা করা। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৪৪,৩৭,৬৬৬.৩০ টাকা, **বিড সিকিউরিটিঃ** ৮৮,৮০০.০০ টাকা। **টেন্ডার নং.ঃ ২। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** (ক) কাটিহার ডিভিশনের ডামডাঙ্গিতে (ডিএমজেড) ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং-এর ব্যবস্থা করা। (খ) কাটিহার ডিভিশনের ডামডাঙ্গিতে (ডিএমজেড) আউটডোর ইনস্টলেশন-এর প্রতিস্থাপন। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৪৫,৭৯,০৪২.৫৮ টাকা; **বিড সিকিউরিটিঃ** ৯১,৬০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ২৭-০৩-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং **খুলবে** ২৭-০৩-২০২৪ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৭-০৩-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং. ইএলইজি/ওটি/ই-টেন্ডার নোটিস/ ৩৮৪/২০২৩-২৪, তারিখঃ ২৭.০২.২০২৪। সিনি ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং/ (জেনারেল)/পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের পরিপ্রেক্ষিতে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **ক্র.নং.১. ইএলইজি- ওটি-১০৬৭-২০২৩-২৪। কাজের বিবরণঃ** শিয়ালদহ ডিভিসনে কৃষ্ণনগর সিটি - লালগোলা শাখায় বিদ্যমান এলএইচএস নং. ১৩৭, ১৩৮, ১৬০, ১৪৭ ই এবং রানাঘাট - গেদে শাখায় এলএইচএস নং. ৭১ই, ৮১ই, ৮০ই-র উভয় পার্শ্বে ৪০ মিটার দীর্ঘ আরসিসিইউ-ট্রাফ-এর ওপর নতুন ছাদের আচ্ছাদন নির্মাণের ব্যবস্থা করার কাজ। **টেন্ডার মূল্যঃ** ₹ ৩৩,৭৬,৪৫৩.০০; **বায়না অর্থঃ** ₹ ৬৭,৫০০.০০; **সম্পূর্ণ করার মেয়াদঃ** ১৮ মাস। **ক্র.নং.২. ইএলইজি-ওটি-১০৬৯- ২০২৩-২৪। কাজের বিবরণঃ** এটিভিএমএস সমেত ৩৫টি সিওটিভিএম এবং ১৬টি এসএমসি টার্মিনাল প্রতিস্থাপন-এর জন্য প্রকল্প। **টেন্ডার মূল্যঃ** ₹ ৩,২২,৫৫৭.০০; **বায়না অর্থঃ** ₹ ৬,৫০০.০০; **সম্পূর্ণ করার মেয়াদঃ** ১২ মাস। **ক্র.নং.৩. ইএলইজি-ওটি-১০৭৩-২০২৩-২৪। কাজের বিবরণঃ** নিউ কয়লাঘাট বিল্ডিং-এঃ তিন (০৩) বছরের জন্য ইডিপি সেন্টার, নিউ কয়লাঘাট বিল্ডিং-এ সেন্ট্রাল এয়ার-কন্ডিশনিং ব্যবস্থার ২x৪০ টিআর এয়ার-কন্ডিশনিং প্ল্যান্টের বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। **টেন্ডার মূল্যঃ** ₹ ৮,১৭,২৮০.০০; **বায়না অর্থঃ** ₹ ১৬,৪০০.০০; **সম্পূর্ণ করার মেয়াদঃ** ৩৬ মাস। **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** ₹ ০.০০ ক্র.নং.১ থেকে ৩-এর জন্য। **টেন্ডার প্রকাশের তারিখঃ** ২৭.০২.২০২৪। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ০২.০৪.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো। **টেন্ডার দরপ্রস্তাব খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ০২.০৪.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টোর পরে। **টেন্ডার দরপ্রস্তাব প্রদান শুরুর তারিখঃ** ১৯.০৩.২০২৪। যে ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও সময়ে সময়ে প্রকাশিত সংশোধনী পাওয়া যাবেঃ **www.ireps.gov.in**

SDAH-403/2023-24

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways. gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER
ABRIDGED NIT

The Ex. Engr. (WS), BPS & HW, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works :-

1. NIT NO. : KMC/WS/THW/22-23/11/1st Call
Name of the work : **Repairing, Heat Vernishing, Testing and Re-installation of 60 HP/45 KW Induction Motor No.1 at 85 Topsia Head Works in Ward No.66.** Estimated Cost : **Rs.1,57,566.02.** Earnest Money : **Rs.3,200.00.**

2. NIT NO. : KMC/WS/THW/22-23/12/1st Call
Name of the work : **Repairing, Heat Vernishing, Testing and Re-installation of 60 HP/45 KW Induction Motor No.2 at 85 Topsia Head Works in Ward No.66.** Estimated Cost : **Rs.1,51,998.90.** Earnest Money : **Rs.3,100.00.**

3. NIT NO. : KMC/WS/GBPS/22-23/08/1st Call
Name of the work : **Development of Water Supply by repairing Garfa Booster Pumping Station Pump No.2 in Ward No.104.** Estimated Cost : **Rs.2,99,718.98.** Earnest Money : **Rs.6,100.00.** Period of Completion : **10 Days (for Sl.No. 1 to 3).**

4. NIT NO. : KMC/WS/HW/C N ROY/23-24/01/1st Call
Name of the work : **Operation of Pump Motor at C N Roy Road Head Works in Ward No.66 under Br.-VII.** Estimated Cost : **Rs.2,91,385.40.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.**

5. NIT NO. : KMC/WS/HW/G S BOSE/23-24/01/1st Call
Name of the work : **Operation of Pump Motor at G S Bose Road Head Works in Ward No.67 under Br.-VII.** Estimated Cost : **Rs.2,91,385.40.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **180 Days (for Sl.No. 4 & 5).**

6. NIT NO. : KMC/WS/G J KHAN BPS/23-24/03/1st Call
Name of the work : **Restoration of functioning of Actuator with necessary arrangements for HT Pump Motor No.1 Delivery Butterfly Valve and Sluice Valve at G J Khan BPS.** Estimated Cost : **Rs.1,73,764.44.** Earnest Money : **Rs.3,500.00.** Period of Completion : **12 Days.**

7. NIT NO. : KMC/WS/GBPS/23-24/01/1st Call
Name of the work : **Supply and installation of 600 MM Dia Butterfly Valve Gear Box for Inlet at Garfa Booster Pumping Station.** Estimated Cost : **Rs.1,43,084.84.** Earnest Money : **Rs.3,000.00.** Period of Completion : **5 Days.**

8. NIT NO. : KMC/WS/GSHW/23-24/06/1st Call
Name of the work : **Installation of 150 MM Dia Non-Return Valve for 150 MM Dia Delivery Pipe Line of Submersible Pump No. 3,4,5 & 8 at G S Bose Head Works.** Estimated Cost : **Rs.2,45,445.89.** Earnest Money : **Rs.5,000.00.**

9. NIT NO. : KMC/WS/THW/23-24/01/1st Call
Name of the work : **Improvement of reliability of Pumping Service by replacing Submersible Pumps and Accessories for Pump No.5 & 7 at 85 Topsia Head Works in Ward No.66.** Estimated Cost : **Rs.1,90,174.31.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.**

10. NIT NO. : KMC/WS/RKHW/23-24/08/1st Call
Name of the work : **Installation of 150 MM Dia Non-Return Valve for 150 MM Dia Delivery Pipe Line of Submersible Pump No.1,5, 7 & 8 at R. K Chatterjee Road Head Works.** Estimated Cost : **Rs.2,47,518.41.** Earnest Money : **Rs.5,000.00.** Period of Completion : **12 Days (for Sl.No. 8 to 10).**

11. NIT NO. : KMC/WS/RKHW/23-24/03/1st Call
Name of the work : **Improvement of reliability of Pumping Service by replacing Submersible Pumps and Accessories for Pump No.1,2 & 5 at R.K Chatterjee Road Head Works in Ward No.67.** Estimated Cost : **Rs.2,79,376.20.** Earnest Money : **Rs.5,600.00.**

12. NIT NO. : KMC/WS/GSHW/23-24/07/1st Call
Name of the work : **Improvement of reliability of Pumping Service by replacing Submersible Pumps and Accessories for Pump No.4, 5 & 8 at G.S Bose Road Head Works.** Estimated Cost : **Rs.2,78,396.50.** Earnest Money : **Rs.5,600.00.** Period of Completion : **20 Days (for Sl.No. 11 & 12).** Last date of Submission of Bid : **30.03.2024 at 2 p.m. (for Sl.No.1 to 7) and 02.04.2024 at 2 p.m. (for Sl.No. 8 to 12).** Tender will be opened on : **02.04.2024 at 2 p.m. (for Sl.No. 1 to 7) and 05.04.2024 at 2 p.m. (for Sl.No. 8 to 12).** The bid forms and other details are available on and from **11.03.2024 at 2 p.m. (for Sl.No. 1 to 7) and 13.03.2024 at 2 p.m. (for Sl.No. 8 to 12).** The website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 to 12).**

The Executive Engineer, Water Supply (West), KMC invites e-Tender for the following works :-

1. NIT NO. : KMC/WS/West/W68/T03/R1/2023-24
Name of work : **Restoration of existing F.W. Supply by replacement & relaying of damaged, sedimented Service Mains & G.I. Utility Pipes near 1 No. Kankulia Road, 38 No. Kankulia Bengal Gali, 16 Plot Jamir Lane etc. & others works in Ward No.68.** Estimated Amount : **Rs.1,96,857.00.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.**

2. NIT NO. : KMC/WS/W_68/T-01/R1/2023-24
Name of work : **Restoration of existing damaged G.I. Utility Pipes & Leaky F.W. Mains along with some Ferrule Wash 9/1, 12, 11, 18/A Fern Place, 38/H/3 Kankulia Road Bustee, 5B Cornfield Road Bustee etc. & others works in Ward No.68.** Estimated Amount : **Rs.1,91,642.00.** Earnest Money : **Rs.3,900.00.** Period of Completion : **21 Days (for Sl.No. 1 & 2).** Last Date of receipt/opening of Tender (Online) : **19.03.2024 upto 1 p.m./ 21.03.2024 at 1.30 p.m. (for Sl.No.1 & 2).** The bid forms and other details are available from the website : **https://etender.wb.nic.in and http://wbtenders.gov.in (for Sl.No. 1 & 2).**

The Executive Engineer (W/S) (Central), KMC invites e-tender for the following work. (Submission of Bid through online).

NIT NO. : KMC/WS-CENTRAL/33/2023-2024
Name of work : **Re : Laying of 150 MM Dia Di Filter Water Pipeline in the Unpiped Portion from Canal South Road to Pagladanga 1st Lane beside Banglar Bari in Ward No.57.** Estimated Amount : **Rs.3,89,905.00.** Earnest Money : **Rs.7,798.00.** Time of Completion : **30 Days.** Last date and time of Online Submission of Tender : **15.03.2024 at 5 p.m.** For full and further details, please visit the websites **http:// www.etender.wb.nic.in.** Please keep watching on the above website for all further Addendum/ Corrigendum, Pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only. KMC reserves the right to accept/reject any/all tenders without showing any reason.

The Ex.Eng.(WS)/N, KMC invites Tender online in two bid system for following work :-

E-NIT NO. : KMC/WS/N/23-24/12/106
Name of work : **Improvement of Filter Water Supply by replacement of 100 MM Dia. Old, Worn Out, Rusted F.W. Service Main along Deb Narayan Das Lane from S.Lal St. to B.Mitra Lane and two connecting Gully in Ward No.12.** Estimated Cost : **Rs.2,10,467.00.** Earnest Money : **Rs.4,300.00.** Last date and time of submission of Bid : **19.03.2024 upto 9 a.m.** The tender will be opened on : **21.03.2024 at 9 a.m.** The bid forms and other details will be available on and from **09.03.2024 after 2 p.m.** from the website **wbtenders.gov.in**

The D.G. (Mech.)/Roads, KMC invites tender online percentage rate two bid system for following work :-

NIT NO. : ASPH/PB/BN-03/2023-24
Name of work : **Continuation of Operation of Pot Hole repairing machine within entire KMC area under Roads Mechanical Deparment.** Estimated Cost : **Rs.4,74,805.85.** Earnest Money : **Rs.10,000.000.** Period of Completion : **180 Days.** Last date and time of submission of Bid : **28.03.2024 at 1.30 p.m.** Bid Opening and date for Technical proposal : **30.03.2024 at 1.30 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **06.03.2024 at 6 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in**

Corrigendum

NIT NO. KMC/SWM-I/SCS-7/BR-VII/2023-24 published in this Newspaper on **02/03/2024 (Key No.1515/23-24)** of **Solid Waste Management-I Deptt. Sl.No.5.** Estimated Amount will be read as **Rs.8,88,000.00** instead of Rs.1,86,480.00 and Earnest Money will be **Rs.18,000.00** instead of Rs.4,000.00. Other terms and condition remain unchanged.

1531 / 23-24

বিরাট-ধোনিদের ফাঁদে ফেলার ছক সাজিয়ে ফেলেছেন মেন্টর গম্ভীর!

নয়াদিল্লি, ৫ মার্চঃ যখন তিনি ছিলেন, তখন সুখের অন্ত ছিল না। টিম ছিল ছন্দে। এসেছিল সাফল্যও। তাঁর ক্যাপ্টেন্সিতেই দু'বার খেতাব জিতেছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। সে সব সোনালি দিন অতীত হয়েছে তারপর। সেই তিনিই আবার আলো ফেরাতে এসেছেন নাইট সংসারে। গৌতম গম্ভীর খেলবেন না। কিন্তু তাঁর মস্তিষ্ক নিয়েই মাঠে নামবে শ্রেয়স আইয়ারের টিম। গম্ভীর যেমন টিমকে তাতাবেন, তেমনই বিপক্ষকে ফাঁদে ফেলার ছক সাজাবেন। কেকেআরকে আইপিএল জেতানোর জন্য গম্ভীরের ছক কী হতে চলেছে? ২০১২ কিংবা ২০১৪ সালে যা করেছিলেন, তাই এ বার করতে চলেছেন গম্ভীর। ইডেন বরাবরই স্পোর্টিং উইকেট উপহার দিয়েছে যুযুধান দুই টিমকে। পেস থাকবে, স্পিন থাকবে। থাকবে রানের প্রাচুর্যও। এত দিনের চেনা ইডেন এ বার একটু অন্য রকম 'আচরণ' করতে পারে। নন্দনকাননে বল যদি থমকে আসে, ঘূর্ণি থাকে, ভ্যাবচ্যাক হয় বাইশ গজ, অবাক হওয়ার থাকবে না। গম্ভীর কিন্তু এই স্ট্র্যাটেজিই চাইছেন। ২২ মার্চ শুরু হচ্ছে আইপিএল। ২৩ মার্চ ঘরের মাঠে অর্থাৎ ইডেনে প্রথম ম্যাচ খেলতে নামছে কেকেআর, প্রতিপক্ষ প্যাট কামিন্সের সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। পরের দু'রাউন্ডের ম্যাচ অবশ্য বাইরে। ইডেনে স্পিনের পসরা সাজিয়ে রাখতে চাইছেন গম্ভীর। আকাশ চোপড়ার মতো প্রাক্তন ক্রিকেটার কিন্তু স্পষ্ট বলে দিচ্ছেন, কলকাতা কী ভাবে জয়ের অঙ্ক সাজাবে। তাঁর কথায়, ''স্পিনের কথা যদি বলতে হয়, আমার মাথায় চলে আসবে

তবে প্রথম ম্যাচ থেকেই খেতাবের দৌড়ে থাকতে চাইছেন গম্ভীর। সেই কারণেই ইডেনের পিচে এ বার থাকবে স্পিন। গম্ভীরের টিমে সুনীল নারিনের পাশাপাশি বরুণ চক্রবর্তীর মতো মিস্ট্রি স্পিনার রয়েছেন। তাঁদের হাত ধরেই ম্যাচ জেতা যেতে পারে। সেই কারণেই বিপক্ষ টিমকে ফাঁদে ফেলার জন্য কলকাতা। কেকেআর কিন্তু স্পিনিং উইকেট দিয়েই বাজিমাত করার পরিকল্পনা করছে। ওদের টিমে সুনীল নারিনের মতো স্পিনার আছে। প্রথম একাদশে থাকবেই, টিমকে উইকেটও দেয় ও। এমন নয় যে, নারিন চার উইকেট নেবে প্রতি ম্যাচে। কিন্তু ওর বিরুদ্ধে রান তোলা সব সময় কঠিন।'

'টিমকে বাসের তলায় ফেলে দিলেন'

তামিলনাড়ু কোচের উপর রেগে অগ্নিশর্মা দিনেশ কার্তিক!

মুম্বই, ৫ মার্চঃ এমনও হয়? হয় নিশ্চয়ই, না হলে রঞ্জি সেমিফাইনালে হারের পর কেন ক্যাপ্টেনকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাবেন কোচ? তিন দিনে টিমের হারের জন্য দায়ী করবেন? ঘটনা হল, রঞ্জি সেমিফাইনালে মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে নেমেছিল তামিলনাড়ু। তিন দিনে ম্যাচ জিতে ফাইনালে উঠে পড়েছে অজিঙ্ক রাহানের টিম। আর তার পরই তামিলনাড়ু কোচ হারের যাবতীয় দায় চাপিয়ে দিয়েছেন ক্যাপ্টেনের উপর। এ নিয়ে যখন চরম বিতর্ক চলছে, তখন সাই কিশোরের পাশে দাঁড়ালেন দীনেশ কার্তিক। কোচ সুলক্ষণ কুলকার্নির কাণ্ড দেখে রেগে অগ্নিশর্মা কার্তিক। ম্যাচ হারের পর সুলক্ষণ বলেছেন, ''আমি সরাসরি কথা বলতে ভালোবাসি। বলা উচিত, আমরা সেমিফাইনালের প্রথম দিনই সকাল ৯টায় ম্যাচটা হেরে গিয়েছিলাম। কোচ হিসেবে, মুম্বইকর হিসেবে আমি জানতাম, এই পিচ কেমন হতে পারে। টসে জিতেছিলাম আমরা। আগে ফিল্ডিং করা উচিত ছিল। কিন্তু ক্যাপ্টেনের ভাবনা অন্য রকম ছিল। সাই কিশোর বস। আমি শুধু মাত্র আমার ভাবনা, ধারণা দিতে পারি।'' সুলক্ষণের এই সমালোচনা গভীর প্রভাব তৈরি করেছে ভারতীয় ক্রিকেটে। ৭ বছর পর রঞ্জি ট্রফির সেমিফাইনালে টিম

উঠেছে। ফাইনালে যেতে না পারার আক্ষেপ থাকতে পারে। কিন্তু হারের সব দায় ক্যাপ্টেনের উপর চাপিয়ে দিতে এর আগে কখনও দেখা যায়নি। এতেই চটেছেন কার্তিক। সাই কিশোর একা খেলতে নামেননি। ক্রিকেটের মতো টিমগেমে কী করে তামিলনাড়ু কোচ সরাসরি দায়ী করতে পারেন ক্যাপ্টেনকে, তা নিয়ে উঠে গিয়েছে প্রশ্ন। কার্তিক বলেছেন, ''এটা একেবারে মেনে নেওয়া যায় না। বিশেষ করে কোচের তরফে এমন অভিযোগ খুব হতাশাজনক। ৭ বছর পর টিমকে সেমিফাইনালে তুলেছে যে ক্যাপ্টেন, তার পাশে না থেকে, এই সাফল্যকে নতুন দিগন্ত হিসেবে না ধরে কোচ কিন্তু ক্যাপ্টেন আর টিমকে বাসের তলায় ফেলে দিয়েছেন।''

'ঘরে ফিরলাম', মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ক্যাপ্টেন হার্দিক পান্ডিয়ার মন্তব্যে ক্ষুব্ধ সমর্থকরা!

মুম্বই, ৫ মার্চঃ ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে কেরিয়ার শুরু হয়েছিল মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে। ২০২২ সালে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে যুক্ত হয় আরও দুটো দল। গুজরাট টাইটান্স এবং লখনউ সুপার জায়ান্টস। মুম্বই থেকে গুজরাট টাইটান্সে যোগ দেন পেস বোলিং অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া। নেতৃত্বও দেওয়া হয় তাঁকে। অভিষেক মরসুমেই টিমকে চ্যাম্পিয়ন করেন হার্দিক। গত মরসুমেও ফাইনালে উঠেছিল টাইটান্স। চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে শেষ ওভারে হার। রানার্স হয় টাইটান্স। হার্দিক এ বার অন্য দলে। তা নিয়েও জোর আলোচনা। রিটেনশন তালিকায় গুজরাট টাইটান্সেই নাম ছিল হার্দিকের। কিছুক্ষণের মধ্যেই অবশ্য চিত্রটা বদলে যায়। ট্রেডিংয়ে গুজরাট টাইটান্স থেকে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে যোগ দেন হার্দিক পান্ডিয়া। যা নিয়ে প্রবল ক্ষুব্ধ ছিলেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্স সমর্থকরা। তার কারণ, রোহিতকে সরিয়ে হার্দিক পান্ডিয়াকে নেতা করা হয়। তেমনই গুজরাট টাইটান্স সমর্থকরাও ক্ষুব্ধ, শেষ মুহূর্তে হার্দিক দল বদল করায়। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের নতুন মরসুমে গুজরাট টাইটান্সের বিরুদ্ধেই অভিযান শুরু করবে হার্দিকের মুম্বই। আরও একটা মন্তব্য সমর্থকদের যেন অস্বস্তিতে ফেলেছে। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে যোগ দেওয়ার পরই হার্দিক বলেছিলেন, 'ঘরে ফিরলাম'। স্টার স্পোর্টসে একটি অনুষ্ঠানে হার্দিক বলেন, ''সমর্থকরা যে ভাবে আমাকে আপন করে নিয়েছে, আমি কৃতজ্ঞ। এই আশীর্বাদ ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না।'' হার্দিক আরও বলেন, ''মুম্বইতে ফিরে মনে হচ্ছে ঘরে ফিরলাম, যেখানে সব শুরু হয়েছিল, সেখানেই ফেরার সুযোগ পেলাম।'' সমর্থকরা অবশ্য বিষয়টিকে এখনও হজম করতে পারছেন না। রোহিতের নেতৃত্ব কাড়া না হলে হয়তো এতটাও অসন্তুষ্ট হতেন না মুম্বই সমর্থকরা। প্রথম ম্যাচেই না সমর্থকদের বিদ্রুপের সামনে পড়তে হয় হার্দিককে!

'ওই সিরিজটাই টার্নিং পয়েন্ট'

শততম টেস্টের আগে যা বললেন অশ্বিন

ধরমশালা, ৫ মার্চঃ প্রত্যেকের কেরিয়ারেই একটা টার্নিং পয়েন্ট থাকে। সব এলোমেলো করে দেয়। নতুন করে ঘুরে দাঁড়াতে সাহায্য করে। ময়দানে টিকে থাকলে সাফল্য আসবেই। রবিচন্দ্রন অশ্বিনের কেরিয়ারে এমন অনেক মুহূর্ত এসেছে। মাইলফলকের সামনে বিশ্বের অন্যতম সেরা অলরাউন্ডার অশ্বিন। ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজেই কেরিয়ারে ৫০০টেস্ট উইকেটের মাইলফলকে পৌঁছেছেন অশ্বিন। এ বার শততম টেস্টে নামতে চলেছে। দুর্দান্ত একটা মুহূর্তের আগে কেরিয়ারের টার্নিং পয়েন্ট জানাবেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। ধরমশালা টেস্টে ইংল্যান্ডের ব্যাটার জনি বেয়ারস্টোও শততম টেস্ট খেলতে চলেছেন। ভারতীয় ক্রিকেট প্রেমীদের অপেক্ষা অবশ্য অশ্বিনের। তিনিও শততম টেস্টে নামছেন। একশো টেস্ট, পাঁচশো উইকেট। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কেরিয়ারে আরও নানা রেকর্ড রয়েছে রবিচন্দ্রন অশ্বিনের। শততম টেস্টের আগে অশ্বিন জানালেন তাঁর কেরিয়ারের টার্নিং পয়েন্ট। এ দিন সাংবাদিক সম্মেলনে ছিলেন অশ্বিন। কোন ভুল থেকে শিক্ষা নিয়েছেন, সেটাই জানালেন। সালটা ২০১২। ভারতের মাটিতে শেষ বার টেস্ট সিরিজ জিতেছিল ইংল্যান্ড। ১৯৮৪-৮৫ সফরের পর সে বারই প্রথম। আর ২০১২ সালের সেই সিরিজই অশ্বিনের টার্নিং পয়েন্ট। অশ্বিন বলেন, ''আমার কেরিয়ারে ২০১২ সালের সেই সিরিজটাই টার্নিং পয়েন্ট। নিজের খেলায় কী কী উন্নতি প্রয়োজন, সেই সিরিজেই উপলব্ধি করেছিলাম।'' এরপর থেকে আর ভারতের মাটিতে টেস্ট সিরিজ জেতেনি ইংল্যান্ড। এ বারও এক ম্যাচ বাকি থাকতেই ৩-১ ব্যবধানে সিরিজ নিশ্চিত করেছে ভারত। ব্যবধানটা বাড়াতেই পারে টিম ইন্ডিয়া। কেরিয়ারের মাইলফলক নিয়ে ভারতীয় দলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য অশ্বিন বলছেন, ''এটা বড় উপলক্ষ। কোথায় পৌঁছলাম, সেটার চেয়েও স্পেশাল সফরটা। ম্যাচের জন্য আগেও যেমন প্রস্তুতি নিতাম, এখনও নিই। এই ম্যাচটাও জিততে হবে। এটাই লক্ষ্য।''

কেরিয়ারের স্মরণীয় পারফরম্যান্স? অশ্বিন বলেন, ''টেস্ট ক্রিকেটে অন্যতম সেরা স্পেল বলতে পারি, ২০১৮-১৯ মরসুমে ইংল্যান্ডের বার্মিংহ্যামে।'' সেই ম্যাচে ৭ উইকেট নিয়েছিলেন অশ্বিন। অন্যদিকে পঞ্চম টেস্টের আগে ভারতের এক সিনিয়র ক্রিকেটার জানিয়েছেন, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে কী ভাবে সফল হয়েছেন অশ্বিন। জো রুটকে শেষ টেস্টে কী ভাবে বাগে আনবেন অশ্বিন? সে কথাও ফাঁস করেছেন ভারতীয় তারকা। ইএসপিএন-ক্রিকইনফো-র এক কলামে ভারতীয় তারকা ক্রিকেটার চেতেশ্বর পূজারা লিখেছেন, 'কোন ব্যাটার কী রকম শট খেলতে পারেন, তা অ্যাশ (অশ্বিন) বেশ ভালো বুঝতে পারেন। তাই বলতে হয় ও মাঠের মধ্যে এই দিক থেকে এক ধাপ এগিয়ে থাকে। ও ক্রমাগত ব্যাটারকে পর্যবেক্ষণ করে এবং প্রতিটি ডেলিভারি অত্যন্ত মেপে করে। কয়েক দিন আগে দ্বিতীয় দ্রুততম বোলার হিসেবে ৫০০টি টেস্ট উইকেট নেওয়ার পর অ্যাশ আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলস্টোনের সামনে দাঁড়িয়ে। ১০০তম টেস্ট খেলতে চলেছে ও। আমি ওর জন্য সত্যিই ভীষণ খুশি। ও সব সময় চ্যালেঞ্জ নেওয়ার জন্য তৈরি। দলের প্রয়োজনে সব সময় তৈরি থাকে। শততম টেস্টটা ওর জন্য প্রাপ্য।' ধরমশালায় অশ্বিন বনাম রুট দ্বৈরথ দেখা যাবে, আশাবাদী পূজারা। তাঁর কথায়, 'যদি রুটের রেকর্ড দেখা যায় নজরে পড়বে ও সব সময় সক্রিয়। ও সুইপ বা রিভার্স সুইপ খেলার চেষ্টা করে। স্ট্রাইক রোটেট করার চেষ্টা করে। যাতে একজন বোলারের বিরুদ্ধে একটানা ছ'টা বল খেলতে না হয়। রুট ব্যাটারদের বিরুদ্ধে ভালো প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে না, আমি সেটা বলছি না। ও বোলারদের চাপে ফেলার প্ল্যানে থাকে।' পূজারার কথায়, 'আর অশ্বিন সেটা করা থেকেই রুটকে আটকানোর চেষ্টা করে। স্ট্রাইকে রুটকে রেখে সে ভাবে বল করে অশ্বিন। ক্লোজ ইন ফিল্ডারদের নিয়ে রুটকে স্ট্রাইকে রাখার পাশারাশি একটি স্লিপ রাখে ও সিঙ্গল আটকাতে স্কয়ার লেগে একজন ফিল্ডার রাখে। অশ্বিন বিরাট চালাক। ২২ গজেও নিজের বুদ্ধি বিরাট কাজে লাগায়।'

রোহিতের পর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের টিমে জায়গা পাকা রিঙ্কুর, সারলেন ফটোশুটও!

ধরমশালা, ৫ মার্চঃ বোর্ডের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী সভায় পরিস্কার করে দেওয়া হয়েছিল, যাই হোক না কেন, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের ক্যাপ্টেন হবেন রোহিত শর্মাই। আর টিম কী ভাবে বাছা হবে? ২২ মার্চ থেকে শুরু হচ্ছে আইপিএল। নির্বাচকরা যে সম্ভাব্য টিম বেছে রেখেছেন, তাঁরা পারফর্ম করলে স্বাভাবিক ভাবেই সুযোগ পেয়ে যাবেন বিশ্বকাপ টিমে। আইপিএল শুরু হতে এখনও অনেক দেরি। তারই মধ্যে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য ফটোশুট হয়ে গেল। রোহিত সহ গুরুত্বপূর্ণ ক্রিকেটারদের তালিকায় রয়েছেন রিঙ্কু সিংও। মোটামুটি বলেই দেওয়া যায়, আইপিএলে যেমনই পারফর্ম করুন না কেন কেকেআরের ফিনিশার, বিশ্বকাপে তাঁর জায়গা পাকা। ধরমশালায় কয়েক দিন পরই ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে শুরু হবে সিরিজের পঞ্চম ও অন্তিম

টেস্ট। ভারত ৩-১ সিরিজে এগিয়ে রয়েছে। এই ম্যাচও জেতার জন্য ঝাঁপাতে চাইছে রোহিতের টিম। তার আগে, সোমবার ফটোশুট হয়ে গেল। আর তার জন্য ধরমশালা উড়ে গিয়েছেন রিঙ্কু। উত্তরপ্রদেশের ক্রিকেটারের উত্থান উল্কা গতিতে। গত আইপিএলে পাঁচটা ছয়ের পর তাঁকে নিয়ে হইচই পড়ে যায়। ভারতীয় টিমেও জায়গা পেয়ে যান। নিরাশ করেননি। উল্টে টিমকে ভরসা দিয়েছেন। ফিনিশার হিসেবে প্রতিষ্ঠাও পেয়ে গিয়েছেন। রিঙ্কু যে ভারতীয় টিমের অংশ হবেন বিশ্বকাপে, তা নিশ্চিত। ধরমশালার টেস্ট টিমে যাঁরা নেই, রিঙ্কু তাঁদের অন্যতম, যাঁকে দেখা গিয়েছে ফটোশুটে। মহেন্দ্র সিং ধোনি অবসর নেওয়ার পর ফিনিশার হিসেবে রিঙ্কু উঠে এসেছেন। লোয়ার মিডল অর্ডারে নেমে টিমকে দ্রুত রান দেওয়ার পাশাপাশি বিপর্যয় থেকে টিমকে তুলে আনার কাজ ঠান্ডা মাথায় করতে পারেন। আফগানিস্তানের মতো টিমের বিরুদ্ধে তা করেও দেখিয়েছেন। ১৫টা টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছেন এখনও। ১১ ইনিংস খেলে রান করেছেন ৩৫৬। সর্বোচ্চ নট আউট ৬৯। দুটো হাফসেঞ্চুরি রয়েছে সঙ্গে। এই রিঙ্কুকে যে ভারতীয় টিমের ভবিষ্যৎ ভাবা হচ্ছে, তাতে সন্দেহ নেই।

'পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ' থেকে অবিশ্বাস্য মিসেও যেভাবে 'গ্রেট' আর্লিং হলান্ড

লন্ডন, ৫ মার্চঃ ইতিহাদে ম্যানচেস্টার সিটি বনাম ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ম্যাচ। সিটি পিছিয়ে ১-০ গোলে। প্রথমার্ধের ৪৫ মিনিটের মাথায় সিটি আক্রমণটা তৈরি করেছিল বাঁ প্রান্ত দিয়ে। জেরেমি ডকু বল বাড়ান রদ্রিকে। স্প্যানিশ মিডফিল্ডারকে কড়া পাহাড়ায় রেখেছিলেন ইউনাইটেডের দুই ডিফেন্ডার। পোস্টের কাছাকাছি থাকা আর্লিং হলান্ডের সঙ্গেও ছিলেন দুই মার্কার। যে কারণে রদ্রি বল বাড়ান ডান প্রান্তে 'অনমার্কড' ফিল ফোডেনকে। সিটি মিডফিল্ডারকে সামলাতে ইউনাইটেড রক্ষণ ব্যস্ত হয়ে পড়ায় গোলমুখে অরক্ষিত হয়ে পড়েন হলান্ড। তাঁকে আটকাতে ছিলেন না ইউনাইটেড গোলকিপারও! এমন পরিস্থিতিতে ফোডেন বুদ্ধিদীপ্তভাবে হেডে বল পাঠান নরওয়েজীয় স্ট্রাইকারকে। ১ গোলে পিছিয়ে থাকা সিটিকে সমতায় ফেরাতে হলান্ডকে বলে সামান্য টোকা হলেই চলত। কিন্তু অবিশ্বাস্যভাবে 'পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ' থেকে হলান্ড সেই গোল মিস করলেন! পোস্টের ওপর দিয়ে চলে যায় তাঁর ভলি। সহজ সুযোগ হাতছাড়া করায় তাৎক্ষণিভবে সমালোচনার মুখে পড়েন হলান্ড। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনেকে এটিকে প্রিমিয়ার লিগ ইতিহাসে 'সবচেয়ে বাজে মিস' বলেন। আরেকজন লিখেছেন, 'গোললাইন থেকে দারুণভাবে বল ক্লিয়ার করেছে হলান্ড।' ম্যাচ শেষে সিটি কোচ পেপ গার্দিওলাকে এই মিস নিয়ে কথা শুনতেই হতো। গার্দিওলা এ নিয়ে বলেছেন, ''অসাধারণ সব খেলোয়াড়ের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। তাদের অনেককে কোচিং করানোর সৌভাগ্য আমার হয়েছে। তারা এসব (সুযোগ হাতছাড়া করা) তাৎক্ষণিকভাবে ভুলে যায়। তারা যত দ্রুত সম্ভব এটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে। ফুটবলার এবং বাস্কেটবল খেলোয়াড়দেরও আমি দেখেছি মিস করতে। এরপর তারা একটা হাসি দেয় এবং কাজে মনোযোগ দেয়। হলান্ডও তা-ই করে। ভুলে যাওয়ার অবিশ্বাস্য দক্ষতা আছে তার। গ্রেট খেলোয়াড়দের ধরনও এটা।'' সহজ সুযোগ মিস করলেও পরে অবশ্য সিটির ৩-১ গোলের জয়ে শেষ গোলটি এসেছে হলান্ডের কাছ থেকেই।

মাঠে ফিরেই আবার রোনাল্ডোকে শুনতে হলো 'মেসি-মেসি' স্লোগান

রিয়াধ, ৫ মার্চঃ লা লিগায় লিওনেল মেসির সঙ্গে প্রায় এক দশকের দ্বৈরথে যতি টেনে ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো রিয়াল মাদ্রিদ ছেড়েছেন ২০১৮ সালে। এখন তো দুজনের একজনও ইউরোপের ফুটবলেই নেই। রোনাল্ডো সৌদি আরবে আর মেসি মার্কিন-মুলুকে। মাঠে দুজন মুখোমুখি হন কালেভদ্রে, কখনও কোনও প্রীতি ম্যাচে। মেসি আর রোনাল্ডোর দুজন বিশ্বের দুই প্রান্তে ফুটবল খেললেও তাঁদের পুরোনো দ্বৈরথের ঝাঁজ এখনো রয়ে গেছে ভক্তদের মনে। আর সেই ঝাঁজটা মাঝেমধ্যেই টের পাচ্ছেন রোনাল্ডো। সৌদি আরবের বিভিন্ন মাঠে তাঁকে খ্যাপাতে প্রতিপক্ষ দলের সমর্থকেরা কখনো কখনো 'মেসি মেসি' স্লোগান দেন। সৌদি প্রো লিগে ২৫ ফেব্রুয়ারি আল শাবাবের বিপক্ষে আল নাসরের ৩-২ ব্যবধানের জয়ে প্রথম গোলটি করেছিলেন রোনাল্ডো। গোলটি ছিল ক্লাব ফুটবলে পর্তুগিজ তারকার ৭৫০তম। মাইলফলক ছোঁয়ার সেই দিনে প্রতিপক্ষের সমর্থকদের তাঁকে উদ্দেশ্য করে 'মেসি, মেসি' স্লোগানে বিরক্ত হয়ে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করেছিলেন রোনাল্ডো। এর জন্য সৌদি প্রো লিগে এক ম্যাচের জন্য নিষিদ্ধ হয়েছিলেন। যার ফলে আল হাজেমের বিপক্ষে আল নাসরের সর্বশেষ ম্যাচে খেলতে পারেননি। রিয়াদে নিজেদের মাঠে দলকে ৪-৪ গোলে ড্র করতে দেখেছেন ভিআইপি গ্যালারিতে

বসে। রোনাল্ডো আল নাসরের হয়ে আবার মাঠে ফিরেছেন গতকাল রাতে। এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে প্রথম লেগের ম্যাচটিতে রোনাল্ডো অবশ্য গোল পাননি। সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর ক্লাব আল আইনের মাঠ থেকে তাঁর দলও হেরে এসেছে ১-০ গোলে। হারের এই হতাশার সঙ্গে রোনাল্ডোর মনে যোগ হয়েছে আল আইন সমর্থকদের অন্যরকম আচরণের বিরক্তি। ১-০ গোলে পিছিয়ে থেকে আল নাসরের খেলোয়াড়েরা যখন ড্রেসিংরুমে যাচ্ছিলেন, আল আইনের সমর্থকেরা রোনাল্ডোকে উদ্দেশ্য করে 'মেসি, মেসি' স্লোগান দেয়। এবার অবশ্য অশ্লীল কোনও অঙ্গভঙ্গি রোনাল্ডো করেননি। তবে দুই দিকে মাথা নেড়ে অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে হতাশা আর বিরক্তি প্রকাশ করেছেন পর্তুগাল দলের অধিনায়ক।

সতীর্থর টাকা চুরি করে পালালেন পাকিস্তানের বক্সার

রোম, ৫ মার্চঃ ইতালিতে প্যারিস অলিম্পিকের কোটা আনতে গিয়েছিলেন। তাঁকে ভবিষ্যতের তারকাও ভাবা হচ্ছিল। এশিয়ান বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জও পেয়েছিলেন। সেই তিনি যে বক্সিংয়ের বদলে চুরিতে পারদর্শী, তা বোধহয় বুঝতে পারেননি ফেডারেশনের কর্তারা। জানতে পারলেন ইতালিতে গিয়ে। এক সতীর্থরই ব্যাগ চুরি করে পালিয়ে গিয়েছেন জোহেব রশিদ নামের ওই বক্সার। বাধ্য হয়ে ইতালিতে পাকিস্তান দূতাবাসে অভিযোগ জানিয়েছেন কর্তারা। পুলিশের দ্বারস্থও হতে হয়েছে। বিদেশের মাটিতে জোহেবের এই কাণ্ডে নাক কাটা গিয়েছে পাকিস্তানের। প্যারিস অলিম্পিকের কোটা আনার জন্য পাঁচ সদস্যের টিম ইতালিতে পাঠিয়েছে ফেডারেশন। যে হোটেলে পাকিস্তানের টিমের বক্সাররা রয়েছেন, সেখানেই এই কাণ্ড ঘটিয়েছেন জোহেব। পাক মহিলা বক্সার লরা ইক্রাম ট্রেনিংয়ের জন্য বেরিয়ে যেতেই হোটেলের ডেস্ক থেকে তাঁর ঘরের চাবি জোগাড় করেন জোহেব। ইক্রামের ঘরে ঢুকে তাঁর মানিব্যাগ থেকে ডলার চুরি করে পালিয়ে যান। ট্রেনিং থেকে ফিরে ব্যাপারটা জানতে পারেন ইক্রাম। তিনি টিমের কর্তাদের জানাতেই খোঁজ শুরু হয়। হোটেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, জোহেব নিয়েছিলেন ইক্রামের রুমের চাবি।

রেকর্ড গড়া জয়ে শিরোপার ত্রিমুখী লড়াই জমিয়ে রাখল আর্সেনাল

শেফিল্ড, ৫ মার্চঃ ''আড (গতকাল) আমরা যখনই বল পেয়েছি, খুব ভালো মুডে ছিলাম।'' শেফিল্ড ইউনাইটেডের বিপক্ষে গতকাল প্রিমিয়ার লিগে আর্সেনালের ম্যাচটির স্কোরলাইনের দিকে তাকালেই বোঝা যাবে, মিকেল আরতেতা ঠিকই বলেছেন। ৫, ১৩, ১৫, ২৫, ৩৯, ৫৮-শেফিল্ডের জাল ছয়বার বল গেছে। সহজ কিছু সুযোগ মিস না হলে যেটা আরও বেশি হতে পারত। তবে ৬-০ গোলের জিতেও প্রিমিয়ার লিগের রেকর্ড বইয়ে নাম লিখিয়ে নিয়েছে আর্সেনাল। দলের খেলায় মহাখুশি আর্সেনালের কোচ আরতেতা ম্যাচ শেষে দারুণ আনন্দ নিয়ে বললেন, ''আমরা অনেক সুযোগ তৈরি করেছি। শুরুর দিকেই গোল করেছি-দারুণ পারফরম্যান্স।'' মার্টিন ওডেগার্ড ৫ মিনিটেই আর্সেনালকে এগিয়ে দেওয়ার পর ১৩ মিনিটে স্কোরলাইন ২-০ হয়েছে বোগলের আত্মঘাতী গোলে। ২ মিনিট

পর স্কোরশিটে নাম লেখান গ্যাব্রিয়েল মার্তিনেল্লি। এরপর কাই হাভার্টজের ২৫ ও ডেকলান রাইসের ৩৯ মিনিটের গোলে প্রথমার্ধেই ৫-০ ব্যবধানে এগিয়ে থেকে মাঠ ছাড়ে আর্সেনাল। দ্বিতীয়ার্ধেও শেফিল্ডের রক্ষণে একের পর এক আক্রমণ করে গেছে আর্সেনাল। কিন্তু ৫৮ মিনিটে বেন হোয়াইট ছাড়া আর কেউ গোল পাননি। আর গোল না পেলেই বা কী! অনন্য একটি রেকর্ডে তো নাম লিখিয়েই নিয়েছে আর্সেনাল। ১১ ফেব্রুয়ারি ওয়েস্ট হামের মাঠে ৬-০ আর ১৭ ফেব্রুয়ারি বার্নলির মাঠে ৫-০ গোলের জয়ের পর কাল রাতে শেফিল্ডের মাঠ থেকেও ৬-০ গোলের জয় নিয়ে ফিরল 'গানার'রা। যার মানে ইংল্যান্ডের প্রথম ক্লাব হিসেবে প্রতিপক্ষের মাঠে টানা ৩ ম্যাচে ৫ বা এর বেশি গোলের ব্যবধানে জয়ের রেকর্ড গড়েছে আর্সেনাল। শুধু রেকর্ড গড়াই নয়, এই জয়ে আর্সেনাল জমিয়ে রাখল প্রিমিয়ার লিগের ত্রিমুখী শিরোপা লড়াইটাও। ২৭ ম্যাচ শেষে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষ তিন দলের মধ্যে ব্যবধান মাত্র ১ পয়েন্ট করে। ৬৩ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে লিভারপুল। দ্বিতীয় স্থানে থাকা সিটির পয়েন্ট ৬২ আর আর্সেনাল তৃতীয় স্থানে আছে ৬১ পয়েন্ট নিয়ে।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com